NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ কলকাতায় রয়ে গিয়েছেন ৬৭ জন পাকিস্তানি! পুলিশের কড়া নজর

দিলীপ ঘোষ জননেতা নন, দাবি অর্জুন সিংয়ের ৩

কলকাতা ৩ মে ২০২৫ ১৯ বৈশাখ ১৪৩২ শনিবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩২১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 03.05.2025, Vol.18, Issue No. 321, 8 Pages, Price 3.00

জাতীয় সড়কেই রাফাল, সুখোই মিরাজ নিয়ে শক্তিপ্রদর্শন বায়ুসেনার

লখনউ, ২ মে: পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ড পরবর্তী সংঘাতের আবহে সেখানেই জরুরি ভিত্তিতে অবতরণ ও উড়ানের মহড়া দিল ভারতীয় বায়ুসেনা। লক্ষ্য, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য যুদ্ধ পরিস্থিতিতে আপৎকালীন ব্যবহার।

জাতীয় সড়কে নামছে একের পর এক যুদ্ধবিমান ও সেনা চপার। হইচই পড়ে যায় গোটা এলাকায়। ভারতীয় বায়ুসেনার এমন তৎপরতা দেখতে ভিড় জমান স্থানীয়রা। হাঁ করে দেখে গোটা দেশ। উত্তরপ্রদেশের গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে দেশের অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান রাফাল, মিরাজ ও সুখোই নিয়ে শক্তিপ্রদর্শনে নাম বায়ুসেনা।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যখন 'কূটনৈতিক যুদ্ধ' ঘোষণা করেছে ভারত, সেই আবহে হঠাৎ এমন ছবি দেখতে পাওয়া গেল শুক্রবার। এ যেন যুদ্ধের প্রস্তুতি। শুক্রবার উত্তরপ্রদেশের গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে মহড়া চালায় ভারতীয় বায়ুসেনা। কোনওরকম রানওয়ে ছাড়া কীভাবে দুর্গম এলাকায় নেমে পড়বে সেনার যুদ্ধবিমানগুলি তা বুঝে নিতেই এই মহড়া।

যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে চিন এবং পাকিস্তানের মোকাবিলা করতে কয়েক বছর আগেই উত্তর, পশ্চিম এবং পূর্ব ভারতের বিভিন্ন জাতীয় সড়কে রানওয়ে তৈরি করা হয়েছে।

সেখানে বায়ুসেনার ভারী সামরিক পরিবহণ বিমান সি-১৩০জে সুপার হারকিউলিস, যুদ্ধবিমান সুখোই-৩০ এমকেআই উড়ানের সফল মহড়াও হয়েছে একাধিক বার।

প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০২১ সালের ডিসেম্বরে উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জেলার সঙ্গে রাজধানী লখনউকে সংযোগকারী গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের উদ্বোধন করেছিলেন। জাতীয় সড়কে রানওয়ে নির্মাণের পাশাপাশি সম্প্রতি জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখের সীমান্তবর্তী এলাকায় নির্মীয়মাণ সড়ক-সুড়ঙ্গগুলিকে ক্ষেপণাস্ত্র এবং গোলাবারুদ মজুত করার কাজে ব্যবহারের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে! আগামী দিনে যে সুড়ঙ্গগুলি তৈরি হবে, সেখানে অস্ত্র ও গোলাবারুদ রাখার বিশেষ পরিকাঠামো গড়া হচ্ছে। 'বহুমুখী টানেল' গড়ার এই পরিকল্পনা রূপায়ণের দায়িত্বে রয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থা বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন (বিআরও)।

ফের শহরে অগ্নিকাণ্ড

সেক্টর ফাইভে রাসায়নিক কারখানায় আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: আবার কলকাতায় অগ্নিকাণ্ড। এ বার সল্টলেকের সেক্টর ফাইভের একটি রাসায়নিক কারখানায় আগুন লাগার ঘটনা ঘটল শুক্রবার। বাইরে থেকে বিস্ফোরণের শব্দও পাওয়া যায়। প্রায় ঘণ্টা তিনেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন দমকলকর্মীরা।

শুক্রবার দুপুরে আচমকাই আগুন লাগে ওই কারখানায়। দ্রুত সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে আশপাশে। গলগল করে কালো ধোঁয়া বার হতে শুরু করে। আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গেই বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া যায় কারখানার বাইরে থেকে। তবে কী কারণে বিস্ফোরণ, তা এখনও স্পষ্ট নয়। আগুন লাগার খবর পাওয়ামাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের একাধিক ইঞ্জিন। প্রথমে দমকলকর্মীরা বাইরে থেকে হোসপাইপের মাধ্যমে জল ছিটিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা শুরু করেন। দমকল সূত্রে খবর, আগুনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, কারখানার ভিতরে প্রবেশ করা সম্ভব হয়নি। আগুন কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনার পরই ভিতরে প্রবেশ করেন দমকলকর্মীরা। দমকলের ১১টি ইঞ্জিন ঘণ্টা তিনেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু এবং বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার মুকেশ। দমকলের মতে, ওই কারখানায় অনেক পরিমাণে দাহ্য পদার্থ মজুত ছিল। দমকলমন্ত্রীর কথায়, 'দমকলকর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছেন। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।'

শহরে বন্ধ সমস্ত 'রুফটপ' রেস্তরাঁ

নিজস্ব প্রতিবেদন: শহরের সমস্ত 'রুফটপ' রেস্তরাঁ আপাতত বন্ধ রাখতে হবে, এমনই নির্দেশ দিল কলকাতা পুরসভা। শুক্রবার 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানের পর মেয়র ফিরহাদ হাকিম এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। মেছুয়া এলাকার ঋতুরাজ হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১৫ জনের মৃত্যুর ঘটনার প্রেক্ষিতে শহরের ছাদনির্ভর রেস্তরাঁগুলির নিরাপা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে মেয়র সাফ বলেছেন, 'ছাদ কমন এলাকা। নীচের জায়গা যেমন কেউ বিক্রি করতে পারেন না, তেমন ছাদও বিক্রি করা যায় না।' পুরসভা ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে একটি নির্দেশিকা জারি করেছে। সেই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ছাদ কোনও ভাবেই ব্যক্তিগত ব্যবসার কাজে ব্যবহার করা যাবে না। রেস্তরাঁ নির্মাণের জন্য ছাদ বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। 'রুফটপ' রেস্তরাঁগুলিকে অবিলম্বে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পাক প্রধানমন্ত্রীর ইউটিউব চ্যানেল 'ব্লক' করল ভারত

নয়াদিল্লি, ২ মে: ফের পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ ভারতের। সে দেশের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের ইউটিউব চ্যানেল ভারতে বন্ধ করে দিল কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার। ভারতে কেউ ওই চ্যানেল খুললে দেখা যাবে একটি নোটিস। তাতে লেখা, 'জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত কারণে সরকারি নির্দেশে এখানকার বিষয়বস্তু বর্তমানে ভারতে দেখতে পাওয়া যাবে না।' প্রসঙ্গত, কয়েক দিন আগেই ভারতের বিরুদ্ধে প্ররোচনামূলক খবর প্রচারের অভিযোগে পাকিস্তানের ১৬টি ইউটিউব চ্যানেলকে নিষিদ্ধ করেছিল ভারত। এ বার নিষিদ্ধ করা হল পাকিস্তানের খোদ প্রধানমন্ত্রীর ইউটিউব চ্যানেল।

শাহবাজের ইউটিউব চ্যানেল ব্লক করার কোনও কারণ আনুষ্ঠানিকভাবে জানায়নি কেন্দ্র। তবে গত সোমবার পাকিস্তানের ১৬টি ইউটিউব চ্যানেল নিষিদ্ধ হওয়ার পর সরকারের একটি সূত্র মারফত জানা গিয়েছিল, ওই চ্যানেলগুলিতে পহেলগাঁও কাণ্ডের পর ভারতের বিরুদ্ধে প্ররোচনামূলক এবং সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বিষয়বস্তু প্রচার করা হচ্ছিল। এমনকি মিথ্যা ভাষ্য তৈরি এবং ভারতের সেনাবাহিনী সম্পর্কেও বিরূপ মন্তব্য করার অভিযোগ ওঠে ওই চ্যানেলগুলির বিরুদ্ধে। ওই সূত্রে আরও জানা যায় যে, ইউটিউব চ্যানেলগুলিকে নিষিদ্ধ করার আর্জি জানিয়েছিল কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। তা মেনেই সেগুলিকে ভারতে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়। ১৬টি চ্যানেলের তালিকায় ছিল পাকিস্তানের প্রথম সারির কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের ইউটিউব চ্যানেলও। তা ছাড়া কোপ পড়ে পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার শোয়েব আখতারের ইউটিউব চ্যানেলের উপরও। ১৬টি ইউটিউব চ্যানেলকে নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি-কেও পহেলগাঁও কাণ্ড নিয়ে একটি প্রতিবেদনের জন্য সতর্ক করে দেয় কেন্দ্র।

সোনিয়া-রাহুলকে নোটিস

নয়াদিল্লি, ২ মে: ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধি এবং কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি-সহ অন্যান্য অভিযুক্তদের নোটিস পাঠাল দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। কয়েকদিন আগেই এই মামলায় চার্জশিট পেশ করেছে ইডি। বিশেষ বিচারপতি বিশাল গোগনে জানিয়েছেন, অভিযুক্তদের বক্তব্য পেশ করার অধিকার রয়েছে। ৮ মে ওই মামলার পরবর্তী শুনানি। এদিন বিচারপতি গোগনে বলেন, 'মামলার যে কোনও পর্যায়ে অভিযুক্তদের বয়ান পেশের অধিকার কোনও ন্যায়বিচারে প্রাণ সঞ্চার করে।' এদিন আদালত জানিয়েছে, চার্জশিটে যা ত্রুটি ছিল তা সংশোধন করা হয়েছে। এবার তা আনুষ্ঠানিক ভাবে গ্রহণ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সমস্ত অভিযুক্তদেরই বক্তব্য পেশের অধিকার রয়েছে।

কেঁপে উঠল আর্জেন্টিনার দক্ষিণ উপকূল

বুয়েনস এয়ারস, ২ মে: ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দক্ষিণ আমেরিকার দুই দেশের উপকূল। ভারতীয় সময় অনুযায়ী শুক্রবার সন্ধ্যায় চিলি এবং আর্জেন্টিনার দক্ষিণ উপকূলে তীব্র ভূমিকম্প হয়েছে। আমেরিকার জিওলজিক্যাল সার্ভের রিপোর্ট অনুযায়ী, রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৭.৪। কম্পনের পরেই ওই এলাকায় জারি হয়েছে সুনামির সতর্কতা।

প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থলটি ছিল সমুদ্রের তলদেশে কেপ হর্ন এবং আন্টার্কটিকার মধ্যবর্তী অঞ্চলে, আর্জেন্টিনার উশুয়াইয়া উপকূল থেকে ২১৯ কিলোমিটার দূরে, সমুদ্রপৃষ্ঠের মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে। সংবাদ সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, ভূমিকম্পের জেরে আপাতত কোনও ক্ষয়ক্ষতি বা প্রাণহানির খবর মেলেনি। তবে জারি হয়েছে সুনামির সতর্কতা। *বিস্তারিত ৭ পৃ.*

মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ, প্রথম রায়গঞ্জের আদৃত

৬৬ জনের মেধাতালিকায় একজন কলকাতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বিঘ্নেই কেটেছিল ২০২৫ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা। শুক্রবার ৭০দিনের মাথায় ফলপ্রকাশ হয়। এদিন সকাল ৯টায় আনুষ্ঠানিকভাবে ফলপ্রকাশ করেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। ফলপ্রকাশের পর ৯টা বেজে ৪৫ মিনিট থেকে পর্ষদের অ্যাপ এবং ওয়েবসাইট থেকে মাধ্যমিকের পরীক্ষার ফল জানতে পারা যায়।

এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্রদের চেয়ে ছাত্রীদের সংখ্যা ছিল বেশি। ৬৬ জনের সম্পূর্ণ মেধাতালিকা প্রকাশিত হয়েছে শুক্রবার। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় মেধাতালিকা পড়ে শুনিয়েছেন। প্রথম হয়েছে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের আদৃত সরকার। দ্বিতীয় স্থানে আছে মালদহ এবং বাঁকুড়ার দু'জন। প্রথম দশে কলকাতার মাত্র এক জন রয়েছে। সে অষ্টম স্থান অধিকার করেছে।

শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুও মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০২৫-এর ফল প্রকাশিত হল। পাশের হার ৮৬.৫৬ শতাংশ। সফল ছাত্রছাত্রীদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন। আশা করব, তোমরা জীবনের সব ক্ষেত্রে সফল হবে, বাংলার মুখ উজ্জ্বল করবে এবং ভবিষ্যতে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখবে।'

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাধ্যমিকে উত্তীর্ণদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল ছাত্রছাত্রীকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন! আগামী দিনে তোমরা আরও সফল হবে, এই প্রত্যাশা রাখি। তোমাদের জীবনের এই স্মরণীয় দিনে আমি তোমাদের বাবা-মা, অভিভাবক-অভিভাবিকা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। তাঁদের সমর্থন ও পথনির্দেশই তোমাদের এই সাফল্যকে সম্ভব করে তুলেছে।' অনুত্তীর্ণদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, 'যারা আজ ভাল ফল করতে পারোনি তাদের বলব, হতাশ হয়ো না। চেষ্টা করো। আগামী দিনে সাফল্য আসবেই।'

চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ১০ ফেব্রুয়ারি এবং তা শেষ হয় গত ২২ ফেব্রুয়ারি। চলতি বছরের মাধ্যমিকা পরীক্ষা মোট ২,৬৮৩ কেন্দ্রে নেওয়া হয়েছিল। ৪২৩ জন কাস্টডিয়ান প্রশ্নপত্রের দায়িত্বে ছিলেন। পর্ষদ জানিয়েছে, ছাত্রীর সংখ্যা এবারও ছাত্রদের তুলনায় বেশি। এ বছর মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৯ লক্ষ ৮৪ হাজার ৭৫৩। তার মধ্যে ছাত্রদের সংখ্যা ৪ লক্ষ ২৮ হাজার ৮০৩ এবং ছাত্রীদের সংখ্যা ৫ লক্ষ ৫৫ হাজার ৯৫০। গতবছর অর্থাৎ ২০২৪ সালেও একই দিনে ফলপ্রকাশ করেছিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ।

চলতি বছরের মাধ্যমিকে পাশের হারে শীর্ষে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা রয়েছে। তারপর যথাক্রমে কালিম্পং, কলকাতা এবং পশ্চিম মেদিনীপুর রয়েছে। মাধ্যমিকে প্রথম দশে রয়েছে ৬৬ জন। প্রথম স্থানে রয়েছেন একজনই। এই বছরও মাধ্যমিকে ছিল গ্রেড ব্যবস্থা। সর্বোচ্চ 'এএ' গ্রেড পেয়েছে ১০,৬৫৯ জন। 'এ' গ্রেড পেয়েছে ২৫,৮২০ জন পরীক্ষার্থী এবং 'এ' গ্রেড পেয়েছে ৯১,২৩৭ জন। এদিন পর্ষদ সভাপতি মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশের সময়ে ধন্যবাদ জানান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে। সঙ্গে নির্বিঘ্নে ও সুষ্ঠুভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষা হওয়ার জন্য পুলিশ ও প্রশাসনকেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন তিনি। এ বছর মাধ্যমিকের পাশের হার ৮৬.৫৬ শতাংশ। পর্ষদ জানিয়েছে এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায়, ১ লক্ষ ২২ হাজার ৭৯৫ জন পরীক্ষার্থী পাশ করতে পারেনি।

পহেলগাঁও আবহে রাজস্থান থেকে গ্রেপ্তার 'পাঠান'

জয়পুর, ২ মে: পহেলগাঁও আবহে ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্ক তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। সীমান্তে দু'দেশের মধ্যে তৈরি হয়েছে যুদ্ধ পরিস্থিতি। পরপর আটদিন সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে গুলি চালিয়েছে পাক সেনা। এরই মধ্যে রাজস্থানের জয়সলমের থেকে এক পাকিস্তানি চরকে গ্রেপ্তার করল রাজস্থান ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট। গোয়েন্দারা জানিয়েছেন, ধৃত পাঠান খান জেরায় স্বীকার করেছে যে সে পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা ইন্টার সার্ভিস ইন্টেলিজেন্সকে ভারতের বিভিন্ন তথ্য পাচার করত।

পুলিশ সূত্রে খবর, বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে পাঠানকে একমাস আগে আটক করা হয়েছিল। একাধিকবার জিজ্ঞাসাবাদ করে তার কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। এরপর ১ মে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, পাঠান ২০১৩ সাল থেকে পাকিস্তানে যাতায়াত করত। সেখানেই পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। এরপর একাধিকবার পাকিস্তানে গিয়ে চরবৃত্তির প্রশিক্ষণ নেয় সে। ভারতীয় বিভিন্ন তথ্য পাচারের জন্য তাকে মোটা টাকার অফার আইএসআই-এর তরফে দেওয়া হয়েছিল বলে স্বীকার করেছে অভিযুক্ত। গোয়েন্দারা জেরায় এও জানতে পেরেছেন, ধৃত পাঠান ২০১৩ সালের পর থেকে একাধিকবার আইএসআই-এর সঙ্গে বৈঠক করে। পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থাকে জয়সেলমের আন্তর্জাতিক সীমান্ত সম্পর্কিত বহু তথ্য পাচার করেছে। সন্দেহজনক কাজের জন্য পাঠানকে আটক করা হয়েছিল। এরপর তাকে একাধিকবার জেরা করা হয়। জেরায় সে তথ্য পাচারের কথা স্বীকার করে নিলে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পহেলগাঁওয়ে ২৫ জন পর্যটক এবং একজন স্থানীয় বাসিন্দার মৃত্যুর পর সন্ত্রাসবাদকে মদত দেওয়ার অভিযোগে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একাধিক পদক্ষেপ করে ভারত সরকার। পালটা পাকিস্তানও একাধিক সিদ্ধান্তের কথা জানায়।

'অনেকের ঘুম উড়ে যাবে', হুঙ্কার প্রধানমন্ত্রী মোদির

তিরুঅনন্তপুরম, ২ মে: ইন্ডিয়া জোটের রাতের ঘুম কেড়ে নেবে নতুন বন্দর! কেরলে দাঁড়িয়ে ইঙ্গিতবাহী মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আদানি গোষ্ঠীর তত্ত্বাবধানে নতুন করে ঢেলে সাজানো হয়েছে তিরুঅনন্তপুরমের ভিঝিনজাম বন্দর। শুক্রবার সেই বন্দরের উদ্বোধনে মোদি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন, কংগ্রেস নেতা শশী থারুর। সেই মঞ্চ থেকেই ইঙ্গিতবাহী মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী।

বন্দরের উদ্বোধন করে বক্তৃতা দেওয়ার সময়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নকে বলতে চাই, আপনি তো ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম স্তম্ভ। শশী থারুরও এখানে রয়েছেন। আজকের এই অনুষ্ঠান কিন্তু অনেকের রাতের ঘুম কেড়ে নেবে।' প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য অনুবাদ করতে খানিক সময় নেন অনুবাদক। সেই দেখে মোদি বলেন, যাদের বার্তা দেওয়ার ছিল তাদের কাছে ঠিক পৌঁছে গিয়েছে। তাঁর কথায়, ভারতীয় নৌবাহিনীর শক্তি দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উল্লেখ্য, এই ভিঝিনজাম বন্দরটি কংগ্রেস সাংসদ থারুরের লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। তাই নিজের কেন্দ্রের বন্দর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে 'অতিথি' মোদিকে স্বাগত জানাতে নিজেই তিরুঅনন্তপুরমের বিমানবন্দরে হাজির ছিলেন থারুর। সেই নিয়েও বিতর্কে জড়ান কংগ্রেস সাংসদ। প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিক অতীতে দলের সঙ্গে ক্রমশ বিরোধিতা বাড়ছে শশীর। কোভিড মহামারীর সময় গোটা বিশ্বকে পথ দেখিয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার। একাধিক দেশ ভারতের তৈরি ভ্যাকসিনে উপকৃত হয়েছে। এই ঘটনা বিশ্ববন্ধুত্বের শক্তিশালী উদাহরণ। নিজের কলামে মন্তব্য করলেন কংগ্রেস নেতা। এই ঘটনায় নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের গন্ধ পাচ্ছে রাজনৈতিক মহল।

NARSINGHA

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

শুরু হল আমাদের ফিচার বিভাগ

তবে বর্তমানে আলাদা করে নয় একদিন পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠাটি সাতদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেজে উঠবে

আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।

শীর্ষকে অবশ্যই "বিভাগ (যেমন গুঞ্জন)" কথাটি উল্লেখ করবেন।

আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৯/০৪/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৭০০ নং এফিডেভিট বলে আমি Pintu Sarkar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Rabindranath Sarkar ও Rabindra Sarkar উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৮/০৪/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৬১২ নং এফিডেভিট বলে Babul Bikas Patranabis S/o. Upendranath Patranabis ও Babul Bikas Patranobis S/o. U.N. Patranobis সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০৫/২০২৫, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ৩৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Jyotiskar Chakrabarti S/o. Krishna Kumar Chakrabarti (old name) R/o. Flat No. 4/1, Aalapini Apartment, Crooked Lane, Chinsurah, Hooghly-712101, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Jyotiskar Chakraborty S/o. Krishna Kumar Chakraborty (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Jyotiskar Chakrabarti S/o. Krishna Kumar Chakrabarti & Jyotiskar Chakraborty S/o. Krishna Kumar Chakraborty উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/১০/২০২৪, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ১৪২৬৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Rohan S/o. Vishvajit A. Samanta (old name) R/o. Anandanagar, Singur, Hooghly-712409, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Rohan Samanta S/o. Biswajit Samanta (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Rohan S/o. Vishvajit A. Samanta & Rohan Samanta S/o. Biswajit Samanta উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/০৩/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৪০ নং এফিডেভিট বলে Sukhen Das ও Sukendu Das S/o. Sunil Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৪/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪০ নং এফিডেভিট বলে Subimal Tambuly S/o. M. L. Tambuly ও Subimal Tambuli S/o. Manik Tambuli সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Doyadel Sheikh পিতা- Naimuddin Sheikh সাং+ পোঃ- ভান্ডারখোলা, থানা- কোতয়ালী, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১১০৩, পঃ বঃ গত ০৮/০৪/২০২৫ তারিখে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (১ম শ্রেণী) কৃষ্ণনগর এর এফিডেভিট বলে আমার পিতা Naimuddin Sheikh, Lalit Mondal ও Nalin Mondal একই ব্যক্তিরূপে পরিচিত হলেন।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩ রা মে, ১৯ শে বৈশাখ। শনি বার। শুক্ল পক্ষের পঞ্চমী তিথি। জন্মে মিথুন রাশি, অষ্টত্তরী চন্দ্র র মহাদশা, বিংশোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা, মৃতে ত্রিপাদ দোষ সকাল ৭/৫২ র পরে ত্রিপুষ্কর দোষ, বেলা ১২/৩৪ মিঃ পরে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : প্রেমিক কে বিশ্বাস করে সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ। আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : নতুন উদ্যমে আবার, জমি জমা কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সামান্য আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত সাংবাদিক-লেখক মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সম্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো। তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতি র সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনী স্ত্রত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

CHANGE OF NAME

I, MOHAMMAD GURGIN ALAM, HOLDER OF PASSPORT NO. L 7290403 DO HEREBY CHANGE MY NAME AS GURGIN ALAM AS PER MY AADHAAR CARD NO. 5532 4737 1009, FOR ALL PURPOSES. I ALSO UNDERTAKE TO EFFECT THE CHANGE IN ALL MY OTHER PUBLIC DOCUMENTS.

CHANGE OF NAME & D.O.B.

I, Harish Mehta S/o Late Prabhulal Mehta residing at 66, Shyama Prasad Mukherjee Road, Kalighat, Kolkata-700026, in Passport have changed my name Harish Prabhulal Mehta & Date of Birth 20.01.1946 and shall henceforth be known as Harish Mehta & Date of Birth is 08.01.1947 as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata, vide Affidavit No. 6412 dated 30th April, 2025 "Harish Prabhulal Mehta" and "Harish Mehta" both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rajendra Kumar Jain son of Late Bhanmal Jain residing at 227/2, Acharya Jagdish Chandra Bose Road, Kolkata-700020, Office at 7B, Justice Dwarka Nath Road, Kolkata-700020 West Bengal shall henceforth be known as Rajendra Jain as declared before the First Class Metropolitan Magistrate at Bankshal Court, Kolkata, Vide Affidavit No. - 6026 Dated - 29/04/2025, Rajendra Jain and Rajendra Kumar Jain both the same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ramesh Kumar Chopra (Old Name), S/o Late Lajpat Rai Chopra and Late Smt. Sheela Devi Chopra residing at 95/S, Block-E, New Alipore, P.O. & P.S. New Alipore, Kolkata-700053, have changed my name and shall henceforth be known as **Ramesh Chopra (New Name)** as declared before the Ld. Judicial Magistrate, 1st Class, at Alipore Court, 24 Parganas (S), West Bengal vide Affidavit No. 26708 dated 02.05.2025 **"Ramesh Kumar Chopra"** and **"Ramesh Chopra"** both are same and identical person.

Name Change

I,**SANTANU GHOSH** S/o Tapas Chandra Ghosh residing at Vill-Bhote Gram, P.O-Sarai, Pandua, Dist-Hooghly, 712149 do hereby solemnly affirm and declare that my wife's actual name is **NAMITA GHOSH**, Adhar No-2171 7603 8885, Pan card-DOIPG3334A wrongly recorded in my passport-J6838058 in spouse column as **NOMITA GHOSH** in place of **NAMITA GHOSH**. My wife's name i.e **NAMITA GHOSH** and **NOMITA GHOSH** both names are same and identical person, as I declared before 1st class Judicial Magistrate Mr. A. Das at Chinsurah court vide Affidavit no-4246 dated-22-05-2024.

CHANGE OF NAME

I, **Shyamali Manna,** W/o Laxmikanta Manna, residing at Vill.-11 No. Baikunthapur, P.O.-G. Baikunthapur, P.S.-Kakdwip, Dist.-South 24 Parganas, do hereby declare vide Affidavit In the Court of Ld. Judicial Magistrate(1st Class) at Kakdwip, South 24 Pgs. On 01.04.2025 that **my correct date of birth is 08/01/1964** as per my Aadhaar (No. 6215 8613 6260) and PAN card (No. JCWPM4977D). However, it is wrongly recorded in my Voter ID (No. FKM1503929) as age 32 on 01/01/2000. That **Shyamali Manna W/o Laxmikanta Manna, born on 08/01/1964** and **Shyamali Manna W/o Laxmikanta Manna, born on 01/01/2000 as 32 years** is the same and one identical person.

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী অমল ঘোষ, পিতা- নেপাল ঘোষ, ৯২ কৃষ্ণনগর মৌজায় L.R. 6470 নং খতিয়ান L.R. 1985 দাগে 06.20 শতক জমি ইং 09/06/2023 তারিখে কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-69 নং আমমোক্তার নামা বলে প্রাপ্ত হইয়া, 2729, 2730, 2731 নং দলিলে জমি বিক্রয় করিয়াছি এবং কৃষ্ণনগর B.L. & L.R.O. অফিসে মিউটেশন-এর আবেদন করির উক্ত খতিয়ান বা আমমোক্তারনামাই কারোর কোনরূপ অভিযোগ থাকিলে 30 দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

।। আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি ।।

মলয় কুমার চৌধুরী পিতা স্বর্গীয় অপর্ণা প্রসাদ চৌধুরী সাং ভগীরথপুর বিগত 2022 সালের iv ২৬ নম্বর পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি বলে জমি বিক্রয় করেন। উক্ত সম্পত্তি **মাহিরুল মন্ডল** এবং **সামিউল আলম ইসলাম মন্ডল** কে বিক্রয় করেন। উক্ত সম্পত্তির রেকর্ড করিবে তাতে কারো কোন আপত্তি থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত BLRO অফিসে যোগাযোগ করুন। মৌজা ভগীরথপুর, যুগিন্দা, মোহনপুর JL 46, 74, 85।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী সুবল চন্দ্র পাইন, ২)শ্রী অশোক পাইন, ৩)গোপাল চন্দ্র পাইন, ৪)শ্রী রণজিৎ পাইন, ৫)শ্রী সঞ্জিত পাইন, ৬)শ্রী মনোজিৎ পাইন,** সকলের পিতা ৺ইন্দু ভুষণ পাইন, সকলের সাকিম সোমড়া পার্ক কলোনী, সোমড়া, বলাগড়, হুগলী-৭১২১২৩ এবং **৭)শ্রীমতী গীতা বর্ধন** স্বামী ৺রমেন বর্ধন, পিতা ৺ইন্দু ভুষণ পাইন, সাকিম বেলুড়, সাঁপুইপাড়া, বালী, হাওড়া মহাশয়/ মহাশয়াগণ বিগত ইং ২৯/০৬/২০২২ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-8103/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে আমার মক্কেল **শ্রীমতী সীমা খামারু** স্বামী শ্রী প্রবীর খামারু, সাকিম চৌবেড়া, বৈঁচীগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫, মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিতেছেন।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, মৌজা সোমড়া, ৩৭ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৩১ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৬৬৮ তথা হাল এল.আর ৯২১ নং দাগে, শালি জমি ষোল আনায় ২৫ শতক আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয় হইতেছে। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত সম্পত্তি কোথাও দান, বিক্রয়, মর্টগেজ, বা উক্ত সম্পত্তি দেখাইয়া কোনোরূপ বায়না বা চুক্তিপত্র করা নাই। উক্ত সম্পত্তি যথাযথ মূল্য পূর্বক বিক্রয় করিতেছেন, এই ব্যাপারে কারোর কোনরূপ ওজর আপত্তি বা কারোর উক্ত সম্পত্তিতে কোন বায়নানামা থাকিলে, বা কেহ খরিদ করিতে ইচ্ছুক হইলে আগামী ১০ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিসহ উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। উক্তপর কাহারোও কোন ওজর আপত্তি গ্রহণ হইবে না।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

আমমোক্তার নামা মূলে ক্রয় সম্পত্তির বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল শ্রী সঞ্জয় কুমার জানা পিতা- ৺গোবিন্দ প্রসাদ জানা, জাতি-হিন্দু, ভারতীয় নাগরিক, পেশা- চাকুরী, সাং-বিষ্ণুপুরডাহি, পোঃ- বিষ্ণুপুর বাজার, থানা ও সাবরেজিস্ট্রী অফিস সবং, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর- মহাশয়, শ্রীমতী পারুল বালা পন্ডিত স্বামী ৺ক্ষুদিরাম পন্ডিত, জাতি-হিন্দু, ভারতীয় নাগরিক, পেশা-গৃহস্থালী সাং কৌশল্যা, পোঃ- খড়গপুর শহর,সাব রেজিস্ট্রী অফিস খড়গপুর, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর- মহাশয়ার নিকট হইতে নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি গত ইং ৩০.০৩.২০০১ তারিখের খড়গপুর সাব রেজিস্ট্রী অফিসের ৪ নং বুকের ২৯ নং রেজিস্ট্রীকৃত আমমোক্তার নামা মূলে ও স্বয়ং কর্তৃক বিক্রয় কোবলা দ্বারা নিম্নোক্ত তপশীলের সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। বিক্রয় কোবালা নং ০৮৭৬৫/২০১২- এ. ডি. এস. আর. খড়গপুর। উক্ত আমমোক্তার দাতা গন হইলেন ১) কমলেশ পন্ডিত, ২) অরুনাভ পন্ডিত, ৩) মানসরঞ্জন পন্ডিত, ৪) সুব্রত পন্ডিত, ৫) সুশান্ত পন্ডিত, (৬) স্মৃতি কনা পণ্ডিত, সর্বপেশা চাষাদি, সর্ব পিতা ক্ষুদিরাম পন্ডিত, সর্বজাতি- হিন্দু, ভারতীয় নাগরিক সর্বসাং- কৌশল্যা, পোঃ- খড়গপুর, থানা- খড়গপুর শহর, সাব রেজিস্ট্রী খড়গপুর, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর।

তপশীল বর্নিত সম্পত্তির বিবরন

থানা-খড়গপুর শহর, মৌজা- কৌশল্যা, জে. এল. নং ৩১১, রিঃ ভিঃ খতিয়ান নং ৫৭, হাল খতিয়ান ১০৩, ১৪৫০, ১৪৬৯, ১৫০৫, ১৬৩৫, ১৬৩৬, দাগ নং রিঃ ভি ১৩৬, এল.আর দাগ ১৭৪৩, শ্রেনী বাস্তু, পরিমান ৫.৫০ ডেঃ। উক্ত সম্পত্তির হস্তান্তরের পরিপ্রেক্ষিতে নাম খারিজ (মিউটেশন) করার ক্ষেত্রে যদি কাহারো কোন আপত্তি অধিকার/ বক্তব্য থাকিয়া থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট বা বি. এল. এন্ড এল.আর. ও খড়গপুর ১ এর নিকট সরাসরি অভিযোগ জানাইতে পারিবেন।

শ্রীদাম ঘোষ, অ্যাডভোকেট
তাং-৩০.০৪.২০২৫ জজকোর্ট পশ্চিম মেদিনীপুর

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

পঃ বঃ সরকারের ভূমি দপ্তরের মেমো নং- ১০০০-১৫/২২/২০২৪-এর গত ইং- ২৭.০২.২০২৪ তারিখের আদেশ মূলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি হইতেছে যে, আমি শ্রী অমল ঘোষ, পিতা- শ্রী নেপাল ঘোষ, সাং- চকেরপাড়া, পোঃ- কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন নং- ৭৪১১০১ এবং শ্রী আনন্দ ঘোষ, পিতা- মৃত রবীন্দ্র নাথ ঘোষ, সাং- বিধুবাবু লেন, চকেরপাড়া, পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন নং- ৭৪১১০১- একত্রে জেলা- নদীয়া, থানা- কোতয়ালীর অধীন ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজার আর.এস. ২৭০, ২৬৯৯, ২৬৮০ নং এল.আর. ১৯৯১২ নং খতিয়ানভুক্ত আর.এস. ৭০১০, ৭০১১, ৭০১২ নং এল.আর. ৯৮৯১ নং দাগে ০.০৭৭ একর বা ০৭.৭০ শতক (যাহা কৃষ্ণনগর পৌরসভার ০৭ নং ওয়ার্ডের বিধুবাবু লেনস্থিত ৪৪ নং হোল্ডিং সম্পত্তি হইতেছে) গত ইংরাজী-১২.০৭.২০২৩ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৯১/২০২৩ নং রেজিষ্টিকৃত একখানি আমমোক্তারনামা দলিল বলে মূল মালিক শ্রী গঙ্গেশ চন্দ্র প্রামানিক, পিতা- মৃত আনন্দ গোপাল প্রামানিক, সাবেক সাং- বিধুবাবু লেন, চকেরপাড়া, পোঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালী, জেলা নদীয়া, পিন নং ৭৪১১০১, হাল সাং- পি-১২৪ সি.আই.টি.রোড, বেলেঘাটা, পোঃ ও থানা- বেলেঘাটা, কোলকাতা-৭০০০১-এর দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়া আমরা শ্রী অমল ঘোষ ও শ্রী আনন্দ ঘোষ গত ইং- ১৩.১২.২০২৩ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ১২১৪২/২৩ নং একখানি কোবালা দলিল বলে শ্রী অসীম বালো, পিতা- মৃত অশ্বিনী বালো, সাং ও পোঃ-কুলগাছি, থানা ভীমপুর, জেলা নদীয়া, পিন নং ৭৪১১৬১, হাল সাং-বিধুবাবু লেন, চকেরপাড়া, পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা কোতয়ালী, জেলা নদীয়া, পিন নং- ৭৪১১০১-মহাশয়-কে ৯২নং কৃষ্ণনগর মৌজার আর.এস.২৭০,২৬৯৯,২৬৮০ নং এল.আর. ১৯৯১২ নং খতিয়ানভুক্ত আর.এস. ৭০১০,৭০১২ নং এল.আর. ৯৮৯১ নং দাগে ০.০২৮৯ একর বা ০২.৮৯ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দখল প্রদান করি। এক্ষনে শ্রী অসীম বালো মহাশয় স্থানীয় কৃষ্ণনগর-১ বি.এল.এণ্ড এল.আর.ও অফিসে নামপত্তন করিবে। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ হইতে ০৭ দিনের মধ্যে স্থানীয় বি.এল.এণ্ড এল.আর.ও অফিসে আপত্তি জানাইবেন অথবা আমার বরাবর লিখিত আবেদন করিবেন।

Prasenjit Das, Advocate, Krishnagar Judges Court, Nadia

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

পঃ বঃ সরকারের ভূমি দপ্তরের মেমো নং-১০০০-১৫/২২/২০২৪-এর গত ইং- ২৭.০২.২০২৪ তারিখের আদেশ মূলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি হইতেছে যে, আমি শ্রী অমল ঘোষ, পিতা-শ্রী নেপাল ঘোষ, সাং- চকেরপাড়া, পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন নং - ৭৪১১০১ এবং শ্রী আনন্দ ঘোষ, পিতা- মৃত রবীন্দ্র নাথ ঘোষ, সাং- বিধুবাবু লেন, চকেরপাড়া, পোঃ- কৃষ্ণনগর, থানা -কোতয়ালী, জেলা - নদীয়া, পিন নং ৭৪১১০১- একত্রে জেলা নদীয়া, থানা- কোতয়ালীর অধীন ৯২নং -কৃষ্ণনগর মৌজার আর.এস.২৭০,২৬৯৯,২৬৮০ নং এল.আর. ১৯৯১২ নং খতিয়ানভুক্ত আর.এস. ৭০১০,৭০১১,৭০১২ নং এল.আর. ৯৮৯১ নং দাগে ০.০৭৭ একর বা ০৭.৭০ শতক (যাহা কৃষ্ণনগর পৌরসভার ০৭ নং ওয়ার্ডের বিধুবাবু লেনস্থিত ৪৪ নং হোল্ডিং সম্পত্তি হইতেছে) গত ইংরাজী-১২.০৭.২০২৩ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৯১/২০২৩ নং রেজিষ্টিকৃত একখানি আমমোক্তারনামা দলিল বলে মূল মালিক শ্রী গঙ্গেশ চন্দ্র প্রামানিক, পিতা- মৃত আনন্দ গোপাল প্রামানিক, সাবেক সাং- বিধুবাবু লেন, চকেরপাড়া, পোঃ কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালী, জেলা নদীয়া, পিন নং ৭৪১১০১, হাল সাং- পি-১২৪ সি.আই.টি.রোড, বেলেঘাটা, পোঃ ও থানা-বেলেঘাটা, কোলকাতা-৭০০০১-এর দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়া আমরা শ্রী অমল ঘোষ ও শ্রী আনন্দ ঘোষ গত ইং- ১৮.০১.২০২৪ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৬১৭/২৪ নং একখানি কোবালা দলিল বলে শ্রী কমলেশ বিশ্বাস, পিতা-মৃত নিত্যগোপাল বিশ্বাস, সাং-আসাননগর থকবগে পাড়া, পোঃ-আসাননগর, থানা ভীমপুর, জেলা - নদীয়া, পিন নং- ৭৪১১৬১, হাল সাং-বিধুবাবু লেন, চকেরপাড়া, পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়া, পিন নং-৭৪১১০১-মহাশয়-কে ৯২নং কৃষ্ণনগর মৌজার আর. এস. ২৭০, ২৬৯৯,২৬৮০ নং এল.আর. ১৯৯১২ নং খতিয়ানভুক্ত আর.এস. ৭০১১,৭০১২ নং এল.আর. ৯৮৯১ নং দাগে ০.০৩০৪ একর বা ০৩.০৪ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দখল প্রদান করি। এক্ষনে শ্রী কমলেশ বিশ্বাস মহাশয় স্থানীয় কৃষ্ণনগর -১ বি.এল.এণ্ড এল.আর.ও অফিসে নামপত্তন করিবে। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ হইতে ০৭ দিনের মধ্যে স্থানীয় বি.এল.এণ্ড এল.আর.ও অফিসে আপত্তি জানাইবেন অথবা আমার বরাবর লিখিত আবেদন করিবেন।

Prasenjit Das, Advocate, Krishnagar Judges Court, Nadia

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল, শ্রী বিজয় কুমার চৌধুরী কে- শ্রীমতি শান্তা চৌধুরী ও সুভাষ চন্দ্র চৌধুরী ওরফে সুভাষ কুমার চৌধুরী (ইং ০২/০৩/২০১০) সালের চন্দননগর A.D.S.R অফিসে ৩৬ নং পাওয়াঃ অফ অ্যাটনি প্রদান করায় শ্রী ধনা মূর্মু - সুমিত্রা মূর্মু ও রানী মূর্মু -কে জায়গা বিক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে, কারোর কোন আপাত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য সহ আগামী ১৫ দিনের মধ্যে মহঃ বাজার (BL & L. R. O) অফিসে জানাবেন, এবং, উক্ত দলিল বলে নিজ নামে পত্তন করিবেন।

**Anindya Singha
ADVOCATE
Mob.- 8926610498**

।। বিজ্ঞপ্তি ।।
আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী অনিল চ্যাটার্জ্জী** পিতা ৺কানাইলাল চ্যাটার্জ্জী, সাকিম রায়বাজার, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, মহাশয় বিগত ইং ১৯/১২/২০২২ তারিখে ডি.এস.আর.-II, হুগলী চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-6405/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে আমাকে **(শ্রী সৈকত সেন,** পিতা সব্রত কুমার সেন, সাকিম রায়বাজার, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩,) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২৭/১১/২২৪ তারিখে তারিখে লিপিবদ্ধ ও ০৮/০১/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হুগলী চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-299/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী মৌমিতা ভৌমিক** পিতা কৃষ্ণ পাল সাকিম শান্তিপূর্ণ কলোনী, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪ মহাশয়াকে ১ কাঠা ০৯ ছটাক ১৫ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি।

তপশিল - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা বালি, ৯ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ২৭০৬ নং খতিয়ানে, আর.এস. ১০৭৮ তথা হাল এল.আর ১২৬৫ নং দাগে, বাগান ষোল আনায় ০.১৩০ একরের মধ্যে ০.৮৭৫০ অংশে ০.১১৩ একর তন্মধ্যে অত্র দলিলে ১ কাঠা ০৯ ছটাক ১৫ বর্গফুট সম্পত্তি আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী মৌমিতা ভৌমিক** পিতা কৃষ্ণ পাল উক্ত খরিদা সম্পিত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **শ্রী সৈকত সেন**
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।
আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রী রাহুল সিংহ রায় ওরফে রাহুল সিনহা রায়,** পিতা ৺তাপস সিংহ রায় ওরফে তাপস সিনহা রায়, সাকিম মাকালপুর, দাদপুর, হুগলী-712305 বিগত ইং 11/02/2023 তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-2020/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে **(শ্রীমত্যা বিশালক্ষ্মী সিংহ রায় ওরফে বিশালক্ষ্মী সিনহা রায়,** স্বামী ৺তাপস সিংহ রায় ওরফে তাপস সিনহা রায়, সাকিম মাকালপুর, দাদপুর, হুগলী-712305) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমি বিগত ইং 29/02/2024 তারিখে A.R.A.-1, কোলকাতা অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-1769/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **ভরসা বাণিজ্য প্রাইভেট লিমিটেড** সাকিম বিএল-বি থার্ড ফ্লোর, এফএল-২১, ৩৭ নর্থ নওদাপাড়া রোড, আরিয়াদহ, কলকাতা-৫৭, পক্ষে ডাইরেক্টর **শ্রী সুদীপ মল্লিক** পিতা ৺বিশ্বনাথ মল্লিক, সাকিম হাদিপুর, ছুপরিঝাড়া, দেগঙ্গা, উঃ ২৪পরগণা, কলকাতা-৭৪৩৪২৪ মহাশয়কে ৫ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। তপশীল - জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা হাসনান, জে.এল. নং ৪৯, হাল এল. আর ১৩২৬ ও ১৩২৭ নং খতিয়ানে, সাবেক ৮০৪ তথা হাল ১২১৩ নং দাগে শালি জমি (২.৫ + ২.৫) একুনে ৫ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **ভরসা বাণিজ্য প্রাইভেট লিমিটেড** পক্ষে ডাইরেক্টর **শ্রী সুদীপ মল্লিক** পিতা ৺বিশ্বনাথ মল্লিক, তাহাদের উক্ত খরিদা জমি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **শ্রীমত্যা বিশালক্ষ্মী সিংহ রায় ওরফে বিশালক্ষ্মী সিনহা রায়,** (আমমোক্তার)

।। বিজ্ঞপ্তি ।।
আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রীমত্যা বিমলা দাস,** পিতা ৺পশুপতি দাস, স্বামী ৺গোলক দাস, সাকিম পূর্ব গোপীনাথপুর, কিংকরবাটী, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৭ মহাশয়া বিগত ইং ২১/০২/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., সিঙ্গুর, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-821/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে **(শ্রী কালীপদ দাস** পিতা ৺রাধাপদ দাস, সাকিম নান্দা, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২১২৪) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি হইতে বিগত ইং ২৬/০৩/২০২৫ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-2596/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী সুব্রত ঘোষ** পিতা শ্রী শ্যামসুন্দর ঘোষ, সাকিম আটপুকুর, পোলবা, হুগলী-৭১২১৪৮ মহাশয়কে ৫ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। তপশিল - জেলা হুগলী, থানা সিঙ্গুর, মৌজা নান্দা, ৪০ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ১২৩২ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ২০৩ নং দাগে কলাবাগান ষোল আনায় ৫৩ শতক মধ্যে ০.০৬৫০ অংশে ৫ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রী সুব্রত ঘোষ** পিতা শ্রী শ্যামসুন্দর ঘোষ, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন/করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**শ্রী কালীপদ দাস**
আমমোক্তার

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

NOTICE

It is hereby inform that I, **Mr Saibal Nag @ Saibal Kumar Nag**, Son of Khagendra Nath Nag, residing at 65, Haro Mohan Ghosh Lane, Kolkata- 700085, West Bengal, have lost 1 (One) My Original Deed of my following Property (Flat) situated at **District-South 24 Parganas, PS-Beliaghata, under KMC, Premises no-65, Haro Mohan Ghosh Lane, Holding no-92/93, Ward no- 35,** within the jurisdiction of the Office of DSR & ADSR Alipore in thc State of West Bengal. The Original Deed the above property is as follows: **i)160303931 for the year 2008 registered before DSR-III Alipore, vide book no-I, vol no-1603, pages from 1 to 37.** I have already registered a General Diary before Beliaghata P.S, vide **GDE no-2254 dt-25/04/2025** Regard to the above mention lost. If anybody find the above deed, then please return it by contacting at the following address within 7 days of publication of the notice. I will remain ever grateful if their return.
With permission of the above mentioned.

Santanu Nandy (Advocate)
District Judge's Court, Hooghly
M-9734048759

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ **৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), **৯৪৩৪২৫২৫০৪,** maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, **ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮**

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে, ২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, **মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।**

বর্ধমান

স্টুডিও তানিয়া,
গোপীকান্ত চক্রবর্তী, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। **মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৩৯১০৬৯৪, ৯৪৩৪২২৫৭৬৭।**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নন্দীগ্রামকে শহিদদের স্মরণ
তৃণমূলকে 'জেহাদি' আখ্যা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধায়ক হিসেবে চতুর্থ বর্ষপূর্তিতে ফের শাসক দলকে নিশানা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার সকালে নিজের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে এক আবেগঘন বার্তায় তিনি কৃতজ্ঞতা জানালেন নন্দীগ্রামের মানুষের প্রতি। পাশাপাশি, 'তৃণমূলের জেহাদিদের' হাতে নিহত বিজেপি সমর্থকদের স্মরণ করলেন। শুভেন্দুর কথায়, 'নন্দীগ্রাম বিধানসভার বিধায়ক হিসেবে ২০২১ সালে পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার পর আজ চতুর্থ বর্ষপূর্তি। আমি প্রণাম নিবেদন করি নন্দীগ্রামের ভোটার ও নিবাসীদের, আমাকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য।' এরপরেই তিনি লিখেছেন, 'আজ স্মরণ করবো শহিদ দেবব্রত মাইতি, শহিদ রাধারাণী আড়ি সহ অন্যান্যদের, যাঁরা আমাকে এবং ভারতীয় জনতা পার্টিকে সমর্থন করার ও ভোট দানের 'অপরাধে' তৃণমূলের জেহাদিদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন।' এই ভাষা এবং 'জেহাদি' শব্দ প্রয়োগ ঘিরে ফের নতুন করে উত্তাপ ছড়াতে পারে রাজ্য রাজনীতিতে। শুভেন্দু অধিকারীর এই মন্তব্যকে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা ধর্মীয় মেরুকরণের চেষ্টা বলেই দেখছেন। পোস্টে তিনি আরও জানিয়েছেন, 'আমি সংবিধানের শপথ নিয়েছিলাম সকল নন্দীগ্রামবাসীর কাছে উন্নয়ন পৌঁছে দেওয়ার জন্য এবং এই উদ্যোগ গ্রহণ করতে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' চতুর্থ বর্ষপূর্তির দিন নন্দীগ্রাম রেয়াপাড়া অডিটোরিয়ামে একটি জনসমাবেশে বিগত চার বছরে নিজের উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান তুলে ধরবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি। ২০২১-এর নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়ে শুভেন্দু অধিকারী নন্দীগ্রাম থেকে জয়ী হন। এরপর থেকেই এই কেন্দ্র বিজেপি বনাম তৃণমূলের রাজনৈতিক টানাপোড়েনের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্ষপূর্তির বার্তায় সেই লড়াইয়ের স্মৃতি উস্কে দিয়ে, নিজের অবস্থান আবারও দৃঢ় করলেন শুভেন্দু।

চক্রবেড়িয়া সর্বজনীন দুর্গোৎসবের খুঁটি পুজোয় বিধায়ক দেবাশিস কুমার, কলকাতা পৌরসংস্থার মেয়র পারিষদ সদস্য বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা।

তরুণ উদ্যোগপতিদের সাহায্যে এফজিইসির অ্যাডভাইজারি বোর্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ। সম্প্রতি কলকাতার এক বিখ্যাত রেস্তোরাঁয় ঘোষণা করা হল এফজিইসির অ্যাডভাইজারি বোর্ড। যার মধ্যে রয়েছেন সিটি কেবলের কর্ণধার সুরেশ শেঠিয়া, আইরনির কর্ণধার ইন্দ্রনীল রায়, প্রাক্তন হিডকোর চেয়ারম্যান দেবাশীষ সেন এর মত বিশিষ্টরা। এই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য যারা নতুন করে ব্যবসা করতে চান তাদের সাহায্য করা। অন্য ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে মূলধনের ব্যবস্থা করে দেওয়া সব কিছুর ব্যবস্থা করতে সাহায্য করবে এই সংস্থা। সংস্থার নাম দেওয়া হয়েছে ফার্স্ট জেনারেশন এন্টারপ্রেনার্স ক্লাব।

হাওড়ায় মহাদেব মন্দিরে চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়া ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের মধুসূদন বিশ্বাস লেনের সর্ব সিদ্ধেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে আজ সকালবেলা চুরি হয়েছে। মন্দিরের ক্যাশ বাক্স থেকে বেশ কিছু টাকা খোয়া যায় বলে জানিয়েছেন মন্দির কমিটির সভাপতি পীযূষ কান্তি মুখার্জি। তিনি বলেন, "এই প্রথমবার এমন ঘটনা ঘটল। সঙ্গে সঙ্গে হাওড়া থানায় খবর দিই। পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করেছে।" স্থানীয়দের দাবি, রাতের দিকে এলাকায় পুলিশের টহল বাড়ানো দরকার। মন্দির কমিটি সূত্রে জানা গিয়েছে, ভবিষ্যতে সিসিটিভি বসানো ও নিরাপত্তা বাড়ানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। চুরি নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কার্যক্রমের শুভারাম্ভ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাঙ্কের পক্ষে ভারত সরকারের 'ঞ্জ:ত্র (ষ্ঠখষ্ঠত্র, ঞ্জ:ত্র ট্টট্রঙ্ক' উদ্যোগ অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে একত্রিত আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক রূপে ১লা মে কার্যক্রমের শুভারাম্ভের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেছে। এই মাইলফলক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের তিনটি আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক যথা, বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক (বিজিভিবি), পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (পিবিজিবি) এবং উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (ইউবিকেজিবি) -এর পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের স্পনসরশিপে, ওয়েস্টবেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাঙ্কে সফল একত্রীকরণকে সূচিত করছে।

ভাগাড়ে প্রসেসিং প্লান্ট বসানোর সিদ্ধান্ত: দূষণের হারে লাগাম টানতে রাজ্য সরকার সমস্ত ভাগাড়ে প্রসেসিং প্লান্ট বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেখানে পচনশীল বর্জ্য ও প্লাস্টিক সহ অপচনশীল বর্জ্য পৃথকভাবে প্রক্রিয়াকরণ করা হবে বলে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নদফতর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রসেসিং প্লান্টে ওই আবর্জনা থেকে জৈব সার, গ্যাস এবং প্লাস্টিকের দানা বা গ্র্যানিউল প্রস্তুত করা হবে। সেই দানা থেকে রাস্তা তৈরির উপকরণ সহ নানা ব্যবহারযোগ্য বিভিন্ন সামগ্রী প্রস্তুত করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । রাজ্যের পুর ও নগরোন্ননমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, পুরমন্ত্রী জানান, জঞ্জাল অপসারণ ও ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানসম্মতভাবে করতে রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর।রাজ্যের ১২৮টি পুরসভার মধ্যে ৯১টি পুরসভার ভাগাড়ে প্রক্রিয়াকরণ প্লান্ট তৈরির কাজ আগামী বছেরের গোড়াতেই শেষ হবে। ইতিমধ্যে ১৪টি পুরসভায় এই কাজ শুরু হয়েছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৩ মে ২০২৫, ১৯ বৈশাখ, শনিবার

বড়বাজার অগ্নিকাণ্ডে প্রাথমিক রিপোর্ট

সিগারেটের আগুন থেকে অগ্নিকাণ্ড, ধৃত আরও এক

নিজস্ব প্রতিবেদন: বড়বাজারের মদনমোহন মেছুয়াবাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ফের একজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃত খুরশিদ আলম দক্ষিণ কলকাতার কড়েয়ার বাসিন্দা এবং দুর্ঘটনাগ্রস্ত হোটেলের ঠিকাদার। বৃহস্পতিবার ভোরে কড়েয়ার বাড়ি থেকে তাঁকে আটক করা হয়। এই নিয়ে মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে ঘিরে গ্রেপ্তার হলেন তৃতীয় ব্যক্তি।

উল্লেখ্য, বড়বাজারের হোটেলে অগ্নিকাণ্ডে দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৪ জনের। মঙ্গলবার সন্ধের ঘটনায় ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার হোটেল মালিক আকাশ চাওলা-সহ ম্যানেজার গৌরব কাপুরও। এদিকে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কলকাতা পুরসভার ইঞ্জিনিয়াররা প্রাথমিক রিপোর্টও তৈরি করে ফেলেছেন। এই রিপোর্ট অনুসারে, নিয়ম বহির্ভূতভাবে হোটেলের দোতালায় আভ্যন্তরীণ নির্মাণের কাজ চলছিল।

ইন্টিরিয়ার ডেকোরেশন (ওয়েল্ডিং)-এর কাজ করার সময়ে আগুন লেগেছিল বলে অনুমান।

পুরসভার ইঞ্জিনিয়র সূত্রের খবর, কলকাতা পুরসভার প্রাথমিক তদন্তে নজর ছিল মেছুয়ার হোটেলের দোতালায়। ইন্টেরিয়ার ডেকোরেশন-এর কাজে ব্যবহার করা হচ্ছিল লোহার সামগ্রী। আয়রন ও স্টিল রড ব্যবহার করে চলছিল ইন্টেরিয়ার ডেকোরেশন। এজন্য কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি কলকাতা পুরসভার কাছে। আয়রন ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কাজ হলেও নিয়ম মেনে কোনও ইঞ্জিনিয়ার-এর তত্ত্বাবধানে সেই কাজ করা হচ্ছিল না। অদক্ষ শ্রমিকদের দিয়ে এই কাজ করানোর ফলেই বিপত্তি বলে প্রাথমিক ধারণা পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারদের। তবে বহুতলের অনুমোদনের নকশা বা আইবি বুকের থেকে বড় ধরনের বাহ্যিক কোনও ত্রুটি পাননি ইঞ্জিনিয়ারেরা। পাশাপাশি কলকাতা পুরসভার প্রয়োজনীয় লাইসেন্স নবীকরণ করা হয়েছে সময়মতো। কলকাতা পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারদের প্রাথমিক রিপোর্ট এরপর দমকল বিভাগ ও পুলিশের সঙ্গে আলোচনার পরই মেয়রকে চূড়ান্ত রিপোর্ট দেওয়া হবে বলে কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর।

অন্যদিকে, ঘটনাস্থল পরীক্ষা করে দেখেছেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা। নমুনা সংগ্রহ করেছেন। পরীক্ষার পর তাঁদের মনে হয়েছে দোতলায় যেখানে কাজ চলছিল তার পাশেই রান্নার ব্যবস্থা ছিল। ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের প্রাথমিক অনুসন্ধান বলছে, দোতলায় মজুত প্লাইউড ও প্রচুর স্পিরিট জাতীয় দ্রাহ্য বস্তুর উপস্থিতির কারণে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। হোটেলের দোতলার নির্মাণে কাজের জন্য যে শ্রমিকরা ছিলেন তারা সম্ভবত রান্না করছিলেন বা বিড়ি- সিগারেটের আগুনের ফুলকি থেকে আগুনের সূত্রপাত। স্পিরিট জাতীয় কেমিক্যালের উপস্থিতি আগুনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। সেখানেই ছিল রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার, আগুনের জেরে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ করে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। দোতলায় বিস্ফোরণ হওয়া সিলিন্ডার মিলেছে। ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছিল তিন থেকে ছ'তলা, জানলা না থাকা ও আবদ্ধ হওয়ার কারণে শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু।

কলকাতায় রয়ে গিয়েছেন ৬৭ জন পাকিস্তানি! পুলিশের কড়া নজর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে পর্যটকদের উপরে জঙ্গি হামলার ঘটনায় ফের পাকিস্তানি সংগঠনের যোগ উঠে আসতেই কড়া অবস্থান নিয়েছে কেন্দ্র। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, সব ধরনের ভিসা বাতিল করে ৩০ এপ্রিলের মধ্যে ভারতে অবস্থানরত পাকিস্তানি নাগরিকদের স্বদেশে ফেরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বহুজন ইতিমধ্যে ভারতে ছেড়ে ফিরে গেলেও, কলকাতায় এখনও ৬৭ জন পাকিস্তানি নাগরিক রয়েছেন বলে খবর লালবাজার সূত্রে।

কলকাতা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, 'এই সংখ্যাটি শুধু কলকাতা পুলিশের অন্তর্গত এলাকার। মহানগরের বাইরে আরও কিছু পাকিস্তানি নাগরিক থাকতে পারেন। তবে এই ৬৭ জনের বৈধ ভিসা ও নথিপত্র রয়েছে এবং অধিকাংশই চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ভারতে এসেছেন।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক কিছু নির্দিষ্ট শ্রেণির ভিসা ব্যতিরেকে সব পাকিস্তানি নাগরিককে ৩০ এপ্রিলের মধ্যে ভারত ছাড়ার নির্দেশ দেয়। যারা এই সময়সীমার মধ্যে ফিরতে পারেননি, তাঁদের আপাতত ওয়াঘা সীমান্ত হয়ে ফিরে যাওয়ার অনুমতি মিলেছে। তবে তাতেও ৬৭ জন এখনও কলকাতায় অবস্থান করছেন। কড়া নজরে কলকাতা পুলিশ। লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, হামলার ঘটনার পর ৬৭ জন পাকিস্তানির পরিচয় নিশ্চিত করে তাঁদের গতিবিধির উপরে নজরদারি শুরু করেছে পুলিশ। যাঁরা কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থান করছেন, তাঁদের সঙ্গে স্থানীয় থানার সাব-ইনস্পেক্টর এবং অতিরিক্ত ইনচার্জেরা নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন। প্রত্যেকের নথিপত্র খতিয়ে দেখার পাশাপাশি তাঁরা কোথায় যাচ্ছেন, কাদের সঙ্গে দেখা করছেন, এমনকি চিকিৎসার নাম করে কোথাও অন্যত্র যাত্রা করছেন কি না, তা নজরে রাখা হচ্ছে। কলকাতা পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, 'আমরা উপরের নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছি। যতদিন না নতুন নির্দেশ আসে, ততদিন এই বৈধ নথিপত্রধারী পাকিস্তানি নাগরিকদের এক মুহূর্তের জন্যও নজরবন্দি থেকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে না।' এই পরিস্থিতিতে কলকাতায় থাকা পাকিস্তানি নাগরিকদের উপস্থিতি নিয়ে জনমনে প্রশ্ন উঠছে। কেন্দ্রের অবস্থান স্পষ্ট, ভিসা বাতিল, দ্রুত প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ ও সতর্ক নজরদারি। কলকাতা পুলিশ সেই দিশাতেই পা মেলাচ্ছে।

আর কোনও জনস্বার্থ মামলা শুনবেন না প্রধান বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিগত কয়েক বছরে দায়ের হওয়া কোনও জনস্বার্থ মামলাই আর শুনবেন না কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। হাইকোর্টের বিজ্ঞপ্তি বলছে, ২০২১ সালের পর থেকে যে সমস্ত জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে সেগুলির শুনানি আর শুনবেন না প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। এবার এই সংক্রান্ত সব মামলাই বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চে পাঠানো হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার যে সমস্ত মামলা রয়েছে তা আর শুনবে না প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। আচমকা হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্ত নিয়েই শুরু হয়েছে নতুন চর্চা। আর এখানেই প্রশ্ন উঠেছে, আচমকা কেন এই সিদ্ধান্ত। এদিকে আদালতের বিজ্ঞপ্তি কোনও কারণই দর্শানো হয়নি। হাইকোর্ট সূত্রে খবর, এটা পুরোটাই প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত। তবে যেহেতু মাস্টার অফ রস্টার প্রধান বিচারপতি। তাই কোনও মামলার বিচার কোথায় হবে তা ঠিক করেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিই। তাই এই সিদ্ধান্তে আইনত কোনও বাধা নেই। এই প্রসঙ্গে বর্ষীয়ান আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য জানান,'আমার মনে নেই কোনও প্রধান বিচারপতি জনস্বার্থ মামলা শোনেননি বলে। তবে এটা তাঁর এক্তিয়ারের মধ্যেই পড়ে। যে এজলাসেই মামলা হবে সেখানেই মামলা করব।' অন্যদিকে আইনজীবী অর্ক নাগের কথায়, '১৯৭৯ সালে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পিএম ভগবতী একটি চিঠির উপর ভিত্তি করে মামলা নেন। হুসেনারা খাতুল বনাম স্টেট অফ বিহার, মামলাটি জনস্বার্থ মামলা হিসাবে স্বীকৃতি পায়। তারপর বহু মামলা হয়েছে চিঠির মাধ্যমে। তবে প্রধান বিচারপতিকেই শুনতে হবে, এই নিয়ে কোন আইন নেই।'

জলমগ্ন কাউগাছি-১

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিকাশি নেই। প্রায় চার-পাঁচ মাস জলমগ্ন থাকে জগদ্দল বিধানসভার অধীনস্থ কাউগাছি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। বৃহস্পতিবার রাতে অল্প বৃষ্টিতে জলের তলায় কাউগাছি-১ পঞ্চায়েতের ১৩ নম্বর সংসদের রথতলা থেকে হরিসভা। স্থানীয়দের অভিযোগ, একটু বৃষ্টিতে জল সোজা ঢুকে পড়ে বাসিন্দাদের বাড়ির অন্দরমহলে। কাঁদাজল ভেঙে তাদের যাতায়াত করতে হয়। স্থানীয় বাসিন্দা সমীর চ্যাটার্জি বলেন, 'অল্প বৃষ্টিতেই রাস্তাঘাট জলের তলায়। বর্ষাকালে এখানকার ৪০টি পরিবারকে জলবন্দি হয়ে থাকতে হয়। দু'বছর আগে বিধায়ক নিজে এসে দেখে গিয়েছেন। উনি সেই সময় রাস্তাঘাট ও নিকাশি ড্রেন করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত রাস্তা, ড্রেন কিছুই হয়নি।' তাঁর অভিযোগ, সমস্যা সমাধানে পঞ্চায়েতে একাধিকবার জানিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি। যদিও পঞ্চায়েত প্রধান সমীর চক্রবর্তী বেহাল নিকাশির কথা স্বীকারও করে নিয়েছেন। তিনি বলেন, 'ওখানে নিকাশি নেই। জমির কারবারিরা সমস্ত ড্রেন বন্ধ করে দিয়েছে।' তাঁর দাবি, আগে হাঁসিয়া, মথুরাপুর, কয়রাপুর, পলতা পাড়া ও কাউগাছির জল বিভিন্ন নিকাশির মাধ্যমে বর্তিবিলে গিয়ে পড়তো। এখন কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধারে ড্রেন হওয়ায় জমাজল অপসারিত হচ্ছে না। নিকাশি সমস্যা সমাধানে প্রধান বলেন, হাই রোড কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সম্প্রতি আলোচনা হয়েছে, যাতে জমাজল নিষ্কাশন করা যায়। বেহাল রাস্তা সংস্কার নিয়ে পঞ্চায়েত প্রধান সমীর চক্রবর্তী বলেন, পঞ্চায়েত পিচের রাস্তা করে না। তাই পাশ্ববর্তী পুরসভার চেয়ারপার্সনকে স্কিম করে পাঠানো হয়েছে। পাশের পুরসভার রাস্তা করার সময় পঞ্চায়েতের একশো মিটার রাস্তা যাতে পিচের করে দেওয়া হয়।

দিলীপ ঘোষ জননেতা নন, দাবি অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিলীপ ঘোষ দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের দ্বারোদঘাটনে যাওয়ার পরই ঝড় উঠেছে দলের অন্দরে। অসন্তোষ প্রকাশ করেন খোদ দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সাংসদ সৌমিত্র খাঁ থেকে শুরু করে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং পর্যন্ত দিলীপ ঘোষকে তীব্র নিশানা করেছেন। নীচুতলার দলীয় কর্মীরাও বেজায় চেটেছেন। মেদিনীপুরে দিলীপ ঘোষকে 'গো ব্যাক' স্লোগান শুনতে হয়েছে। এবার দিলীপ ঘোষকে পুরো ধুঁয়ে দিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। শুক্রবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়ছেন বলেই তাঁর বিরুদ্ধে ১৭৬ টা মামলা দায়ের হয়েছে। আর ওনাকে ফুলের তোড়া ও মিষ্টি দেওয়া হচ্ছে। দিঘায় জগন্নাথ কালচারাল সেন্টারের উদ্বোধনে উনি আমন্ত্রণ পাচ্ছেন। অথচ তাদের কাছে মিষ্টির বদলে পুলিশের নোটিশ আসছে। এদিন তিনি জোরের সঙ্গে দাবি করেন, দল ওনাকে নেতা করেছেন। কিন্তু উনি কোনওদিনই জননেতা নন।' তাঁর কটাক্ষ, 'নিজের চার-পাঁচ জন লোক নিয়ে চা চক্র করেন। এতে উনি দলের ক্ষতি করছেন।' তাঁর বক্তব্য, 'দলের কর্মীরা মার খাচ্ছেন। আর উনি মাছ ধরছেন।' অর্জুনের চ্যালেঞ্জ, 'দিলীপ ঘোষের নামে মিটিং ডাকা হোক। দেখি সেই মিটিংয়ে দলের কতজন অংশ নেয়।' গেরুয়া শিবিরের এই লড়াকু নেতার সংযোজন, তিনি তৃণমূল থেকে বিজেপিতে এসেছেন। এটা ঠিক কথা। কিন্তু উনি নাকি জন্মলগ্ন থেকেই বিজেপিতে আছেন। তারপরেও বিজেপি ওনাকে বিশ্বাস করছে না কেন, এদিন তা নিয়েও প্রশ্ন তুললেন পদ্ম শিবিরের দাপুটে এই নেতা।

শহরের সমস্ত রুফটপ রেস্তরাঁ বন্ধের নির্দেশ কলকাতা পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেছুয়া বাজারের ঘটনার জের। শহরে আর কোনও রকম রুফটপ রেস্তরাঁ করা যাবে না, বড়বাজারে আগুন লাগার ঘটনার পর সাফ জানিয়ে দিলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। বলেছেন, রাজ্য সরকার যে কমিটি গঠন করেছে, তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত পুরোপুরি বন্ধ থাকবে যাবতীয় রুফটপ রেস্তরাঁ।

শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ফিরহাদ জানান, আপাতত ছাদের জায়গা কমানো হয়েছে। নোটিফিকেশনও ইতিমধ্যেই জারি হয়ে গিয়েছে। এই মুহূর্তে যে যে রেস্তরাঁ চালু রয়েছে তাও আপাতত পুরোপুরি বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।পুরসভার তরফ থেকে স্পষ্ট নির্দেশ পাঠানো হয়েছে,রেস্তোরাঁর জন্য বিক্রি করা যাবে না ছাদ। এর পাশাপাশি এও জানান,'নিচের জায়গা যেমন কেউ বিক্রি করতে পারেন না, তেমনি ছাদও বিক্রি করা যায় না। রুফটপ খোলা থাকবে, যা রেস্টুরেন্ট হয়েছে, বন্ধ করতে হবে। কারণ নিচে আগুন লাগলে, মানুষ যাতে ছাদে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারেন।' একইসঙ্গে মেয়র এও জানান, 'পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মাকে অনুরোধ করেছি, যাতে তিনি সমস্ত রুফটপ রেস্তরাঁর নামের তালিকা দেন। আমরা রেস্তরাঁগুলোকে নোটিস পাঠিয়ে দেব।'

মেছুয়ার বড়বাজারে হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের জেরে মৃত্যু হয়েছে ১৫ জনের। প্রথম থেকেই এই হোটেলের বিরুদ্ধে একাধিক বেনিয়মের অভিযোগ উঠেছিল। আগুন লাগার পর হোটেল থেকে বেরোতেই পারেননি হোটেলে আগত অতিথিরা। ৯০ শতাংশ মৃত্যুর কারণ দমবন্ধ হয়েই। দিঘা থেকে ফিরে সরাসরি ঘটনাস্থলে যান মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে বড়বাজার, জোড়াসাঁকোর এলাকার একাধিক হোটেল, মার্কেট, ব্যবসায়ীদের সতর্ক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা নিজেই বলেছিলেন, নিয়ম থাকলেও, অনেক ব্যবসায়ী তা মানেন না। এরপর ম্যাগমা মার্কেটে পৌঁছে যান মমতা। সারপ্রাইজ ভিজিটে গিয়ে দেখতে পান, সেখানে গাদাগাদি করে ২৪টা গ্যাস সিলিন্ডার রাখা ছিল। এরপরই মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন দমকল, পুরসভা, পুলিশ কমিশনারকে একসঙ্গে বৈঠকে বসতে। তারপরই মেয়র এই নির্দেশ দেন। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী মেয়রকে আরও কড়া হওয়ার নির্দেশ দেন। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, শহরের ছাদে থাকা সব কটি রেস্তোরাঁ বন্ধ করতে হবে। আগে বরো ভিত্তিক রিপোর্ট তৈরি করতে হবে। কোন এলাকায় কতগুলো রুফটপ রেস্তোরাঁ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখে দ্রুত বন্ধ করতে হবে। আগুন লাগলে, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে ছাদে মানুষ আশ্রয় নিচ্ছেন। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে এমার্জেন্সি গেট বন্ধ থাকছে।

ফারাক্কার নদীর চরে উদ্ধার খড়দার শিক্ষকের মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন: খড়দার জ্যোতি কলোনির বাসিন্দা মালদহের কালিয়াচক সাহাবাজপুর বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ উচ্চ বিদ্যালয়ের চুক্তি ভিত্তিক শিক্ষক বছর পঁচিশের শানু মন্ডলের মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে রহস্য দানা বেঁধেছে। তবে মৃতের পরিবারের অভিযোগ, শানুকে খুন করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত সপ্তাহে সানু খড়দার বাড়িতে এসেছিলেন। বাড়ি থেকে ফিরে বোলপুরের একটি কলেজে ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। রবিবার বিকেল থেকে শানুর ফোন সুইচ অফ ছিল। বুধবার সকালে বৈষ্ণবনগর থানা থেকে ফোন করে শানুর মৃতদেহ

সনাক্তকরণের জন্য পরিবারের সদস্যদের ডাকা হয়। সেখানে গিয়ে পরিবারের লোকজন শানুর দেহ সনাক্ত করেন। মৃতের মা রীনা মন্ডলের দাবি, বিদ্যাসাগর বিদ্যাপিঠ ছেড়ে অন্যত্র পরীক্ষা দিতে যাওয়াই কাল হল। তাঁর অভিযোগ, স্কুল ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণে ছেলেকে খুন করা হয়েছে। মৃতের বাবা পেশায় কাঠ মিস্ত্রি সুভাষ মন্ডল জানান, শুক্রবার ভোরে ছেলে বাড়িতে এসেছিল। শনিবার বেলায় ছেলে মালদার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল। বোলপুরে একটি কলেজে ছেলে ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিল। বুধবার সকালে বৈষ্ণবনগর থানা থেকে ফোন করে ছেলের মৃতদেহ সনাক্ত করার জন্য ডাকা হয়। ফারাক্কা ব্যারেজের ৬৩ নম্বর গেটের কাছে নদীর চরে ছেলের দেহ পড়েছিল। তাঁর আশঙ্কা, ছেলেকে খুন করা হয়েছে। শুক্রবার নিহত শিক্ষক সানু মন্ডলের পরিবারের তরফ থেকে খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়। যদিও এটা খুনের ঘটনা নাকি মৃত্যুর পিছনে অন্য কোন কারণ আছে, পুলিশ খতিয়ে দেখছে।

গণ উপনয়ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ব্রাহ্মণদের পাশে দাঁড়াল পুরোহিতদের গড়া কৃষ্টি সমন্বয় নামক একটি সংগঠন। উক্ত সংগঠনের উদ্যোগে শনিবার শ্যামনগর রাহুতায় গণ উপনয়ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে ১১ জন ব্রাহ্মণ সন্তানকে গণ উপনয়ন দেওয়া হয়। শ্যামনগর রাহুতা পোড়াকালিতলার উত্তর প্রান্তিক সংস্কৃত প্রচার শিক্ষা সমস্থান নামক টোলের অধ্যক্ষ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রী অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে বলেন, আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তানদের উদ্দেশ্যে

তাদের এই প্রয়াস। তাঁর আক্ষেপ, সরকারি উদাসীনতায় টোলগুলো প্রায় অবলুপ্তির পথে। তথাপি টিকে থাকা টোলগুলো থেকে পৌরহিত্য শিক্ষা নেওয়া উচিত বলে তিনি দাবি করেন। অপরদিকে কৃষ্টি সমন্বয়ের সম্পাদক সোমনাথ চক্রবর্তী বলেন, পিছিয়ে পড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের কথা মাথায় রেখে তাঁরা তিন বছর ধরে গণ উপনয়ন অনুষ্ঠান করছেন।

সন্ময়কে নিশানা করে বিস্ফোরক দিলীপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিজের রাজনৈতিক সম্পর্ক এবং বিজেপির ভাবমূর্তি রক্ষায় ফের আক্রমণাত্মক মেজাজে দেখা গেল বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষকে। এবার তাঁর নিশানায় রাজ্যের এক জনপ্রিয় ইউটিউবার সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। নাম করে আক্রমণ শানিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'আজকের গল্পটা সবজান্তা সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আগে সংবাদমাধ্যমে চাকরি করতেন, এখন কারও থেকে টাকা নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে অ্যাজেন্ডা তৈরি করছেন।' বক্তব্যে তীব্র কটাক্ষ ছুড়ে দিলীপবাবু বলেন, 'তুমি একটা চাকর ছাড়া কিছু নও। চ্যানেল চালাও না, আমারই বিদেশ ফেরত বন্ধুদের টাকায় তোমার চলা। একদিন আমি নিজেই বলেছিলাম, লোকটা রাষ্ট্রবাদী, সাহায্য করো। আর এখন সেই টাকাতেই ফুলে ফেঁপে উঠে আমাদের বিরুদ্ধে যা খুশি বলছে!' তিনি আরও বলেন, 'তুমি আরএসএস-কে জ্ঞান দাও? কংগ্রেসে থাকাকালীনও

আরএসএস নিয়ে বকবক করেছিলে। পুলিশ থানায় মার খেয়ে কেঁদে বেরিয়েছিলে, সেই ঘটনায় আমি প্রতিবাদ করেছিলাম। তারপরেই আমার হাত ধরে বিজেপিতে এসে এমএলএ হতে চেয়েছিলে। টিকিট পেয়েছিলে, টাকা পেয়েছিলে। হেরে যাওয়ার পরে কাপুরুষের মতো পালিয়ে বলেছিলে 'আমি বিজেপি করি না'।' দলবদলের কারণ নিয়েও কটাক্ষ করেন তিনি, 'কঙ্কন রেলওয়েতে এক লাখ টাকা মাইনের চাকরি পেয়েই দল ছেড়ে দিলে? আজ আবার আমাদের রাজ্য সভাপতি, আরএসএস, সবার বিরুদ্ধে অ্যাজেন্ডা চালাচ্ছো?' সব শেষে এক সপ্তাহের আলটিমেটাম দিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'কার সঙ্গে আমার কী সেটিং, কী সুবিধা, এক সপ্তাহের মধ্যে প্রমাণ দাও। না হলে সবাই বুঝে যাবে, তুমি কে। তোমার খারাপ সময় এসে যাবে।' এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হওয়া এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

মৃত ভোটারের নাম বাদের নতুন ব্যবস্থা নির্বাচন কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, ভোটারদের সুবিধা এবং বুথ স্তরের অফিসারদের দায়িত্ব স্পষ্ট করার লক্ষ্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এরমধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, মৃত ভোটারদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার পদ্ধতিতে বড়সড় পরিবর্তন করা হয়েছে। কমিশন এই বিষয়ে একটি ওয়েবসাইট চালু করতে যাচ্ছে, যেখানে মৃত ব্যক্তির পরিবার নিজেই ভোটার তালিকা থেকে তাদের প্রিয়জনের নাম বাদ দেওয়ার আবেদন করতে পারবেন।

এছাড়াও, ভোটার স্লিপে বুথের নাম, নম্বর এবং সিরিয়াল নম্বর এইভাবে লেখা হবে, যাতে ভোট দিতে যাওয়ার সময় ভোটারদের কোনো ধরনের অসুবিধা না হয়। কমিশন এই পদক্ষেপের মাধ্যমে স্বচ্ছ ভোটার তালিকা তৈরি করতে চায়, যা ভোটের দিন জনগণের জন্য আরও সুবিধাজনক হবে। এমন উদ্যোগে প্রথম সরব হন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্যের ভোটার তালিকায় ভুয়ো ভোটারের নাম রয়েছে, যা নির্বাচনী ব্যবস্থার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তিনি দাবি করেন, বিশেষ করে অন্য রাজ্য থেকে আসা ভোটারদের নাম বাংলার ভোটার তালিকায় ঢোকানো হয়েছে এবং এক ব্যক্তির একাধিক জায়গায় নাম রয়েছে। মমতার এই অভিযোগের পর, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ভুয়ো ভোটার চিহ্নিত করতে স্থানীয় নেতা-কর্মীরা তৎপর হন এবং একাধিক ভুয়ো ভোটারের নাম উদ্ধার হয়। এছাড়াও, কমিশন সম্প্রতি বাংলা ও বিহারের বুথস্থরের অফিসারদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে, যেখানে তাদের দায়িত্ব পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়। এবার তাঁদের পরিচয়পত্র প্রদান করা হবে, যাতে তাঁরা কীভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করবেন, তা সহজে চিহ্নিত করা যায়।

বিকাশ ভট্টাচার্যের হেনস্থা, কুণালকে নোটিস হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু, আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য সহ একাধিক আইনজীবীকে হেনস্থার অভিযোগের ঘটনায় এবার কলকাতা পুলিশ কমিশনারকে অনুসন্ধানের নির্দেশ দিল হাইকোর্ট। কুণাল ঘোষ, রাজু দাস-সহ পনেরো জনকে নোটিস পাঠানোর নির্দেশ আদালতের। সঙ্গে এও নির্দেশ দেওয়া হয়, রেজিস্ট্রার জেনারেল নির্দিষ্ট করবেন ওই নোটিস পৌঁছনোর বিষয়ে। উল্লেখ্য, সুপার নিউমারারি পোস্ট সংক্রান্ত মামলার শুনানি কেন দ্রুত হচ্ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ও আইনজীবী ফিরদৌস শামিমকে হেনস্থার অভিযোগ ওঠে চাকরিপ্রার্থীদের একাংশের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে যেহেতু মামলা চলছিল, হাইকোর্ট চত্বরেই তাঁর বিরুদ্ধেও মন্তব্য করেন চাকরিপ্রার্থীরা বলে অভিযোগ। এরপর এই ঘটনায় প্রধান বিচারপতিকে অভিযোগ জানানো মাত্রই তিনি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মামলা গ্রহণ করেন। তিনজন বিচারপতির বেঞ্চও গড়ে দেন তিনি।

সংশ্লিষ্ট বেঞ্চে রয়েছেন, বিচারপতি অরিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য ও বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ। প্রাথমিকভাবে বিশেষ বেঞ্চ মনে করছে এটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। আদালতের অবমাননা ফৌজদারি অপরাধ। ভবিষ্যতে আর যাতে এই ঘটনা না হয় সুনিশ্চিত করবেন পুলিশ কমিশনার, নির্দেশ বেঞ্চের। কারা অভিযুক্ত অনুসন্ধান করে রিপোর্ট দেবেন কমিশনার।

আদালতে বিচারপতি অরিজিত বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রশ্নও করেন, যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাঁদের নোটিস পাঠানো হয়েছে কি না। প্রাথমিকভাবে বেঞ্চ মনে করছে এটা ক্রিমিনাল কন্টেম্পট। হলফনামা চাইব। সন্তুষ্ট না হলে রুল জারি করা হবে। এরপর আবেদনকারীর আইনজীবী পার্থ সেনগুপ্ত সওয়াল করেন,'নোটিস বা শোকজ কেন? জেলে পাঠানো হবে না, বা জরিমানা হবে না?' তিনি এও বলেন, 'তিনজনকে আমরা চিনতে পারিনি। পুলিশ তাদের খুঁজে বের করতেই পারে সিসিটিভি ক্যামেরার সাহায্য নিয়ে। সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণ করতে হবে।' বিচারপতি অরিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বলেন, 'আমাদের প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছে এটা 'ক্রিমিনাল কন্টেম্পট'। বিচারপতির মন্তব্য, বিচার ব্যবস্থাকে হেনস্থা করতে এমন করা হয়েছে। ঘটনার দিন বিকেল ৪টে থেকে ৯টা পর্যন্ত হাইকোর্টের কিরণ শঙ্কর রায় রোড ও ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিটের সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণ করার নির্দেশ পুলিশকে। আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য বলেন,'আদালত অবমাননার অভিযোগে রুল জারি করেছে। কোর্ট মনে করেছে তার সম্মানহানি হয়েছে। এখন ওঁরা জবাব দেবে।'

সম্পাদকীয়

সংঘ পরিবারের বাইরের কেউ রাজ্যের মুখ হয়নি কখনও, এবারও কি তাই সেটাই দেখার

আবার একটি বিধানসভা নির্বাচনের মুখোমুখি পশ্চিমবঙ্গের জনগণ। সিপিএমের পালে যে হাওয়া একেবারেই নেই, রাজনীতি অসচেতন মানুষও এই তথ্য জানেন। তবুও সুষুপ্তি ভঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। বাকি থাকে কংগ্রেস। তাদের কথা যত কম বলা যায়, তত ভাল। অতএব এ বারের বিধানসভা নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সরাসরি দু'টি রাজনৈতিক দলকেই সম্মুখসমরে দেখব আমরা সবাই। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে পর্যুদস্ত হওয়ার পর বিজেপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে নিশ্চয়ই বহু আলাপ-আলোচনা, বিচার বিশ্লেষণ চলেছে। হারের কারণগুলিও তাঁরা নিশ্চয়ই চিহ্নিত করেছেন এবং এ বারের নির্বাচনে গত বারের ত্রুটি যতটা পারা যায় মেরামত করার চেষ্টাতেই তাঁরা মনোনিবেশ করবেন। তবে দেখা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সরকারি ত্রুটি-বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লাগাতার প্রতিবাদ সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতির চেয়ে বেশি সাফল্য আনতে সক্ষম হয়েছে। এ কথাটাই কিন্তু ভাবতে ভুলে গিয়েছেন শীর্ষ স্তরের বিজেপি নেতারা। বারবার মুখ পরিবর্তন করেও আজ পর্যন্ত নেতৃত্ব দেওয়ার মতো কাউকে তুলে আনতে পারেনি বিজেপি। তা ছাড়া যে কোনও রাজ্যেরই প্রধান পদে তারা সঙ্ঘের মানুষের উপরে আস্থা রাখে। মাননীয় বিরোধী দলনেতা সুর যতই চড়ান না কেন, তাঁকে কিন্তু সঙ্ঘ মূল নেতা করবে না। শেষ পর্যন্ত দিলীপবাবু বা সুকান্তবাবুদের মতো মানুষকেই তারা সমর্থন করবে। সম্প্রতি দিল্লির নির্বাচনে আপ পর্যুদস্ত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে বিজেপি যে কৌশলগুলির সাহায্যে দিল্লির রাজপথে নেমেছিল, তার অধিকাংশেই ছিল সাধারণ নাগরিকদের আগের সুযোগ-সুবিধাগুলিকে আরও খানিকটা বাড়িয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি। আমাদের এই রাজ্যে যে সব প্রকল্প চালু রয়েছে এবং তার সুবিধাভোগীর সংখ্যা যে ভাবে বেড়েছে, তাতে খুব সহজে এই উপকৃতদের ভোটে ভাগ বসানোর কোনও রাস্তা আছে কি না ভেবে দেখতে হবে।

শব্দবাণ-২৬৩

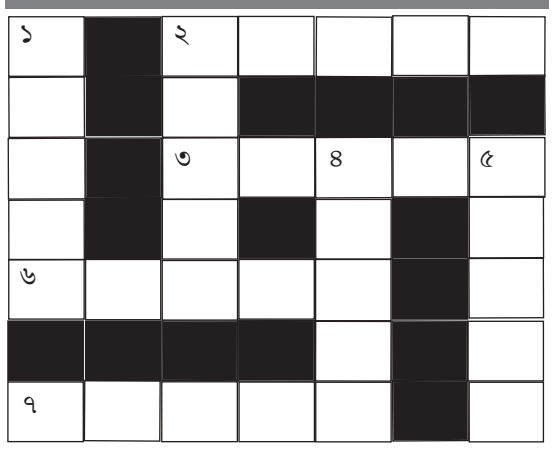

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. জলের বৃহৎ তরঙ্গ ৩. দীপান্বিতা অমাবস্যা ৬. শোণিতধৌত ৭. — বেদেয় চেনে।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. সংবাদপত্রের অফিসে যে যন্ত্রের মধ্য দিয়ে সংবাদাদি আসে ২. ঈশ্বর, ভগবান ৪. সুরুচিসম্পন্ন ৫.পারিশ্রমিকস্বরূপ অর্থ।

সমাধান: শব্দবাণ-২৬২

পাশাপাশি: ১. প্রণতি ২. ভাঁওতা ৫. গুঞ্জন ৮. কারণ ৯.লক্ষণা।

উপর-নীচ: ১. প্রতনু ৩.ত ম্রাশ্ম ৪. অঞ্জলি ৬. অটবি ৭. রেমুণা।

জন্মদিন

আজকের দিন

উমা ভারতী

১৯৫২ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী অরুণা ইরানির জন্মদিন।
১৯৫৫ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ রঘুবর দাসের জন্মদিন।
১৯৫৯ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ উমা ভারতীর জন্মদিন।

ধর্ম নিরপেক্ষতা জিরাফে নয় স্বপ্ন-শান্তির উড়াণে

সুবীর পাল

ধর্ম নিরপেক্ষতা আসলে কি? ধর্মীয় ভাবাবেগ আশ্রিত সমাজে কিছু পাইয়ে দেবার সোনার পরশ বাটি? না না। তবে, ধর্মীয় মুখোশে রাজনীতির আমি ভালো তুমি খারাপ জেহাদি মুন্সীয়ানা? মোটেও না। তাহলে, আমার ধর্ম শ্রেষ্ঠ তোমার ধর্ম ঘৃণিত ধারনার আস্ফালন জটলা? হলো না।

ধর্ম হল নানান মানবিক পন্থার গর্ভে এক পৃথক অথচ সামগ্রিক সত্ত্বায় সৃষ্টিকর্তার প্রতি এক গভীর আস্থার বিশ্বাস। যা একান্ত নিজস্ব। যত মত তত পথ। কিন্তু, কিন্তু ওই যে, আল্লাহ্, যীশু, ঈশ্বর, বুদ্ধের বিভূতি--সবই যে একই অমৃতের পূর্ণাঙ্গ নিজস্ব নির্যাস। পরিবেশনে অমৃত পাত্রখানি শুধু আলাদা। প্রতিটি পাত্রের মোরক-প্যাকেজে খোদাই করা থাকে শান্তির জহরত। শিক্ষার স্লোগানও প্যাকেজে যথারীতি উল্লেখ থাকে। নিজের ধর্মের ঔদার্যের প্রতি বিশ্বাসটুকু কোনদিন হারিও না। অপর ধর্মের মধ্যেও যে শান্তির বীজ লালিত আছে তাকেও লালন করতে শেখ একইসঙ্গে। অন্যথায় ধর্ম শিক্ষা পূর্ণই নিঃস্ফলা।

তবে সাম্প্রতিক বিশ্বে এখন ধর্ম নিরপেক্ষতা হয়ে উঠেছে এক শ্রেণির শুভ্র আঁচল নিবাসী নীলচে বিষাক্ত আঁতেলদের স্ট্যাটাস সিগনেচার। তাঁদের কাছে ধর্ম নিরপেক্ষতার মেকি প্রয়োগ হলো জিরাফ নিয়ে সুবিধা মাফিক লুকোচুরি খেলা মাত্র।

এই সুবিধাবাদী শীতঘুমে বিভোর আঁতেলদের শুধু একটাই ভাবনা, ধর্ম নিরপেক্ষতা যদি জিরাফ হতো!

তাঁদের চেতনায় ধর্ম নিরপেক্ষতা? উঁহু! কোনও মহারানি তো এটা দেননি। আফ্রিকা থেকে সিপলিফটেড আমাদের জন্য পাঠানো তোফা আর যাই হোক ধর্ম নিরপেক্ষতা নয়। অথচ যুগ যুগ ধরে দেশের মাটি এই ধর্ম নিরপেক্ষতা ধারণ করেছে, পোষণ করেছে। প্রকাশ্য দিবালোকে যতই ধর্মীয় ফতোয়া আসুক, অন্তত রাতে যদি সবাই লুকিয়ে চুরিয়েও এই ধর্ম নিরপেক্ষতার জিরাফকে দেখতাম, কেমন হতো?

পদাতিক কবির কাব্য নিয়ে বোধহয় আমাদের জীবন চলে না। জীবন চলে অন্য খাতে। তাই আমরা ধর্মেও নেই, জিরাফেও নেই। আবার সুযোগ বুঝে ঝুলি থেকে স্বার্থ বের করার মতো ধর্মেও আছি জিরাফেও আছি।

য ধৃতি স ধর্ম। আজকে ধর্ম ধারণ করে বসে আছে সাম্রাজ্যবাদকে। হয় তুমি আমার ধর্মের, না হলে তুমি বিধর্মী, আমার শত্রু। প্রতিটি সম্প্রদায়ের ধর্মাচারীদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দর সেই ক্ষুইউনিভার্সাল একসেপ্টট্যান্স, টলারেন্সক্ষু চেতনা বোধ আজ দৃশ্যতই কর্পূরের ন্যায় ফিনিক্স পাখি। কারও বেশি, কারও কম, বা কারও সেটা আছে অনু সুক্ষ্ম মাত্রায়, এইটুকুই তফাৎ বা মিল। অন্যকে অস্বীকার করার এতো তীব্রতা, মনুষ্য মাত্রই সম্ভব। যাক, এগুলো আমাদের সবার জানা।

আমার যেটা জানি, কিন্তু বুঝি না বা বুঝি কিন্তু জানতে চাই না কিম্বা বুঝতে চাই না- সেটা বলা যাক।

যে কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে একদল আছে তুলনামূলক কম বা বেশি বা আদৌ নেই, তারা ভাঙচুর, লুঠপাট ও খুন জখমে বিশ্বাসী। তারা নিজেদের মধ্যে বা অন্যের মধ্যে সেগুলোতে সরাসরি অংশগ্রহণ করে বীরত্ব প্রকাশ করে। আরেকদল আছে, তারা দুরে থেকে কুযুক্তি বা অযৌক্তিক যুক্তি দেখিয়ে সেই অপরাধ গুলোকে আড়াল করার চেষ্টা করে। সেটা কিভাবে করে?

১) ভিকটিম কার্ড। ২) বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগ তুলে। ৩) সম্প্রদায় আইডেন্টিটি ঢেকে বলে, ধর্ম বলবেন না, বলুন মানুষ করেছে। ৪) ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে। ৫) অন্য রাজ্যের, অন্য দেশের সুদূর অতীতের কোনও ঘটনা উদ্ধৃত করে সাম্প্রতিক অন্যায়কে জাস্টিফাই করে। ৬) সবই গুজব মিথ্যা বলে ধামাচাপা দিয়ে। ৭) বিভিন্ন ন্যারেটিভ তৈরি করে। সেটা তাদের সম্প্রদায় কতো ভালো তার দূর দূর ঘটনা দেখিয়ে। বা ফলস ন্যারেটিভ বানিয়ে অপপ্রচার করে। একটা ভালো ঘটনা দেখিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভে কোনও মুনাফা হলে কারও আপত্তি নেই। কিন্তু যখন যে রোগ তার উপসর্গ অবজ্ঞা করে, কোন সময় তার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল বা অন্য কোথাও কোনও ব্যক্তি সুস্থ আছে সেই আলোচনায় রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রোগ নিরাময় হতে পারে না। অর্থাৎ যে রোগ ধরা পড়েছে, সেটা রোগ। তার নিরাময়ে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। ধর্মকে ভিত্তি করে কোনও সম্প্রদায় একজোট হলে, স্বাধিকার। আর অন্য কোনও সম্প্রদায় একজোট হলে সাম্প্রদায়িক, এটা বেশি দিন চলতে দিয়ে দেখুন, আখেরে কী লাভ হয়? ৮) সম্প্রদায় ভিত্তিক ন্যারেটিভে সফট টার্গেট কারা? উত্তর একটাই। যারা ঐক্যবদ্ধ নয়। এখন প্রশ্ন, ঐক্যবদ্ধ না হতে দেওয়া কাদের কৌশল?

ক) ধর্মভিত্তিক রাজনীতি-১) একটি ধর্ম ভিত্তিক রাজনৈতিক দল যারা হিন্দুধর্ম, তার রীতিনীতির সমালোচক। সেক্ষেত্রে ধর্ম ক্ষুআফিমক্ষু মতের তারা প্রবর্তক। তারা হিন্দু ধর্মে কুসংস্কার খোঁজে। আবার ইসলাম, খ্রিষ্টান সহ অন্যান্য ধর্মে তাদের অবাধ প্রেম। ২) অন্য আরেকটি ধর্ম ভিত্তিক রাজনৈতিক দল দেখায় তারা হিন্দু ধর্ম প্রেমী। তবে সেটা সেই রাজনৈতিক দল দ্বারা স্বীকৃত বা পালিত হতে হবে। বাদ বাকি সাম্প্রদায়িক ও দাঙ্গাবাজ। সেই দল রাম নবমীতে মুসলিমদের দিয়ে হিন্দুদের পানীয় খাওয়াবে। মিডিয়া ইনভাই করে পোজ দিয়ে খিচিক খিচিক ফটো সেশন হবে। ক্যাপশন থাকবে- ক্ষুভালো মুসলিম হিন্দুদের ঘৃণা করে না। ভালো হিন্দু মুসলিমদের ঘৃণা করে না।ক্ষু অর্থাৎ যেটুকু হয় ব্যতিক্রম। না হলে আরও বেশি হতো। থাকতে পারতো না। ইত্যাদি। কেউ বলবে, শিক্ষা নেই, বেকারত্ব তাই এসব হচ্ছে। অর্থাৎ বেকারত্বের জন্য হিন্দুরাই দায়ী? হিন্দু দেবদেবী দায়ী? তাহলে বেকারত্বের কথা আসছে কেন? স্বজাতি ও স্বধর্মের প্রতি এই ধার্তরাষ্ট্র প্রেম যত দেখা যাবে, তত প্রশস্ত হবে ধর্মের বিস্তৃতি। ৩) আরেক আপাত নির্দল দেখাবে তারা অরাজনৈতিক। তারা বলবেন, একসঙ্গে বড়ো হলাম, কোনও দিন হিন্দু বা মুসলিম কি জানলাম না। এখন জানছি। হিন্দু মুসলিম করবেন না। বলুন মানুষ। বাংলাদেশ থেকে যে হিন্দুরা সব কিছু ছেড়ে প্রাণটুকু নিয়ে আসতে পেরেছিল, তাদের দুই একজনকে বলতে শুনেছি, 'পরিচিতরা রাতে চুরি করতে এসেছে। বাড়ির সবাইকে সাবধান করে বলেছি, 'মানুষ' এসেছে রে। সাবধানে থাকিস। সাহস করে চোর বলতে পারিনি। তাহলে দল বেঁধে এসে চোর বলার অপরাধে সব লুঠ করে নিয়ে যাবে।' এদেরই কেউ ন্যাকা অ্যাপ্রোচ দেখিয়ে রাজনৈতিক মতাদর্শের জিগিরে আজ ইলিশের সইতুতো সম্পর্কে বলবে, 'সব মানুষ সমান না। আমি ধর্ম মানি না।' নিজের টাকে মানি না বলা সহজ। অন্যের টাকে সমীহ না করলে কল্লা যাবে যে। ৪) আরেক আপাত উদারনৈতিক বলবে, আমি নামাজ পড়ি না। সব হিন্দুদের অনুষ্ঠানে যায়। তারা কিন্তু অনেকটা এক রাজনৈতিক দলের মতো। সারা বছর নিন্দা করবে। কিন্তু আইন পাশের সময় ভোটাভুটিতে জয়েন না করে, তাদেরই পাশ করিয়ে দেবে। কিছু ভালো মানুষ দেখবে এই উগ্র লোক আমাদের সম্প্রদায়ের তো ক্ষতি করছে না। যাগগে এসব ভেবে লাভ নেই। তারপর? যেখানে হিন্দু নেই! তারা খুব সুখে আছে তো? সুখে থাকতে পারলেই ভালো। ৫) আরেক দল আছে যাদের বদনাম, হিন্দুত্বের ঠিকাদার বলে। যখন পুলিশ কিছুই করতে পারলো না। রতনপুরে মা শীতলার মুর্তি ভাঙলো, বাড়ি ঘর পুড়লো, দোকান লুঠ হলো, হিন্দুদের ঘর ছেড়ে পালাতে হলো, দুই মূর্তির কারিগর হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসকে কুপিয়ে খুন করা হলো, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের হিরন্ময় নীরবতার মধ্যে, তখন সেই ধর্মের ঠিকাদার দলের কয়েকজন আদালতে গিয়ে সেন্ট্রাল ফোর্স ডিপ্লয়মেন্ট অর্ডার নিয়ে এলো। না হলে হয়তো এই ওয়াকফ কাণ্ডে আরও হিন্দুদের বেঘোরে প্রাণ যেত। বলুন তো ওয়াকফ বিলের সঙ্গে দূর দূর পর্যন্ত এই অনভিপ্রেত ঘটনার কোনও সম্পর্ক আছে? যদি কোনও 'জিরাফ' আমাকে এর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক দেখাতে পারে, আমি তাকে সালাম জানাবো। বিশ্বাস করতে হবে বেকারত্বর জ্বালায় এসব করতে হয়েছে? ভাতের জন্য এসব করেছে? কই টার্গেট তো ভুল হয়নি। টার্গেট ভুল হয়নি পাকিস্তান আদায়ে, কাশ্মীর দখলে টার্গেট ভুল হয়নি। বাংলাদেশে যেমন টার্গেট ভুল হয় না। পহেলগাঁওতে পর্যটককে গুলি মারতে টার্গেট একটুও ভুল হলো না। মালদা, মুর্শিদাবাদেও তো টার্গেট অভ্রান্ত ছিল খেদাতে। ভবিষ্যতে প্যালেস্টাইনে ইজরাইল আক্রমণ করলে এখানে হিন্দুদের ভুগতে হবে না, এমন আশঙ্কা অনেকের দুরাশা হলেই মঙ্গল। ছেচল্লিশে দাঙ্গার সময় বলা হয়েছিল, এখানকার বাঙালি মুসলিমের দোষ ছিল না, পশ্চিমা মুসলিমরা উস্কে ছিল। উস্কালে, নিজের ঘরে তো কেউ আগুন দেবে না। ওয়াকফ বিল তো বাহানা হয়ে গেল। কারণ সারা দেশে তো কিছু বোঝাই গেল না। শুধু সদা সচেতন বাংলাশ্রী ছাড়া। তাই না? ছেচল্লিশের ফিতে কাটা একই বৃন্তের দুটো কুসুমের বিনা প্ররোচনায় অনুসারী দাঙ্গা থুড়ি গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব অনেক অনেক তো দেখে আসছি সেই বহমান ট্র্যাডিশনে। লাল কাল থেকে সবুজ যুগের উত্তরণে। ইংরেজির এই পঁচিশ সালেও তার যবনিকা পড়লো কই?

আসলে দুখু মিঞার একটা আক্ষেপ এখানে বেশ মানানসই। কি সেটা? আসলে অযাচিত দুরভিসন্ধি ঝঞ্ঝাটওয়ালা পাগরী- মুন্ডনমস্তক- দাঁড়ি- টিকির আইডেন্টিফিকেশনের রাফ এন্ড টাফ হ্যান্ডেলিং নিয়েই যত সমস্যা। সেখানেই যত উন্মাদের অনৈতিক নিজস্বপনা। ধর্মের অমৃতকলস কখন যেন মাঝেমধ্যে পথে গড়াগড়ি খায় পাগলা উদাসীনতায়। প্রাধান্য পেয়ে যায় ধর্মের মুখোশের গভীর অবয়বে স্বার্থসিদ্ধির নগ্ন মাদারি খেলা।

ফারাকটা এখানেই। আসলে কখনও কখনও পার্থিব নেতিবাচক আবহে ধর্মকে রাখার চেষ্টা করা হয় ছাইয়ের গাদায়। তখনই প্রতিটি ধর্মের নিরপেক্ষতাকে ধর্ষণ করা হয়ে যায় বারংবার স্বঘোষিত অতিবোদ্ধার অমানবিক কায়েমী চিন্তনে। পরিকল্পিত সেই চিন্তন ক্ষণিক হয়তো উদ্বেল করে গোটা সমাজকে। তবু সকল ধর্মের শান্তি ও নিরপেক্ষতা চিরকালের সত্য এবং একক, অদ্বিতীয়মঃ। অধর্মের অবাঞ্ছিত মিথ্যা বহুলপন্থী ছাই দিয়ে কি ধর্মের প্রাকৃতিক অমৃত আগুন চাপা দেওয়া যায় চিরকাল? কখনই নয়। সেই ধর্মীয় উজ্জ্বল আগুনের পরশমনি তাই যে যুগে যুগে প্রজন্মে প্রজন্মে মানুষে মানুষে হৃদয়ে হৃদয়ে এক পরম শাশ্বত সাঝঁবাতি-রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আসলে ধর্ম ও তার নিরপেক্ষতা হল সেই মিশ্র মানবতার একক অফুরাণ আকাশ যেখানে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই মানুষকে আমন্ত্রণ জানায় এক স্বপ্নময় শান্তি উড়ানের অপেক্ষায়। জেহাদির পরিপূর্ণ উপেক্ষায়।

'বঞ্চিত' শ্রমিক-কর্মীদের জানা দরকার

নায্য পাওনা পাননা বলে শ্রমিক-কর্মীদের অনেকের অভিযোগ। বঞ্চিতরা কী করবেন, কোথায় যাবেন, সাংবাদিক **অশোক সেনগুপ্তকে** সে কথা জানালেন অভিজ্ঞ আইনজীবী **কল্যাণ সেনগুপ্ত**।

প্রশ্ন ১ : অনেক শ্রমিক-কর্মী পাওনা না পেয়ে হতাশায় ভোগেন। তাঁদের কী করনীয়?
উত্তর: প্রথমে কর্তৃপক্ষকে লিখিত জানাতে হবে। উত্তর না পেলে, বা উত্তর অস্পষ্ট হলে সেটার জন্য আবার একটা চিঠি কর্তৃপক্ষকে দিয়ে সেই কর্মী স্থানীয় জেলা শ্রম কমিশনারকে জানাবেন। কলকাতায় এই দফতর আছে নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংয়ের একতলায়।
প্রশ্ন ২: অভিযোগপত্র কাকে উদ্দেশ করে লেখা দরকার?
উত্তর: রাজ্যের শ্রম সচিবকে। প্রতিলিপি দেওয়া যায় স্থানীয় থানায়।
প্রশ্ন ৩ : কী ধরণের অভিযোগ বেশি পান?
উত্তর: অনেক সংস্থা শ্রমিক-কর্মীদের পিএফ, গ্র্যাচুইটি দিতে চাননা বলে অভিযোগ। অস্থায়ী অবস্থায় তাঁরা প্রথম ছ'মাসও পিএফ এর অধিকারী। কোনও কর্মীকে কর্তৃপক্ষ নিয়োগপত্রে দেয় মাসিক অর্থ 'অল ইনক্লুসিভ' লিখে দিলেও তিনি ৫ বছর কাজ করার পর তাঁর শেষ মাসের বেতন/এককালীন পাওনা বা তার অংশের ভিত্তিতে প্রাপ্য গ্র্যাচুইটির দাবি করতে পারেন।
প্রশ্ন ৪: আর্থিক সঙ্গতিহীন কোনও শ্রমিক-কর্মী কিভাবে আইনি প্রক্রিয়া করবেন?
উত্তর: এই ক্ষেত্রে প্রথমে অতি সামান্য অর্থ দিয়ে প্রথা অনুযায়ী আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে। এর পর তিনি এই কাজে নিয়োজিত আইনজীবীর সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসতে পারেন। সেটা অনুযায়ী প্রাপ্য টাকা আদায়ের পর আগাম সমঝোতার ভিত্তিতে দু'জনে টাকা ভাগ করে নিতে পারেন।
প্রশ্ন ৫: যদি শ্রম-আদালতের বিধান অভিযুক্ত কর্তৃপক্ষ না মানেন?
উত্তর: সেক্ষেত্রে তিনি সরাসরি হাইকোর্টে চলে যেতে পারেন।
প্রশ্ন ৬ : কোনও সংস্থার সদর দফতর পশ্চিমবঙ্গের বাইরে হলে সেটির এ রাজ্যের বঞ্চিত কর্মী কিভাবে এগোবেন?
উত্তর: সেরকম ক্ষেত্রে সেই জুরিসডিকশনের কোনও আইনজীবীর সহায়তা নিই আমরা।
প্রশ্ন ৭ : কর্মক্ষেত্রে পাওনা ও অধিকার সম্পর্কে শ্রমিক-কর্মীদের সচেতন করতে কোনও সরকারি প্রক্রিয়া আছে?
উত্তর: কেন্দ্রীয় সরকার অনেকদিন ধরেই এ রাজ্যে 'দত্তপন্থ থেঙ্গাডি ন্যাশনাল বোর্ড ফর ওয়ার্কার্স এডুকেশন অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট' মামে একটি বিভাগ চালায়। আমি তার এক্সিকিউটিভ সদস্য। যে কোনও অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক যেমন স্বর্ণ, নির্মাণ, বিড়ি, দর্জি, জড়ি, নৌকা ও রিকশা চালক, মোটর ভ্যান চালক; সকলেই কেন্দ্রীয় আইন মোতাবেক তাঁদের অধিকার সম্পর্কে সেখানে শিবিরে অংশ নিতে পারেন।
প্রশ্ন ৮ : কত দিন অন্তর কোথায়, ক'টা থেকে কতক্ষণ এই শিবির হয়?
উত্তর: এই শিবিরের জন্য আগ্রহীদের তরফে আবেদন করতে হয়। আমাকে জানাতে পারেন, সেই মতো ব্যবস্থা করা হয়। সূচী আগে থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়।
প্রশ্ন ৯ : বছর বছর ধরে কোনও সংস্থা ২ মাসের ওপর বেতন বকেয়া রাখলে কোনও কর্মীর কিছু করার থাকে?
উত্তর: কোম্পানিকে নোটিশ দেওয়া যেতে পারে। তবে একক হিসাবে দিলে কোম্পানি তার উপর পদক্ষেপ নিতে পারে। তাই সকলে মিলে দিলে ভালো হয়।
প্রশ্ন ১০ : কেউ শ্রম আইনের সহযোগিতা চাইলে?
উত্তর: আমার নিজস্ব চেম্বার খড়দায়। কলকাতা হাইকোর্টের পাশে টেম্পল চেম্বারের বেসমেন্টে ১১ নম্বর ঘরে কেউ দেখা করতে পারেন। অবশ্যই (৯০৩৮০৫৫১৫০)-তে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে। (কল্যাণবাবু ইউটিইউসি-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, অন্তত এক যুগ ধরে শ্রম-আইন জগতের সঙ্গে যুক্ত)।

আনন্দকথা

বিষয়ে মেজেছ মাজা, কর্কশা হয়েছে দড়ি।
ঘুড়ি লক্ষের দুটা-একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত-চাপড়ি।।
প্রসাদ বলে, দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি।
ভবসংসার সমুদ্রপারে পড়বে গিয়ে তাড়াতাড়ি।।

''তিনি লীলাময়ী! এ-সংসার তাঁর লীলা। তিনি ইচ্ছাময়ী, আনন্দময়ী। লক্ষের মধ্যে একজনকে মুক্তি দেন।''

ব্রাহ্মভক্ত — মহাশয়, তিনি তো মনে করলে সকলকে মুক্ত করতে পারেন। কেন তবে আমারে সংসারে বদ্ধ করে রেখেছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাঁর ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা যে, তিনি এইসব নিয়ে খেলা করেন। বুড়ীকে আগে থাকতে ছুঁলে দৌড়াদৌড়ি করতে হয় না। সকলেই যদি ছুঁয়ে ফেলে, খেলা কেমন করে হয়? সকলেই ছুঁয়ে ফললে বুড়ী অসন্তুষ্ট হয়। খেলা চললে বুড়ীর আহ্লাদ। তাই ''লক্ষের দুটো-একট কাটে, হেসে দাও মা হাত-চাপড়ি।'' (সকলের আনন্দ)

''তিনি মনকে আঁখি ঠেরে ইশারা করে বলে দিয়েছেন,

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

মাধ্যমিকের মেধা তালিকায় আরামবাগের ৪, গর্বিত আরামবাগবাসী

সিঞ্চন নন্দী

মহঃ আসিফ

জয়ন্তিকা সামন্ত

অয়ন নাগ

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● আরামবাগ

এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় মেধা তালিকায় এক থেকে দশের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে ৬৬ জন। এর মধ্যে আরামবাগ থেকে মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে চারজন পড়ুয়া। এই চার জন হল সিঞ্চন নন্দী (গৌরহাটি হরদাস ইনস্টিটিউশন), মহঃ আসিফ (কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মাল্টিপারপাস স্কুল), অয়ন নাগ, (কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মাল্টিপারপাস স্কুল), অয়ন্তিকা সামন্ত (পুরশুড়া চিলাডিঙি বিদ্যার্থীর হাই স্কুল)। মাধ্যমিক পরীক্ষায় এবছর সিঞ্চন ও আসিক পঞ্চম স্থান অধিকার করে এবং অয়ন নাগ নবম স্থান ও অয়ন্তিকা সামন্ত দশম স্থান পেয়ে আরামবাগ মহকুমার মুখ উজ্জ্বল করে। জানা গেছে, মাধ্যমিকে পঞ্চম স্থান অধিকার করে পরিবার তথা স্কুলের নাম উজ্জ্বল করল আরামবাগের গৌরহাটি ইন্সটিটিউশনের ছাত্র সিঞ্চন নন্দী। তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৯১। ভবিষ্যতে এই স্কুলেই পড়তে চায় সে। তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ইচ্ছা। পড়াশোনার পাশাপাশি সে ক্রিকেট খেলতে ভালোবাসে। সিঞ্চন ও তার দিদি যমজ। সেও মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল। তার প্রাপ্ত নম্বর ৬২৮। তবে ছেলের এই ফলাফলে তার বাবা নির্মল কুমার নন্দী ও মা মুনমুন নন্দী খুবই খুশি। পাশাপাশি রাজ্যে মাধ্যমিকে পঞ্চম স্থান অধিকার করে প্রত্যন্ত এলাকায় সাড়া ফেলে দিয়েছে চৌধুরি মহম্মদ আসিফ। তারও প্রাপ্ত নম্বর ৬৯১। কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মাল্টিপারপাস স্কুলের ছাত্র চৌধুরি মোহাম্মদ আসিফ। বাবা প্রাইভেট টিচার। মা গৃহবধূ। মুসলিম হয়েও রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, মা সারদার আদর্শে তাদের ছেলেকে নিয়মানুবর্তিতার পাঠ শেখাতে কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশনে ভর্তি করেছিলেন বলে জানিয়েছেন আসিফের বাবা। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলাও করতে ভালোবাসে আসিফ। অয়ন নাগ কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে মাধ্যমিকে যুগ্মভাবে নবম স্থান অধিকার করেছে। অয়নের বড় হয়ে ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই। বাবা কৃষক ও মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী। প্রতিদিন রাত ১০ টা পর্যন্ত অয়ন পড়াশোনা করতো। ওদিকে পুরশুড়া চিলাডিঙি বিদ্যার্থী হাই স্কুল থেকে এবারে রাজ্যের মধ্যে দশম স্থান অধিকার করে স্কুল ও পরিবারের নাম উজ্জ্বল করেছে অয়ন্তিকা সামন্ত। তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৬। তার বিষয় ভিত্তিক নম্বর হল, বাংলা ৯৮, ইংরেজি তে ৯৫, অঙ্কে ১০০,পদার্থ বিদ্যায় ৯৭,জীব বিদ্যায় ৯৯, ইতিহাসে ৯৯ এবং ভূগোলে ৯৮। ভবিষ্যতে সে ডাক্তার হতে চায়। এই বিষয়ে আরামবাগের গৌরহাটি হরদাস ইনস্টিটিউটশনের প্রধান শিক্ষক সুব্রত কোনার বলেন, সিঞ্চনের মেধা নিয়ে কোনও দিনই প্রশ্ন ছিল না। ভূগোলে একটু নম্বর কম। ও স্কুলের নাম উজ্জ্বল করেছে।

মাধ্যমিকে মালদার জয়জয়কার, রাজ্যে সম্ভাব্য দ্বিতীয় সহ আরও ৬ জন স্থান পেল মেধা তালিকায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় মালদার জয়জয়কার। রাজ্যের সম্ভাব্য দ্বিতীয় স্থান দখল করার পাশাপাশি আরো ছয় জন কৃতি ছাত্র-ছাত্রী অষ্টম এবং দশম স্থান দখল করল। এবারে মাধ্যমিকে ৬৯৪ নম্বর পেয়ে সম্ভাব্য দ্বিতীয় অনুভব বিশ্বাস দিল্লিতে ইংরেজি মাধ্যমে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করে চিকিৎসক হতে চায়। আপাতত পরিবারের সঙ্গে দিল্লিতেই রয়েছে সে। মালদা ইংরেজবাজার শহরের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের মহেশমাটি এলাকায় বাড়ি তাঁর। পঞ্চম শ্রেণি থেকেই রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের ছাত্র সে। বাবা অরুণকুমার বিশ্বাস দিল্লিতে একটি বেসরকারি মেডিক্যাল সংস্থায় কর্মরত। মা রিমা বিশ্বাস গৃহবধূ। মাধ্যমিকে বিষয় ভিত্তিক অনুভবের নম্বর বাংলা-৯৮, ইংরেজি-৯৮, অঙ্ক-১০০, ভৌত বিজ্ঞান-১০০, জীবন বিজ্ঞান-৯৯, ইতিহাস-৯৯ এবং ভূগোলে ১০০। অবসর সময়ে ক্রিকেট খেলা দেখতে ভালোবাসে সে। রীতিমতো আইপিএলে নিয়েও চর্চা করে। প্রিয় দল চেন্নাই সুপার কিংস। তাঁর ফলাফলে খুশি স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বামী তপাহরানন্দ মহারাজ। অন্যদিকে মাধ্যমিকে রাজ্যে সম্ভাব্য যুগ্মভাবে অষ্টম স্থান দখল করেছে অরিত্র সাহা। মাধ্যমিকে তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৮। মালদা শহরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের রামকৃষ্ণ পল্লি এলাকার বাসিন্দা। মালদা শহরের রামকৃষ্ণ মিশন

বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের ছাত্র। বর্তমানে অরিত্র জয়পুরে রয়েছে। বড় হয়ে ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। বাবা শিবাজী সাহা। ছোট্ট একটি ইলেকট্রিক এর দোকান রয়েছে। মা অনিমা সাহা গৃহবধূ। একইভাবে রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের ছাত্র সুজন প্রামাণিক সম্ভাব্য যুগ্মভাবে অষ্টম স্থান অধিকার করেছে, প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৮। শুক্রবার মাধ্যমিকের ফল প্রকাশের পর কৃতি এই ছাত্রদের অভিনন্দন জানান কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। একইভাবে আসিফ মেহেবুব ৬৮৮ পেয়ে যুগ্মভাবে অষ্টম স্থান দখল করেছে। সে বৈষ্ণবনগর থানার জৈনপুর হাই স্কুলের ছাত্র। মহম্মদ ইনজামামুল হক ৬৮৮ পেয়ে যুগ্মভাবে এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় অষ্টম স্থান দখল করেছে। সে কালিয়াচক থানার টার্গেট পয়েন্ট হাইস্কুলের ছাত্র। এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় মালদার কালিয়াচক থানার মোজামপুর গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী আমিনা বানু ৬৮৬ পেয়ে রাজ্যে যুগ্মভাবে দশম স্থান দখল করেছে। পাশাপাশি কালিয়াচক থানার সুজাপুর হাইস্কুলের ছাত্র উবয় সাদাফ ৬৮৬ পেয়ে একইভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষায় যুগ্মভাবে দশম স্থান দখল করেছে।

হুগলিতে নিজের বাড়িতে ফিরলেন বিএসএফ জওয়ান পূর্ণমের স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, রিষড়া: হুগলিতে নিজের বাড়িতে ফিরলেন পূর্ণমের স্ত্রী, পুত্র-সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। একরাশ আশা নিয়ে গিয়েছিলেন চণ্ডীগড় থেকে হিমাচল প্রদেশের আর্মির হেড কোয়ার্টার। প্রত্যেকের দরজায় গিয়ে কড়া নেড়েছেন। জানতে চাওয়া হয়েছে, 'পূর্ণম কবে ফিরবেন?' প্রত্যেকে জায়গা থেকেই আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, 'চিন্তা করতে হবে না। পূর্ণম দেশে ফিরবেনই। সব রকম চেষ্টা করা হচ্ছে।'

গত ২৮ এপ্রিল পূর্ণমের স্ত্রী রজনী, ছেলে ও কয়েকজন আত্মীয় নিয়ে পাঠানকোট গিয়েছিলেন। হিমাচল প্রদেশের বিএসএফের হেডকোয়ার্টার কাঁকড়া যান তাঁরা। সেখানে সেনা কর্তারা জানিয়েছেন, এই ধরনের ঘটনা ঘটতেই থাকে। ২৪ ঘণ্টা বা ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কাউকে ছাড়ানো হয়নি। জম্মুর ঘটনার জন্য একটু দেরি হচ্ছে।

তবে একশো শতাংশ নিশ্চিত তাঁকে ফিরিয়ে আনা হবে। পূর্ণমের স্ত্রী রজনী বলেন, 'ওখান থেকে আমরা ফিরোজপুরে যাই। সেখানকার কমান্ডিং অফিসারের সঙ্গে আমরা কথা বলি। সেখানে জানানো হয় পূর্ণমের কোনও ভুল ছিল না। ও ভুলবশত লাইন ক্রস করে যায়। চিন্তার কোনও কারণ নেই। সে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে।'

পূর্ণমের এক আত্মীয় সত্যপ্রকাশ গুপ্তা বলেন, 'বিএসএফ আধিকারিকরা জানিয়েছেন ছাড়িয়ে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছে। তাঁরা আমাদের বলেছেন, ধৈর্য ধরতে। আমরা ধৈর্য ধরব তাঁর মুক্তির ব্যাপারে। তবে কতক্ষণ ধৈর্য ধরব, সেটা বলতে পারছি না।'

উল্লেখ্য, ২৩ এপ্রিল সীমানা পার করে চলে যান পূর্ণম সাউ। এক সপ্তাহের বেশি অতিক্রান্ত। চিন্তা দ্বিগুণ হয়েছে পূর্ণমের মা-বাবারও। পূর্ণমের বাবা ভোলানাথ সাউ বলেন, 'বউমার সঙ্গে ওঁদের কি কথা হয়েছে তা আমি জানি না। ছেলে এখনও ফেরেনি। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের দায়। কেন্দ্রীয় সরকারেরই দায়িত্ব। ওঁদের কাছ থেকে কোনওরকম খবর আমি পাইনি। তাই এখনই উৎকণ্ঠা কাটছে না।'

মাধ্যমিকে নবম

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: মাধ্যমিক পরীক্ষায় নবম স্থান পেল হাবড়ার অনীশ দাস। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৭। অনীশের এই সাফল্যে খুশি পরিবারের লোকজন থেকে স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা ও পরিচিতরাও। অনীশ আগামী দিনে ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। হাবড়া পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কবিগুরু রোডে বাড়ি অনীশ দাসের। বাবা মৃণালকান্তি ব্যবসায়ী। মা নীলিমা গৃহবধূ। ক্লাস ফাইভ থেকেই অনীশ হাবড়ার প্রফুল্লনগর বিদ্যামন্দির স্কুলের ছাত্র। বরাবরই পড়াশুনোয় ভালো। মাধ্যমিক পরীক্ষাতেও অনীশের নজরকাড়া সাফল্য। রাজ্যের মেধাতালিকায় একেবারে নবম। অনীশের কথায়, পড়াশুনোর কোন বাধা ধরা সময় ছিল না। তবে,বই পড়তে তাঁর খুব ভালো লাগে। পড়ার বাইরে টিভি দেখা এবং বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে সময় কাটত। অনীশ বলে, রেজাল্ট ভালো হবে ভেবেছিলাম ঠিকই, কিন্তু মেধাতালিকায় একেবারে নবম স্থান পাব ভাবিনি। খুব ভালো লাগছে।

মহামায়া স্বাস্থ্যকেন্দ্র পেল একটি আধুনিক ডিজিটাল এক্সরে মেশিন ও একটি ভেন্টিলেটর যন্ত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির উত্তরপাড়া পুরসভার পরিচালনায় মাতৃমঙ্গল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র মহামায়া স্বাস্থ্য কেন্দ্রে একটি ডিজিটাল এক্সরে মেশিন ও একটি ভেন্টিলেটর মেশিন দেওয়া হল। এই উপলক্ষে বৃহস্পতিবার বিকালে একটি ছোট অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মার্লিন গ্রুপের কর্তারা উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব, পুরসভার সিআইসি

তথা প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, মহামায়া মাতৃমঙ্গল স্বাস্থ্য কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত সিআইসি সুব্রত মুখার্জি, সিআইসি উৎপলাদিত্য ব্যানার্জি, প্রাক্তন চেয়ারপার্সন অদিতি কুন্ডু সহ বেশ কিছু কাউন্সিলর ও বিশিষ্টরা। পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন, মার্লিন গ্রুপ আমাদের ডিজিটাল এক্সরে মেশিন ও একটি ভেন্টিলেটর মেশিন দিয়েছেন তাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

আইসিএসই পরীক্ষায় সারা দেশের মধ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করল উত্তরপাড়ার অভিনীত

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: আইসিএসই পরীক্ষায় সারা দেশের মধ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করেছেন হুগলির উত্তরপাড়ার বাসিন্দা অগ্রসেন বয়েজ স্কুলের ছাত্র অভিনীত ভৌমিক। তিনি ৯৯.২ শতাংশ নম্বর পেয়ে পঞ্চম স্থান অধিকার করেছেন। ইতিমধ্যেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তাকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন।

শুক্রবার দুপুরে উত্তরপাড়া পুরসভার পুরপ্রধান দিলীপ যাদব, স্থানীয় কাউন্সিলর সুস্মিতা সরকার, কাউন্সিলর সুব্রত মুখার্জী, অর্ণব রায়, উৎপলাদিত্য ব্যানার্জী, পার্থ দাস বাড়ি গিয়ে সংবর্ধনা জানান।

এই প্রসঙ্গে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন, খুব ভালো লাগছে আমাদের উত্তরপাড়ার ছাত্র সর্বভারতীয় আইসিএসই পরীক্ষায় সর্বভারতীয় পঞ্চম স্থান পেয়েছে। এই ছাত্র আমাদের

উত্তরপাড়ার গর্ব তার ভবিষ্যৎ সাফল্য কামনা করি। সে ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়, তার মা-বাবা তার প্রেরণা।

শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে ৬৮৫ নম্বর পেয়ে পুরুলিয়া জেলার প্রথম নপাড়া হাইস্কুলের মাম্পি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: জেলার তথা রাজ্যের অন্যতম পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ সহ জেলার বিভিন্ন নামডাক করা বিদ্যালয়গুলিকে পেছনে ফেলে দিয়ে সমস্ত শারীরিক অসুস্থতা ও দারিদ্রতাকে জয় করে এবারের মাধ্যমিকে পুরুলিয়া জেলায় প্রথম স্থান দখল করল একেবারে প্রত্যন্ত এলাকার পুঞ্চা থানার নপাড়া হাইস্কুলের মেধাবী ছাত্রী মাম্পি দাস। তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৫। বাড়ি নপাড়া গ্রামেই। মাম্পি

জানায়, এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৫। যার মধ্যে সে বাংলায় পেয়েছে ৯৬, ইংরেজিতে ৯৫, অঙ্কে ১০০, পদার্থ বিজ্ঞানে ১০০, জীবন বিজ্ঞানে ৯৭, ইতিহাসে ১০০, ভূগোলে ৯৭। মাম্পি আরো জানায়, দীর্ঘদিন ধরে সে ছোট থেকেই দূরারোগ্য আর্থারাইটিস রোগে আক্রান্ত। শারীরিক অসুস্থতার জন্য দীর্ঘক্ষণ পড়াশোনা করতে পারেনি সে। বেশিক্ষণ বসে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হত না। প্রতিমাসে ডক্টর দেখানোর জন্য বাইরে যেতে হয়। তার ওপর সংসারের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। তার বাবা উত্তম কুমার দাস তামিলনাড়ুতে একটি সুতো কলে শ্রমিকের কাজ করেন। বাবার সামান্য উপার্জনের টাকায় কোনওভাবে তাদের সংসার চলে। মা শান্ত দাস মালা তৈরি করে সেই মালা বিক্রি করে মেয়ের পড়াশোনার খরচ চালাতেন। মাম্পি জানায়, তার বাবা একজন পরিযায়ী শ্রমিক। তার শারীরিক অসুস্থতা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেই সে ভবিষ্যতে ডাক্তারি পড়ে ডাক্তার হতে চায়। কিন্তু তার পরিবারে সে রকম কোনও সামর্থ্য নেই। তাই কেউ পাশে দাঁড়ালে তার স্বপ্ন পূরণ করবে সে। এদিকে মেয়ের এই সাফল্যে মা চোখের জল ধরে রাখতে না পেরে অনবরত কেঁদেই চলেছেন। তার এবার একটাই চিন্তা মেয়ের স্বপ্ন পূরণ করতে তাকে কিভাবে ডাক্তারি পড়াবে।

সেরিব্রাল পলসি আক্রান্ত দাদার সেবা করে মাধ্যমিকে নজর কাড়ল সুমাল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: সিনেমা তৈরি হয় জীবন থেকেই। কিংবা জীবনের জন্য তৈরি হয় সিনেমা। হাওড়ার শ্যামপুরের জয়নগর নস্করপুর হাইস্কুল। বাগনান-শ্যামপুর রোডের খিদিরপুর থেকে সাইকেলে কুড়ি মিনিটের ঢালাই পথ। কোথা ও আবার ইটের রাস্তা। এই পথ পেরিয়েই এত দিন স্কুলে গেছে দিনমজুর পরিবারের সুমাল্য পাড়ুই। না। আর পাঁচটা ছাত্রের মতো তার জীবন নয়, বরং এক তীব্র মানসিক লড়াই চালিয়ে মাধ্যমিকে ৬৫৮ পেয়ে স্কুলের সুনাম রেখেছে। যদিও আরো তিন সহপাঠী অন্বেষা মান্না (৬৭৬), সম্পদ দাস (৬৫৮), সৌম্যদীপ জাষু (৬৫১) ভালো ফল করেছে। কিন্তু পরিস্থিতি মানুষকে আরও দৃঢ় করে তোলে। এতদিন ঘুম থেকে উঠে বাড়িতে থাকা সেরিব্রাল পলিসি আক্রান্ত দাদা দীপমাল্যকে পরিচর্চা করে যত্ন করে খাইয়ে টিউশনি পড়তে যায়। ফিরে এসে আবার দাদাকে দেখ ভাল করে নিজে কিছু খেয়ে স্কুলে যায়। ফিরে এসে আবার দাদার সঙ্গে সময় কাটানো। নিজে জানে দাদা বলতে চায় 'আমি ও স্কুল যাব ভাই'। পারে না। মন খারাপ কাটিয়ে তীব্র মানসিক শক্তি যোগায় দাদাকে। বাবা দিলীপবাবু দিনমজুর। মা মৌসুমী দেবী একটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানে সামান্য বেতনের কাজ করেন। সংসারে অল্প আয়। একটি মাত্র টিউশনি নিয়েই পড়াশোনা করেছে সে। আরও ভালো হতে পারত ভেবে ও আক্ষেপ নেই সুমাল্যের। কারণ পরিস্থিতি। তবে স্কুলের শিক্ষকদের সহযোগিতা পেয়েছে যথেষ্ট। এদিন ছাত্রদের সাফল্যে খুশি টিআইসি সুরজিৎ প্রামাণিক। পরিচালন সমিতির সভাপতি তথা জেলা পরিষদের প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ শ্রীধর মণ্ডল জানান, 'প্রান্তিক এই স্কুলের প্রাক্তনী আমি। অনেক সমস্যার মধ্যে দিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের পড়াশোনা করতে হয়। এই সাফল্য সকলের প্রাপ্তি।' এদিন মার্কশিট হাতে নিয়ে সুমাল্য জানায়, 'একটা ধাপ পেরিয়েছি মাত্র।' উল্লেখ্য শুক্রবার মার্কশিট হাতে পেয়ে শিক্ষকদের নমস্কার করে সুমাল্য দাদার কাছে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরেছে। চোখে তার জল।

মাধ্যমিকের প্রথম দশে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার দু'জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: মাধ্যমিকের ফলাফলের নিরিখে রাজ্যের মধ্যে প্রথম দশে স্থান করে নিয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার দু'জন। সপ্তম স্থানে রয়েছে জেলার গঙ্গারামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র অঙ্কন বসাক। অন্যদিকে, বালুরঘাট হাইস্কুলের ছাত্র অনিক সরকার নবম স্থান অধিকার করেছে। মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যের মধ্যে দুই জন মেধা তালিকায় স্থান অধিকার করায় খুশির হাওয়া জেলায়। জানা গিয়েছে, বালুরঘাট উচ্চ

বিদ্যালয়ের ছাত্র অনিক সরকার ৬৮৭ নম্বর পেয়ে রাজ্যের মধ্যে নবম হয়েছে। তার বাড়ি বালুরঘাট থানার অন্তর্গত চকভৃগু প্রিন্স ক্লাব সংলগ্ন এলাকায়। অনিকে'র মা আভা সরকার গৃহবধূ। বাবা কমলেশ সরকার মুদিখানার দোকানদার। পড়াশোনার পাশাপাশি ছবি আঁকতে ভালোবাসে অনিক। স্কুলের পরীক্ষায় বরাবরই প্রথম স্থান অধিকার করে এসেছে অনিক। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এখনো স্থির না হলেও বিজ্ঞান নিয়েই পড়তে চায় সে। অন্যদিকে, ৬৮৯ নম্বর পেয়ে সপ্তম স্থান আধিকার করছে অঙ্কন বসাক। অঙ্কনের বাড়ি গঙ্গারামপুর পুরসভার ১৭ নং ওয়ার্ডের সুভাষ পল্লি এলাকায়। বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করে ভবিষ্যতে গবেষক হতে চায় সে। কৃতি দুই ছাত্রকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় জেলা প্রশাসন ও শিক্ষা দপ্তরের তরফে। জেলা শিক্ষা দপ্তরের তরফে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) দেবাশিস সমাদ্দার, অতিরিক্ত জেলা প্রকল্প আধিকারিক রুহুল আমিন, বালুরঘাট সদর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক পিংকু সরকার অনিকের হাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভেচ্ছা পত্র তুলে দেন।

আইএফএ পরিচালিত এবং উত্তরপাড়া-কোতরং পুরসভার উদ্যোগে নবরূপে গড়ে ওঠা হাঁড়িপুকুর মাঠে (অনূর্ধ্ব ১৫ বৎসর) ফুটবল প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন। উপস্থিত ছিলেন মোহনবাগান ক্লাবের প্রাক্তন সম্পাদক সৃঞ্জয় বসু, উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব সহ বিশিষ্টরা।

ছবি বনস্পতি দে।

মাধ্যমিকে ষষ্ঠ

নিজস্ব প্রতিবেদন, টাকি: মাধ্যমিকে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করল টাকির শিক্ষক পরিবারের ছেলে অঙ্কন মণ্ডল। বসিরহাটের টাকি পুরসভার হাসনাবাদের রজিপুরের বাসিন্দা পেশায় মধ্যমপুর হাই স্কুলের বাংলার শিক্ষক আদিশ কুমার মণ্ডলের ছেলে অঙ্কন মন্ডল। সে টাকি রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র। ছোট থেকেই

পড়াশোনায় মেধাবী ছিল ওই ছাত্র। সে জানায়, বাবার স্বপ্ন পূরণ করতে আগামী দিনে চিকিৎসক হতে চায়। সে এও জানায়, তাদের এলাকায় কোনো ডাক্তার নেই। দীর্ঘদিন ধরে সে চোখের সামনে দেখে আসছে বিনা চিকিৎসায় অনেক মানুষ শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এমনকী মারাও গিয়েছেন। চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে গ্রামের মানুষ। তাই বাবার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে আগামী দিনে আরও ভালো পড়াশোনা করে ডাক্তার হয়ে দেশ ও দশের কাজে নিয়োজিত হতে চায় সে। সে জানায় তার এই সাফল্যের পিছনে তার বাবার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
প্রমটেক্স ফেবরিকস প্রাইভেট লিমিটেড
CIN : U17100WB2008PTC126691
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কেন্দ্রীয় সরকার
ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত

এবং

মেসার্স প্রমটেক্স ফেবরিকস প্রাইভেট লিমিটেড ("কোম্পানি") রেজিস্টার্ড অফিস ন্যাচারাল গ্রিন ব্লক-১০, এফএল নং - বি, ২য় তল, বিডি-৩৭, রবীন্দ্রপল্লী, প্রফুল্ল কানন, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭০০১০১ সম্পর্কিত

...দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **১২ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে** অনুষ্ঠিত কোম্পানির **অতিরিক্ত সাধারণ সভায়** গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে "**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**" থেকে "**গুজরাত রাজ্যে**" কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :

আবেদনকারীর পক্ষে
প্রমটেক্স ফেবরিকস প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/-
সঞ্জয় কুমার খেতন
ডিরেক্টর
ডিন : ০০৮২৭৯১৪

তারিখ :০২.০৫.২০২৫
স্থান : কলকাতা
রেজিস্টার্ড অফিস :
ন্যাচারাল গ্রিন ব্লক-১০, এফএল নং - বি, ২য় তল, বিডি-৩৭, রবীন্দ্রপল্লী, প্রফুল্ল কানন, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০১০১

জামনা ইউ এল এস প্রাই কো-অপ এগ্রিল ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড
জামনা * রায়-জামনা * পাভুয়া* হুগলী
রেজিঃ নং- ১৯ এইচ.জি, তারিখ - ২৭-১২-১৯৫৭
খসড়া নির্বাচক তালিকা (Draft voter List) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম-নিবন্ধক, হুগলী রেঞ্জ, তথা রেঞ্জ সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নং- ৮৫৯ তারিখ - ২৯-০৭-২০২৪ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে নিম্ন স্বাক্ষরকারীদ্বয় তথা সহকারী রিটার্নিং অফিসার, জামনা ইউ এল এস প্রাই কো-অপ এগ্রিল ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড -এর সমস্ত সদস্য/ সদস্যাগণকে জানাচ্ছি যে উক্ত সমিতির আসন্ন প্রতিনিধি (Delegate) নির্বাচন। পরিচালক মন্ডলীর (Board of Directors) সদস্য নির্বাচন উপলক্ষে অত্র বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে খসড়া নির্বাচক তালিকা সংযোজিত হল যা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে পরিগণিত হবে। ঐ নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত কোন সংযোজন/ সংশোধন কিংবা বিয়োজন বিষয়ে কোন সদস্যের কোন বক্তব্য থাকলে অভিযোগের স্বপক্ষে প্রমাণ তথ্যাদি সহ আবেদনকারী নিজে অথবা তাঁর দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত (Authorised) ব্যক্তি তা লিখিত ভাবে **ইংরাজির ১২-০৫- ২০২৫ তারিখ হতে ১৯-০৫-২০২৫ তারিখের মধ্যে সমিতির অফিসে যে কোন কাজের দিন সকাল ৮ ঘটিকা থেকে সকাল ১১.৩০ ঘটিকা এবং বিকেল ৪ ঘটিকা থেকে সন্ধ্যা ৭.৩০ ঘটিকার মধ্যে** প্রাপ্তি স্বীকার সাপেক্ষে জমা দিতে পারবেন।
উপরোক্ত বক্তব্যের উপর আগামী **ইংরাজির ২৭-০৫-২০২৫ তারিখ হতে ২৮-০৫-২০২৫ তারিখ দুপুর ১২ ঘটিকা থেকে বিকেল ৩ ঘটিকার মধ্যে** সহকারী রিটার্নিং অফিসার, জামনা ইউ এল এস প্রাই কো-অপ এগ্রিল ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড -এর অফিস-গৃহে শুনানি হবে। ব্যক্তিগতভাবে ঐদিন অভিযোগকারীকে উপস্থিত থাকতে বলা হচ্ছে। অন্যথায় একতরফা সিদ্ধান্ত হবে। **শুনানি শেষে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা (Final Voter List) আগামী ইংরাজি ৩০-০৫- ২০২৫ তারিখ ১২টার সময়ে সমিতি'র নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে।**

স্বা/- মৌসুমী বিশ্বাস
সহকারী রিটার্নিং অফিসার,

স্বা/- মৌসুমী ঘোষ
সহকারী রিটার্নিং অফিসার,

এলপ্রো ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড
CIN : L51505MH1962PLC012425
রেজিস্টার্ড অফিস : ১৭, নির্মল, নরিমান পয়েন্ট, মুম্বাই-৪০০০২১
ফোন : +৯১ ২২ ৪০২৯ ৯০০০; ফ্যাক্স : +৯১ ২২ ২২০২ ৭৯৯৫
ইমেল : ir@elpro.co.in; ওয়েবসাইট : www.elpro.co.in

ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড থেকে ইকুইটি শেয়ার স্বেচ্ছায় প্রস্তাবিত তালিকাবিমুক্তির জন্য সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইকুইটি শেয়ার ডিলিস্টিং) রেগুলেশন, ২০২১ ("সেবি ডিলিস্টিং রেগুলেশনস") এর রেগুলেশন ৫ এবং ৬ অনুসারে, এলপ্রো ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড ("কোম্পানি") এর পরিচালনা পর্ষদ ১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় অন্যান্য বিষয়ের সাথে, শুধুমাত্র ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড ("সিএসই") থেকে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার স্বেচ্ছায় তালিকাবিমুক্ত করার প্রস্তাব অনুমোদন করেছে।
বর্তমানে, কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারগুলি উভয় স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত, অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড এবং সিএসই যেহেতু বহু বছর ধরে সিএসই তে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারের কোনও লেনদেন হয়নি এবং সিএসই তে তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য কোম্পানিকে অতিরিক্ত পরিচালন খরচও বহন করতে হয়, তাই শুধুমাত্র সিএসই থেকে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারগুলি তালিকাবিমুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। সিএসই থেকে তালিকাবিমুক্তির ফলে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। কোম্পানিটি সিএসই থেকে তার ইক্যুইটি শেয়ার স্বেচ্ছায় তালিকাবিমুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় আবেদন করার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
সেবি ডিলিস্টিং রেগুলেশনের রেগুলেশন ৬ অনুসারে, কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারহোল্ডারদের কোনও ছেড়ে যাওয়ার সুযোগ না দিয়েই কেবল সিএসই থেকে তার ইকুইটি শেয়ারগুলি তালিকাবিমুক্ত করার প্রস্তাব করেছে, কারণ কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারগুলি বিএসই লিমিটেডে তালিকাভুক্ত থাকবে, যার দেশব্যাপী ট্রেডিং টার্মিনাল রয়েছে। পরবর্তীকালে, কোম্পানির সমস্ত শেয়ারহোল্ডাররা বিএসই লিমিটেডে তালিকাভুক্তি এবং ট্রেডিংয়ের সুবিধাগুলি উপভোগ করতে পারবে।

এলপ্রো ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
দীপক কুমার আজমেরা
প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা

স্থান : মুম্বাই
তারিখ : ৩০ এপ্রিল, ২০২৫

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank এলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল
কলকাতা - ৭০০০০১

তারিখ : ০২.০৫.২০২৫

প্রতি
১. **মেসার্স কৃষ্ণা রেডিমেড সেন্টার (ঋণগ্রহীতা)** ২, বাচারপাড়া রোড, নেতাজি নগর, ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০০৬৩।
২. **শ্রী কৃষ্ণপদ ভৌমিক (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা), স্বত্বা - মেসার্স কৃষ্ণা রেডিমেড সেন্টার,** ২, বাচারপাড়া রোড, নেতাজি নগর, ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০০৬৩।
৩. **শ্রীমতী বীথিকা ভৌমিক (জামিনদাতা)** স্বামী শ্রী কৃষ্ণপদ ভৌমিক, ২, বাচারপাড়া রোড, নেতাজি নগর, ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০০৬৩।

মহাশয়া/মহাশয়
বিষয় : ২৯.০৪.২০২৫ তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকদত্ত ভবনের ভেতরে দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য পুনরায় অবগতকরণ।
স্বত্ব দখলীকৃত আপনার প্রেমিসেস ঠিকানা : ২, বাচারপাড়া রোড, নেতাজি নগর, ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০০৬৩ আদালতের বেলিফ কর্তৃক ২৯.০৪.২০২৫ তারিখে অনুমোদিত অফিসারের হেফাজতে হস্তান্তরিত।
এই পত্র মারফত আপনাদের আবারও অবগত করা হচ্ছে এবং অনুরোধ করা হচ্ছে উল্লিখিত প্রেমিসেস থেকে আপনাদের (অস্থাবর দ্রব্যাদি), যা তালিকায় / পঞ্চনামায় ২৯.০৪.২০২৫ তারিখে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে সংগ্রহ করতে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে আদালতের বেলিফের উপস্থিতিতে ২৯.০৪.২০২৫ তারিখে তালিকাভুক্ত দ্রব্যাদি সম্পর্কে আপনাদের কোনও আগ্রহ নেই। এমতাবস্থায় ব্যাঙ্ক দখলীকৃত প্রেমিসেসসের (তপশিল নিম্নোক্ত মতে) মধ্যে থাকা দ্রব্যাদির মূল্যায়ন করবে এবং সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য এক নোটিশ জারি করবে। বিক্রয় পরবর্তী পরিমাণ লোন অ্যাকাউন্টের সঙ্গে সামাঞ্জস্য করা হবে ঠাকুরপুকুর শাখায়।
এই পত্রের একটি কপি সংবাদপত্রগুলিতে (ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস এবং একদিন) ০৩.০৫.২০২৫ সংস্করণে প্রকাশিত হবে। কোনও প্রতিনিধিত্ব/উত্তরদান ১০.০৫.২০২৫ তারিখের পর বিবেচিত হবে না। কোনও কারণে আপনাদের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতে চাইলে অনুগ্রহ করে ১০.০৫.২০২৫ তারিখের মধ্যে শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
২৯.০৪.২০২৫ তারিখে বাজেয়াপ্ত বন্ধকদত্ত সম্পদের বিবরণ/বিস্তারিত
বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ ৬৬৫ বর্গফুট নির্মিত জমির পরিমাণ কমবেশি ০২ কাঠা ০৪ ছটাক ২১ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : পশ্চিম বড়িশা, জেএল নং ১৯, আরএস দাগ নং ৪৩, খতিয়ান নং ১৫৫০/৩, দাগ নং ২০৬০, তৌজি নং ১-৬, ৮-১০, ১২-১৬, পরগনা- খাসপুর, প্রেমিসেস নং ৫৪৪, ২নং বাচার পাড়া, কলকাতা ৭০০০৬৩, কলকাতা পৌর সভা অধীন, থানা : ঠাকুরপুকুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১-৩০৯৮ তারিখ : ১৪.০৯.১৯৯৫, বুক নং ১, ভলুম্য নং ৫৩, পৃষ্ঠা ১২ এবং বিক্রয় দলিল নং ১-২৩৫৭ তারিখ ১৯.০৬.২০০১, বুক নং ১, ভলুম্য নং ৫৪, পৃষ্ঠা ১৮৫ থেকে ১৯২, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর -বেহালা, **সম্পত্তি শ্রী কৃষ্ণ পদ ভৌমিক,** পিতা প্রয়াত ধনঞ্জয় ভৌমিক এর নামে। **চৌহদ্দি : উত্তরে** : বিশ্বনাথ দেবনাথ এর জমি এবং ভবন (অংশ দাগ নং ২০৬০) ; **দক্ষিণে :** সত্য নায়েক এর জমি এবং ভবন (অংশ দাগ নং ২০৬০), **পূর্বে :** বিজয় মন্ডল এর জমি (দাগ নং ২০১৮); **পশ্চিমে :** ১২'-০" কেএমসি রোড।

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ঠাকুরপুকুর শাখা

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank এলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল
কলকাতা - ৭০০০০১

তারিখ : ০২.০৫.২০২৫

প্রতি
১. **মেসার্স মন্ডল এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা), অংশীদারগণ : শ্রী দিলীপ মন্ডল এবং শ্রী তন্ময় মন্ডল,** ১৩৫, স্বামী বিবেকানন্দ রোড (২), রামচন্দ্রপুর, পূজালি, বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১৩৮।
২. **শ্রী দিলীপ মন্ডল (অংশীদার),** পিতা সমর মন্ডল, ঠিকানা - রামচন্দ্রপুর, পূজালি, বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১৩৮।
৩. **শ্রী তন্ময় মন্ডল (অংশীদার)** পিতা দিলীপ মন্ডল, ঠিকানা - রামচন্দ্রপুর, পূজালি, বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১৩৮।
৪. **শ্রীমতী নমিতা মন্ডল (বন্ধকদাতা/জামিনদাতা)** স্বামী শ্রী দিলীপ মন্ডল, ঠিকানা - রামচন্দ্রপুর, পূজালি, বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১৩৮।

লোন অ্যাকাউন্ট : মেসার্স মন্ডল এন্টারপ্রাইজ
(এ/সি নং ৫০৪২২১৪৩৮১২/৫০৫২০১৬৭৬৮১) -ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নিশ্চিন্তপুর শাখা
বিষয় : ২০.০৮.২০২৪ তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকদত্ত ভবনের ভেতরে দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য পুনরায় অবগতকরণ।
স্বত্ব দখলীকৃত আপনার প্রেমিসেস ঠিকানা : রামচন্দ্রপুর, পূজালী, বজ বজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১৩৮, আদালতের বেলিফ কর্তৃক ২০.০৮.২০২৪ তারিখে অনুমোদিত অফিসারের হেফাজতে হস্তান্তরিত।
আপনাদের অনুরোধ করা হচ্ছে স্বত্ব দখলীকৃত হওয়ার তারিখ থেকে আপনাদের গৃহস্থালীর দ্রব্যাদি/অস্থাবর দফাগুলি সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য, কিন্তু আপনারা কখনই সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি সংগ্রহের বিষয়ে শাখার সহিত যোগাযোগ করেননি।
এই পত্র মারফত আপনাদের আবারও অবগত করা হচ্ছে এবং অনুরোধ করা হচ্ছে উল্লিখিত প্রেমিসেস থেকে আপনাদের (অস্থাবর দ্রব্যাদি), যা তালিকায় / পঞ্চনামায় ২০.০৮.২০২৪ তারিখে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে সংগ্রহ করতে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে আদালতের বেলিফের উপস্থিতিতে ২০.০৮.২০২৪ তারিখে তালিকাভুক্ত দ্রব্যাদি সম্পর্কে আপনাদের কোনও আগ্রহ নেই। এমতাবস্থায় ব্যাঙ্ক দখলীকৃত প্রেমিসেসসের (তপশিল নিম্নোক্ত মতে) মধ্যে থাকা দ্রব্যাদির মূল্যায়ন করবে এবং সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য এক নোটিশ জারি করবে। বিক্রয় পরবর্তী পরিমাণ লোন অ্যাকাউন্টের সঙ্গে সামাঞ্জস্য করা হবে নিশ্চিন্তপুর শাখায়।
এই পত্রের একটি কপি সংবাদপত্রগুলিতে (ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস এবং একদিন) ০৩.০৫.২০২৫ সংস্করণে প্রকাশিত হবে। কোনও প্রতিনিধিত্ব/উত্তরদান ১০.০৫.২০২৫ তারিখের পর বিবেচিত হবে না। কোনও কারণে আপনাদের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতে চাইলে অনুগ্রহ করে ১০.০৫.২০২৫ তারিখের মধ্যে শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
২০.০৮.২০২৪ তারিখে বাজেয়াপ্ত বন্ধকদত্ত সম্পদের বিবরণ/বিস্তারিত
বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ আনুমানিক কমবেশি ২ কাঠা ১ ছটাক ২৮ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : উত্তর রাম চন্দ্রপুর, পরগনা -বালিয়া, জেএল নং ৩৭, আরএস নং ১৯, তৌজি নং ৩৯৯/৪০০, আরএস খতিয়ান নং ৪২৩, দাগ নং ৫৫৩, হোল্ডিং নং ১৩৫, স্বামী বিবেকানন্দ রোড, ওয়ার্ড নং ২, পূজালী পুরসভা, থানা : বজবজ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১৮৯০ তারিখ : ২১.০৩.২০০৩, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম্য নং ৩৪, পৃষ্ঠা ৯ থেকে ১৮-২০০৩ সালের বেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর বজ বজ, সম্পত্তি শ্রীমতি নমিতা মন্ডল, স্বামী দিলীপ মন্ডল এর নামে। চৌহদ্দি : উত্তরে : দীনেশ পারুই ; দক্ষিণে : পরেশ পারুই এবং সুখেন পারুই ; পূর্বে : পুরসভা সড়ক ; পশ্চিমে : সুখেন পারুই।

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নিশ্চিন্তপুর শাখা

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank এলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল
কলকাতা - ৭০০০০১

তারিখ : ৩০.০৪.২০২৫

প্রতি
১. **মেসার্স কুট্টি ড্রাগ সেন্টার (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বা : শ্রীমতি মধুমিতা দত্ত,** গ্রাম : তালডাঙ্গা, পো : উস্তি, থানা : ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) পিন : ৭৪৩৩৭৫। **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ২এ, "শান্তিনিকতন", প্রেমিসেস নং ৫৬, ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১২৭ অধীন, থানা ঠাকুরপুকুর, কলকাতা : ৭০০০৬১।
২. **শ্রী মানস দত্ত (জামিনদাতা এ/সি মেসার্স কুট্টি ড্রাগ সেন্টার),** গ্রাম : তালডাঙ্গা, পো : উস্তি, থানা : ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), পিন : ৭৪৩৩৭৫। **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ২এ, "শান্তিনিকতন", প্রেমিসেস নং ৫৬, ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১২৭ অধীন, থানা ঠাকুরপুকুর, কলকাতা : ৭০০০৬১।
৩. **শ্রী গৌতম দত্ত, (জামিনদাতা এ/সি মেসার্স কুট্টি ড্রাগ সেন্টার),** গ্রাম : তালডাঙ্গা, পো : উস্তি, থানা : ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), পিন : ৭৪৩৩৭৫।
আরও ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং ২এ, "শান্তিনিকতন", প্রেমিসেস নং ৫৬, ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১২৭ অধীন, থানা ঠাকুরপুকুর, কলকাতা : ৭০০০৬১।
৪. **শ্রীমতি মধুমিতা দত্ত (স্বত্বাধিকারী এবং জামিনদাতা মেসার্স কুট্টি ড্রাগ সেন্টার) (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা এইচবিএল এ/সি শ্রীমতি মধুমিতা দত্ত),** স্বামী শ্রী মানস দত্ত, গ্রাম : উত্তর দেওয়ারক, পূর্ব পাড়া, পো : কুলেশ্বর, থানা : ডায়মন্ড হারবার, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৭৫।
আরও ঠিকানা : শ্রীমতী মধুমিতা দত্ত, স্বামী শ্রী মানস দত্ত ফ্ল্যাট নং ২এ, "শান্তিনিকেতন", প্রেমিসেস নং ৫৬, ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১২৭ অধীন, থানা : ঠাকুরপুকুর, কলকাতা : ৭০০০৬১।

বিষয় : ২৭.০২.২০২৫ তারিখে কোর্ট বেলিফ কর্তৃক বাজেয়াপ্ত আপনার আবাসিক ফ্ল্যাট থেকে আপনার জিনিসপত্র সংগ্রহের জন্য আমাদের পূর্ববর্তী ২৫.০৩.২০২৫ এবং ০১.০৪.২০২৫ তারিখের দুটি চিঠির শেষ এবং চূড়ান্ত অনুস্মারক।
এই অনুস্মারকটি নীচের পূর্ববর্তী চিঠিগুলির ধারাবাহিকতায় :
১) ২৫.০৩.২০২৫ তারিখের চিঠি (প্রস্তুত রেফারেন্সের জন্য এখানে অনুলিপি সংযুক্ত), সংবাদপত্রেও প্রকাশিত (২৬.০৩.২০২৫ তারিখের ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস এবং একদিন)। আমরা কোনও উত্তর পাইনি।
২) ০১.০৪.২০২৫ তারিখের চিঠি (প্রস্তুত রেফারেন্সের জন্য এখানে অনুলিপি সংযুক্ত), সংবাদপত্রেও প্রকাশিত (০৪.০৪.২০২৫ তারিখের ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস এবং একদিন)। আমরা কোনও উত্তর পাইনি।
এই চিঠির মাধ্যমে, আপনাকে শেষ এবং শেষবারের মতো স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং আবারও অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনি ২৭.০২.২০২৫ তারিখে তালিকা / পঞ্চনামায় উল্লিখিত এবং নথিভুক্ত তফসিলভুক্ত সম্পত্তি থেকে আপনার জিনিসপত্র (স্থাবর) আগামী ৭ দিনের মধ্যে সংগ্রহ করুন, অন্যথায় ধরে নেওয়া হবে যে ২৭.০২.২০২৫ তারিখে কোর্ট বেলিফের সামনে প্রণীত তালিকায় উল্লিখিত জিনিসপত্রের উপর আপনার কোনও আগ্রহ নেই।
এই ক্ষেত্রে ব্যাংক জব্দকৃত প্রাঙ্গণের (নীচে তালিকাভুক্ত) ভিতরে থাকা জিনিসপত্রের মূল্যায়ন করবে এবং জিনিসপত্রের জন্য একটি বিক্রয় নোটিশ জারি করবে। বিক্রয়ের পরে, অর্থ উস্তি শাখায় রক্ষিত আপনার ঋণ অ্যাকাউন্টে সমন্বয় করা হবে। এই অনুস্মারকের একটি অনুলিপি ০৩.০৫.২০২৫ তারিখে সংবাদপত্রে (ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস এবং একদিন) প্রকাশিত হবে। ১০.০৫.২০২৫ তারিখের পরে কোনও উপস্থাপনা / উত্তর বিবেচনা করা হবে না।
বন্ধকদত্ত সম্পদের বিস্তারিত বিবরণ - ২৭.০২.২০২৫ তারিখে বাজেয়াপ্ত
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২এ, উত্তর পূর্ব কোনে তিনতলায়, পরিমাণ ৭০১ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া নির্মিত জমি ০৬ কাঠা ০২ ছটাক ০৭ বর্গফুট কমবেশি, ২ বেড রুম, ১ ডাইনিং/ড্রইং তথা কিচেন, ১ বাথ এবং প্রিভি, ১ ডব্লুসি এবং ১ বারান্দা এবং এক ঢাকা সিমেন্টের মেঝে কার পার্কিং স্পেস একতলায় পরিমাণ ১২০ বর্গফুট কমবেশি সমস্ত ফিটিং এবং ফিক্সচারিং অবস্থিত মৌজা : সরসুনা, জেএল নং ১৭, আরএস নং ৪৮৬, দাগ নং ১২৫৩ এবং ১২৫৫, খতিয়ান নং ১১৭৮, প্রেমিসেস নং ৫৬, ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১২৭ অধীন, থানা : ঠাকুরপুকুর, বর্তমানে সরসুনা, কলকাতা : ৭০০০৬১, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১৯০১-২০১৮, পৃষ্ঠা ২২০৮৭৮ থেকে ২২০৯২৭, দলিল নং ১৯১০৫৩২১-২০১৮ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্স অফিস এআরএ -১, কলকাতা, **সম্পত্তি শ্রীমতি মধুমিতা দত্ত,** স্বামী শ্রী মানস দত্ত এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১৬ ফুট চওড়া কেএমসি রোড; **দক্ষিণে :** প্রেমিসেস নং ৯, ব্যানার্জি পাড়া রোড; **পূর্বে :** ১৬ ফুট চওড়া কেএমসি রোড; **পশ্চিমে :** প্রেমিসেস নং ৭৩/১ ব্যানার্জি পাড়া রোড।

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, উস্তি শাখা

মাধ্যমিকে ৯৬.২৯ শতাংশ পেলেও আসানসোলের কৃতি ছাত্রী থৈবি আজ নেই!

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: স্কুল, অভিভাবক এবং পাড়া প্রতিবেশীদের প্রত্যাশা মতো থৈবির মাধ্যমিকে প্রাপ্ত নম্বর ৬৭৪। অর্থাৎ ৯৬.২৯ শতাংশ। তবু শোকের ছায়া আসানসোলে। কারণ ওই ছাত্রীর অপমৃত্যু। তাই কান্নায় ভেঙে পড়ছেন স্কুলের শিক্ষিকারা। কান্নায় ভেঙে পড়ছেন পরিবার আত্মীয় স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশীরা।

এই ছাত্রীকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন এরা সবাই। আসানসোলের এই উজ্জ্বল নক্ষত্র আসানসোলকে শিক্ষা জগতে উচ্চ শিখরে নিয়ে যাবে এটাই তাদের আশা ছিল। কিন্তু সেই নক্ষত্র পতনের পর সব এখন ইতিহাস। ছোটবেলায় অন্য ইংরেজি মাধ্যমের বোর্ড থেকে আসানসোল উমারানি গড়াই উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে সরকারি ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হয়। তারপর থেকে সব সময়ের টপার থৈবি মুখোপাধ্যায়। এবারও মাধ্যমিকেও স্কুলে টপার রইল থৈবি। কিন্তু সে আজ আর জীবিত নেই। লিভার জন্ডিসে মারা গেছে গত ১৬ এপ্রিল। পরীক্ষার আগে অপ্রতিরোধ্য জন্ডিসে আক্রান্ত হয়ছিল সে। অসহ্য শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে পরীক্ষা দিয়েছিল। শুধমাত্র সুস্থ ছিল

বাংলা পরীক্ষার দিন। আর বাংলাতেই তার প্রাপ্ত নম্বর ৯৯। তারপর অসুস্থ হওয়ার থেকেই নম্বর কিছুটা কমতে থাকে।

পরীক্ষায় তার প্রাপ্ত নম্বর অঙ্ক ৯৮, ভৌতবিজ্ঞান ৯৭, জীবন বিজ্ঞান ৯৮, ইতিহাস ৯৫, ভূগোল ৯৫। থৈবির এতটাই মেধা ছিল। সুস্থ অবস্থায় পরীক্ষা দিতে পারলে হয়তো রাজ্যে টপ হতে পারত। এমনটাই দাবি স্কুলের শিক্ষিকা সহ তার পরিচিত সবারই। থৈবির বাবা বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় পেশায় হোমিওপ্যাথি ডাক্তার। মা পিউ মুখোপাধ্যায় গৃহবধূ। মাধ্যমিক পরীক্ষা আগে তার লিভার জন্ডিস ধরা পড়ে। চিকিৎসার জন্য চেন্নাই, ভেলোর সর্বত্র ছুটে যায় বাবা মা। লিভার ট্রান্সফার করার জন্য ১ কোটি খরচ। এগিয়ে আসে স্কুল, শহরবাসী। চিকিৎসার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় আবেদনে সাড়া দেয় শহরবাসী। ৪৫ লাখ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসার খরচ যোগানো হয়। তবু বাঁচানো যায়নি থৈবি কে।

স্কুল থেকে শুরু করে পাড়া-প্রতিবেশী প্রত্যেকেই আশা করেছিল পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক পরীক্ষায় এক থেকে দশের মধ্যে জায়গা করে নেবে থৈবি। কিন্তু অসুস্থ অবস্থায় পরীক্ষা দেওয়াই এক থেকে দশের মধ্যে জায়গা না করতে পারলেও স্কুলে সর্বোচ্চ নম্বর সে পেয়েছে। জেলায় ছাত্রীদের মধ্যে টপ নম্বর।

মাধ্যমিকের রেজাল্টের দিন বাবা মা বাড়িতে না থাকলেও বাড়িতে ছিলেন থৈবির বৃদ্ধ দাদু ও ঠাকুমা। ছবি বুকে নিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ছেন তারা। একটি স্বপ্নের অপমৃত্যু ঘটল। তাই রেজাল্ট আনতে গেলেন না তারা। কিন্তু নাতনির মাধ্যমিকের ফলাফলের খবর শুনে দাদু ঠাকুমা ছোটবেলাকার থৈবির হাতে পেন্সিল দিয়ে তাদের এই ঘরের দেওয়ালে হিজিবিজি আঁকা দেখে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলেন। যে ঘরে বসে থৈবির সম্পর্কে সাংবাদিক মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলছিলেন তার দাদু- ঠাকুমা, সেই ঘরের দেওয়ালে লক্ষ্য করা গেল থৈবির তৎকালীন শিশু বয়সের পেন্সিল দিয়ে আঁকা বিভিন্ন আঁকাবাঁকা দেওয়াল চিত্র। তারই মধ্যে রয়েছে বর্তমানে বিভিন্ন স্কুলে থাকা ব্ল্যাকবোর্ডে জায়গায় হোয়াইট বোর্ডের অনুরূপ ছোট বোর্ড। এবং এই চিত্র দেখে বোঝা যায় সে তার বসত বাড়ির মধ্যে তার এই পড়ার ঘরটিকে ছোটবেলা থেকেই রীতিমতো একটি ক্লাস রুমে পরিণত করেছিল।

মাধ্যমিক পরীক্ষায় নজর কাড়ল দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের নতুন ডাঙা উচ্চ বিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: শুক্রবার রাজ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল ঘোষিত হল। এবারও পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান জেলার ছাত্র ছাত্রীদের পকেটে। পাশাপাশি প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলে মেয়েরাও এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফল

করে এলাকার নাম উজ্জ্বল করেছে। ২০২৫ এর মাধ্যমিক পরীক্ষায় দুর্গাপুর নর্থ সার্কেলের মধ্যে দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগলা পঞ্চায়েত এলাকার নতুন ডাঙা উচ্চ বিদ্যালয় প্রথম স্থান পেয়েছে। এই বিদ্যালয়ের রাজশ্রী গোস্বামী ৬৭৬ (৯৬.৫৭ শতাংশ) নম্বর পেয়ে বিদ্যালয়ের মধ্যে তথা দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের মধ্যে প্রথম স্থান পেয়েছে। এলাকার মেয়ে এভাবে এলাকার নাম উজ্জ্বল করাই তাকে তার বাড়িতে সংবর্ধনা দিতে ফুল মিষ্টি নিয়ে পৌঁছন গোগলা পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ, গোগলা পঞ্চায়েত প্রধান শ্যামল বাগদি ও তৃণমূলের অন্যান্য কর্মীরা।

৬৮৯ নম্বর পেয়ে রাজ্য মেধা তালিকায় সপ্তম স্থান পেল আউশগ্রামের সৌরিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: গ্রামের কাদা মাটির পথ পেরিয়ে রাজ্যের সপ্তম সৌরিন। আউশগ্রামের সৌরিন রায়ের অসাধারণ কৃতিত্ব, মাধ্যমিকে ৬৮৯ নম্বর পেয়ে রাজ্য তালিকায় সপ্তম স্থান পাওয়া পূর্ব বর্ধমানের প্রত্যন্ত আউশগ্রামের অমড়াগড় গ্রামের ছোট্ট ঘরে শুরু হয়েছিল এক স্বপ্নের পথচলা। সেই স্বপ্ন আজ বাস্তব। মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬৮৯ নম্বর পেয়ে রাজ্যের সপ্তম স্থানে উঠে এল জঙ্গল মহলের ছেলে সৌরিন রায়। গ্রামের মাঠ, ধানখেত আর কাদা মাটির পথকে পেরিয়ে সৌরিন আজ প্রমাণ করে দিয়েছে স্বপ্ন আর সংকল্প থাকলে কোনো প্রতিবন্ধকতাই সামনে দাঁড়াতে পারে না। আউশগ্রাম-২ ব্লকের অমড়াগড় উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র সৌরিন ছোট থেকেই মেধাবী। বাবা অভিজিৎ রায় এলাকার একটি স্কুলে কর্মশিক্ষার শিক্ষক, মা বর্ণমালা রায় গৃহবধূ। খুব সাধারণ এক গ্রামীণ পরিবেশে বড় হয়ে ওঠা সৌরিনের জীবনে বিলাসিতার স্থান ছিল না। ছিল শুধু অধ্যবসায়, স্বপ্ন, আর অনুশাসন। স্কুল শেষে গ্রামের কাঁচা রাস্তায় হেঁটে বাড়ি ফেরা। সন্ধে হতেই পড়ার টেবিলে বসা, আর মাঝেমাঝে নজরুলগীতি গাওয়া; এই ছিল সৌরিনের ছেলেবেলা। ব্যাট-বল হাতে ক্রিকেট খেলতেও ভালোবাসে।

কিন্তু কখনও পড়াশোনার ক্ষতি হতে দেয়নি। প্রতিদিন ১০ ঘণ্টারও বেশি সময় পড়াশোনায় কাটাত। এবছরের মাধ্যমিকে সৌরিন পেয়েছে বাংলায় ৯৮, ইংরেজিতে ৯৬, অঙ্কে ১০০, ভৌতবিজ্ঞানে ১০০, জীবনবিজ্ঞানে ৯৭, ইতিহাসে ৯৯, আর ভূগোলে ৯৯। মোট নম্বর ৬৮৯। সৌরিন জানায়, সে চিকিৎসক হতে চায়। বাবা অভিজিৎ রায় বলেন, 'আমার ছেলেকে কখনও পড়তে বলতে হয়নি। ও নিজেই নিজের দায়িত্ব বুঝে নিয়েছে। গ্রামে থেকেও যে এমন কৃতিত্ব অর্জন করা সম্ভব, সেটা আজ প্রমাণ করল আমার ছেলে।' সৌরিনের কৃতিত্বের কথা জানার পর শুক্রবার সকালেই তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতে উপস্থিত হন আউশগ্রাম থানার আইসি সহ এলাকার বহু মানুষ। আউশগ্রাম ২ ব্লক সভাপতি আব্দুল লালন তাকে ফোনে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠান। শনিবার বাড়িতে এসে সংবর্ধনা দেবেন বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি স্কুল কর্তৃপক্ষ, পাড়া প্রতিবেশী ও সহপাঠীরা সৌরিনের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত।

মাধ্যমিকের মেধা তালিকায় পশ্চিম মেদিনীপুরের তিনজন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার মেধা তালিকায় প্রথম দশে যে ৬৬ জন জায়গা করে নিয়েছে তার মধ্যে পশ্চিম মেদিনীপুরের তিনজন ছাত্র-ছাত্রীর নাম রয়েছে। তালিকায় যৌথভাবে অষ্টম স্থানে রয়েছে বেলদা প্রভাতী বালিকা বিদ্যাপীঠের ছাত্রী উদিতা রায় এবং ঘাটালের মনশুকা লক্ষ্মীনারায়ণ হাই স্কুলের ছাত্র অরিত্র সাঁতরা। দুজনেরই প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৮। এছাড়াও মেধা তালিকায় নবম স্থানে রয়েছে বেলদা গঙ্গাধর একাডেমির ছাত্র অঙ্কুশ জানা। তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৭। পাশের হারে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা রয়েছে চতুর্থ স্থানে। পাশের হার ৯০.৫২ শতাংশ।

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে যা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

দখলগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি
[আইন-8(1)]

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক (রিস্টহোয়াইল, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লি.এল&টি ফাইনান্স লি.-এর সঙ্গে একত্রিত হয়েছে অ্যামালগামেশন স্কীমের অধীনে যেভাবে অন্তর্ভূক্তিকরণ অনুমোদিত এনসিএলটি মুম্বাই দ্বারা সেইসঙ্গে এনসিএলটি কলকাতা, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লিমিটেড একত্রিত হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড ('এলটিএফ') যা হয়েছে 12ই এপ্রিল, 2021) সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্স অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সোসাইটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 অনুসারে, এবং উক্ত আইনের ধারা 13(12) প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যাতে উক্ত আইন পড়া হয় [আইন 3] সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) আইন, 2002 অনুসারে যা ইস্যু হয়েছে ডিমান্ড নোটিশে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্সদের আহ্বান জানিয়ে যাতে পুন:প্রদান করা হয় ডিমান্ড নোটিশে উল্লেখিত অ্যামাউন্ট উক্ত নোটিশ প্রকাশিত হওয়ার 60 দিনের মধ্যে এবং পরবর্তী সুদ এব অন্যান্য চার্জেস ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন তারিখ পর্যন্ত। ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স অ্যামাউন্ট পুন:প্রদানে ব্যর্থ হলে, এতৎদ্বারা নোটিশ জারি করা হবে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে যে নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন উক্ত আইনের ধারা 13-এর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যা আইন 8-এর এই নোটিশের রুলস অনুসারে পড়া হয়।

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহণকারী / রা এবং সহ-ঋণগ্রহণকারী / রা এবং গ্যারেন্টারের নাম	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	ডিমান্ড নোটিশ: তারিখ	ডিমান্ড নোটিশ: বকেয়া অ্যাকাউন্ট (₹)	তারিখ এবং পজেশনের গ্রহণের ধরণ
H172990907 21031319 / KOLHL2000 0100	1) মেসার্স নিধি মুনিম ইণ্ডিয়া (ইহার মালিক নিধি যশ মুনিম মাধ্যমে) – ঋণগ্রহীতা এবং 2) নিধি যশ মুনিম, সহ-ঋণগ্রহীতা 3) পরেশ রজনীকান্ত কাম্পানি – সহ-ঋণগ্রহীতা	**অনুসূচি-I** ফ্ল্যাটে 1/3য় অবিভক্ত ভাগীদারির সঙ্গে একত্রে কম-বেশী 3 কাঠা 1 ছটাক এবং 40 বর্গফুট পরিমাপের জমির প্লটের ওপর সেখানে নির্মিত থানা ভবানীপুর, কেএমসি ওয়ার্ড নং 72, কোলকাতা 700020, জেলা দক্ষিণ 24 পরগণা অধীনে, মিউনিসিপ্যাল পরিসর নং 51, পদ্মপুকুর রোডে, গ্রাউণ্ড ফ্লোরে 45 বর্গফুট আচ্ছাদিত গ্যারাজের সঙ্গে একত্রে সেকেণ্ড ফ্লোরে প্রায় 1527 বর্গফুট (সুপার বিল্ড আপ আয়তন) পরিমাপের ফ্ল্যাট এবং এরূপে সীমানাবদ্ধ : নিম্নরূপে সীমানাবদ্ধ – পূর্ব – পরিসর নং 50, পদ্মপুকুর রোড। পশ্চিম – পরিসর নং 52এ, পদ্মপুকুর রোড। উত্তর – পদ্মপুকুর রোড; দক্ষিণ – কমন লেন।	20.02.2024	20/02/2024 তারিখের হিসাবে টাঃ1,26,90,769.06/- (টাকা এক কোটি ছাব্বিশ লাখ নব্বুই হাজার সাতশো উনসত্তর এবং ছয় পয়সা)	বাস্তবিক দখল 29.04.2025

বিশেষ করে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তির কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনও রকম লেনদেনের জন্য এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্বারা উক্ত ডিমান্ড নোটিশে ঘোষিত অ্যামাউন্ট ধার্য করা হবে একত্রে সেই সঙ্গে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন পর্যন্ত ধার্য করা হবে।

স্বাক্ষরিত
তারিখ: 03.05.2025 **অনুমোদিত আধিকারিক**
স্থান: কলকাতা এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল
কলকাতা - ৭০০ ০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এ বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **বাস্তবিক দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, উস্থি শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে **১৯.০৫.২০২৫** তারিখে বিক্রি করা হবে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, উস্থি শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর বকেয়া **৬০,৯০,৫৫৯.০০ টাকা** (ষাট লক্ষ নব্বই হাজার পাঁচশো উনষাট টাকা মাত্র) **১৮.০৮.২০২৩** অনুযায়ী, সেইসঙ্গে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং তার উপর খরচ পুনরুদ্ধারের জন্য **মেসার্স কুট্টি ড্রাগ সেন্টার (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী- শ্রীমতী মধুমিতা দত্ত,** গ্রাম - তালডাঙ্গা, পোস্ট - উস্থি, থানা - ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩ ৩৭৫, **এছাড়াও :** ফ্ল্যাট নং ২এ, 'শান্তিনিকেতন', প্রেমিসেস নং ৫৬, ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে, ওয়ার্ড নং ১২৭, থানা -ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৭০০ ০৬১ -এর থেকে।

ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**মেসার্স কুট্টি ড্রাগ সেন্টার (ঋণগ্রহীতা)** **স্বত্বাধিকারী- শ্রীমতী মধুমিতা দত্ত** গ্রাম - তালডাঙ্গা, পোস্ট - উস্থি, থানা - ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩ ৩৭৫। **এছাড়াও এখানে-** ফ্ল্যাট নং ২এ, 'শান্তিনিকেতন', প্রেমিসেস নং ৫৬, ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে, ওয়ার্ড নং ১২৭, থানা -ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৭০০ ০৬১ **২. শ্রী মানস দত্ত (মেসার্স কুট্টি ড্রাগ সেন্টারের এ/সি এর জামিনদার)** গ্রাম - তালডাঙ্গা, পোস্ট - উস্থি, থানা - ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩ ৩৭৫। **এছাড়াও এখানে:** ফ্ল্যাট নং ২এ, 'শান্তিনিকেতন', প্রেমিসেস নং ৫৬, ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে, ওয়ার্ড নং ১২৭, থানা -ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৭০০ ০৬১ **৩. শ্রী গৌতম দত্ত, (মেসার্স কুট্টি ড্রাগ সেন্টারের এ/সি এর জামিনদার)** গ্রাম - তালডাঙ্গা, পোস্ট - উস্থি, থানা - ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩ ৩৭৫। **এছাড়াও এখানে:** ফ্ল্যাট নং ২এ, 'শান্তিনিকেতন', প্রেমিসেস নং ৫৬, ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে, ওয়ার্ড নং ১২৭, থানা -ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৭০০ ০৬১ **৪. শ্রীমতী মধুমিতা দত্ত (মেসার্স কুট্টি ড্রাগ সেন্টারের এ/সি এর স্বত্বাধিকারী ও জামিনদার) (শ্রীমতী মধুমিতা দত্তের এইচবিএল এ/সি এর ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা),** স্বামী-শ্রী মানস দত্ত গ্রাম - উত্তর দেওয়ারক, পূর্ব পাড়া, পোস্ট - কুলেশ্বর, থানা- ডায়মন্ড হারবার, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩৭৫। **এছাড়াও এখানে-** ফ্ল্যাট নং ২এ, 'শান্তিনিকেতন', প্রেমিসেস নং ৫৬, ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে, ওয়ার্ড নং ১২৭, থানা -ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৭০০ ০৬১ **খ) উস্থি শাখা**	উত্তর-পূর্ব কোণ, দ্বিতীয় ফ্লোরে ৭০১ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের আবাসিক ফ্ল্যাট নং ২এ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা ০৬ (ছয়) কাঠা ০২ (দুইছটাক ০৭ (সাত) বর্গফুট পরিমাপের বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের জমিতে নির্মিত, যার মধ্যে ০২ (দুই)টি শয়নকক্ষ, ০১ (এক)টি ডাইনিং/ড্রয়িং-কাম রান্নাঘর, ০১ (এক)টি বাথরুম এবং প্রিভি, ০১ (এক)টি টয়লেট এবং ০১ (এক)টি বারান্দা এবং কমবেশি ১২০ বর্গফুট পরিমাপের সিমেন্টের মেঝের ঢাকা গাড়ি পার্কিং স্থান এবং সমস্ত জিনিসপত্র এবং সরঞ্জামাদি। সরসুনা মৌজায় অবস্থিত, জে.এল. নং ১৭, আরএস নং ৪৮৬, দাগ নং ১২৫৩ এবং ১২৫৫, খতিয়ান নং ১১৭৮, প্রেমিসেস নং ৫৬, ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের অধীনে, ১২৭ নং ওয়ার্ড, থানা - ঠাকুরপুকুর, বর্তমানে সরসুনা, কলকাতা - ৭০০ ০৬১, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বই- ১, ভলিউম নং ১৯০১-২০১৮, পৃষ্ঠা ২২০৮৭৮ থেকে ২২০৯২৭ পর্যন্ত বিয়িং নং ১৯১০৫৩২১ সাল- ২০১৮, এ.আর.এ - ১, কলকাতার অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অফ অ্যাসুরেন্স অফিসে নিবন্ধিত, **সম্পত্তিটি শ্রীমতী মধুমিতা দত্ত,** স্বামী-শ্রী মানস দত্তের **নামে আছে। সম্পত্তিটি নিম্নরূপে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- ১৬ ফুট প্রশস্ত কেএমসি রোড দ্বারা, দক্ষিণে- প্রেমিসেস নং ৯ ব্যানার্জি পাড়া রোড দ্বারা, পূর্বে- ১৬ ফুট প্রশস্ত কেএমসি রোড দ্বারা, পশ্চিমে- প্রেমিসেস নং ৭৩/১, ব্যানার্জি পাড়া রোড দ্বারা।	**৬০,৯০,৫৫৯.০০ টাকা** (ষাট লক্ষ নব্বই হাজার পাঁচশো উনষাট টাকা মাত্র) **১৮.০৮.২০২৩** অনুযায়ী, সেইসঙ্গে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং তার উপর খরচ	**ক) ২১,০৯,০০০.০০ টাকা (*)** (একুশ লক্ষ নয় হাজার টাকা মাত্র) **খ) ২,১০,৯০০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ দশ হাজার নয়শত টাকা মাত্র) পোর্টালে ই-অকশনের তারিখ ও সময়ে বা তার আগে জমা দিতে হবে। **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB50450407500** **ঙ) অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম জ্ঞান এবং পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে উপরে বর্ণিত সম্পত্তিতে কোনও দায়বদ্ধতা নেই।** **চ) বাস্তবিক দখল**

যোগাযোগের বিশদ : ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

পরিদর্শনের তারিখ : ৩০.০৪.২০২৫ থেকে ১৮.০৫.২০২৫; সময় : সকাল ১০.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ১৯.০৫.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন। সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, **অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ২৮.০৪.২০২৫ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : কলকাতা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

SBI

রিটেল অ্যাসেটস সেন্ট্রাল প্রসেসিং সেন্টার
বেহালা, জীবন তারা বিল্ডিং, ৪র্থ তল
২৩এ/৪৪এক্স, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৩

ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : সুশান্ত বিবহার, ই-মেল আইডি : sbi.17899@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১২৫৮৭

পরিশিষ্ট - II-A [দ্রষ্টব্য রুল ৬(২)]
অস্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২) সংস্থান অধীনে অস্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৮.০৫.২০২৫
সময় : ৩০০ মিনিট সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে নিচে বর্ণিত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ অস্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** ০৮.০৫.২০২৫ তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে'** এবং **'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** বিক্রি করা হবে **৯,২৬,৭২৩ টাকা** জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী সৌমেন নস্কর**-এর কাছ থেকে। সংরক্ষিত মূল্য **১,২৩,০০০ টাকা** এবং বায়না জমা **১২,৩০০ টাকা।**

(জ্ঞাত দখলদারি, যদি কিছু থাকে, সহ অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

রিনাল্ট লজি ডিসিআই আরএস্কই, রেজিস্ট্রেশন নং : **WB06S3940**, চেসিস নং **MEEJSRBW4J3001296**, ইঞ্জিন নং **K9KF830E059486**, নির্মাণ বর্ষ : ২০২০।

* আরটিও-তে ভেহিকেলের মালিকানা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে, ব্যাঙ্ক অথবা সংশ্লিষ্ট আধিকারিক দায়ী থাকবে না
* বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত লিংক, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট https://www.bankeauctions.com দেখুন

তারিখ : ০৩.০৫.২০২৫ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : আরএসিপিসি বেহালা এসবিআই, আরএসিপিসি বেহালা

ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI
Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস, ৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ,
বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর জেলা - বর্ধমান,
পিন - ৭১৩২১২, ইমেল : zo.bardhaman@bankofindia.com

দায়বদ্ধ স্বর্ণারত্ন/অলংকার/মুদ্রা সাধারণ নিলামে বিক্রির নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, নিম্নোক্ত স্বর্ণ ঋণগ্রহীতাগণ, তাদের আইনি উত্তরাধিকারীগণ, ব্যক্তিগণ স্বর্ণালংকার ব্যবসায়ে যুক্ত/গহনা/মুদ্রা এবং সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে ব্যাঙ্ক কর্তৃক একাধিকবার নোটিশ/এবং লিখিত তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায় দেননি।

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ তাদের স্বর্ণ ঋণ অ্যাকাউন্টে (সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত যাবতীয় সুদ, শুল্ক চার্জ এবং ব্যয় সহ) **২৯.০৫.২০২৫ তারিখের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া আদায় দিতে ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্কের শাখা প্রেমিসেসে দায়বদ্ধ স্বর্ণালংকার/রত্ন/মুদ্রা সমুদয় সাধারণ নিলামে ৩০.০৫.২০২৫ তারিখে সকাল ১০টা থেকে** বিক্রয়ের ব্যবস্থা করবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উক্ত ঋণগ্রহীতাগণের অসুবিধা বা ক্ষতির বিষয়ে ব্যাঙ্ক কোনও দায় বহন করবে না এবং কোনও অভিযোগ বা প্রতিনিধিত্ব ঋণগ্রহীতাদের তরফে গ্রাহ্য হবে না। **যে সকল আগ্রহী ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নিলামে অংশ নিতে উৎসুক তাদের ৫০০০ টাকা (পাঁচ হাজার টাকা) ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের নিকট উক্ত তারিখ/সময়ের পূর্বে** দাখিল করতে হবে বায়না জমা হিসেবে। যে সকল ব্যক্তি চূড়ান্ত ডাকে অংশ নেবেন তাদের পরবর্তী কাজের দিন ব্যাঙ্কের নিকট সম্পূর্ণ মূল্য দাখিল করতে হবে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্কের নিকট দাখিল করা বায়না জমা বাজেয়াপ্ত হবে। ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট ডাকমূল্য অপর্যাপ্ত বা নিম্ন বিবেচনায় নিলাম বাতিল করার রাখে ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই। উক্ত নিলামের সূচি, তারিখ, সময় বা স্থান পরিবর্তনের বা বাতিলের অধিকার রাখে ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই।

অ্যাকাউন্ট নং এবং শাখা	ঋণগ্রহীতার নাম	ঠিকানা	সোনার মোট ওজন
৪২০০৭৭৬১০০০০৭৮২ এবং আসানসোল শাখা	অনিল বাল্মিকী	পিতা পালী বাল্মিকী, ছাইগাদা রোড, ডিপো পাড়া, আসানসোল - ৭১৩৩০৩	১৫.৪৫০ গ্রাম
৪২৬০৭৭৬১০০০০৭২০ এবং বাঁকুড়া শাখা	অপর্না তেওয়ারি	ওল্ড রথতলা, পাঠকপাড়া বাঁকুড়া	৩৮.৬১০ গ্রাম

তারিখ : ০২.০৫.২০২৫ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : দুর্গাপুর ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II, কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন : ০৩৩-২২৮৮০১৯৯/০২০০, ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৮৮০২৩৩, ইমেল : sbi.18192@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) (রুল ৮(১))

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৬.০৮.২০২৪** তারিখে **ঋণগ্রহীতা মেসার্স ডি জে অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোজেক্ট প্রা লি** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৮০,৬৭,৯৫,৫০৫.০০ টাকা (আশি কোটি সাতষট্টি লাখ পঁচানব্বই হাজার পাঁচশ পাঁচ টাকা) ২৯.০৭.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিস ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা / জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২৮ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া নিকট বকেয়া **৮০,৬৭,৯৫,৫০৫.০০ টাকা (আশি কোটি সাতষট্টি লাখ পঁচানব্বই হাজার পাঁচশ পাঁচ টাকা) ২৯.০৭.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তি নং ১ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন অবস্থিত দাগ নং ৪৬- কে পি পাট্টা নং ১, রাজস্ব গ্রাম সাতগাঁও, মৌজা : বরবংসোর, জেলা : কামরূপ, অসম, দলিল নং ০৪-২০১৬ সালের, সম্পত্তি ডি জে অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোজেক্ট প্রাইভেট লিমিটেডের নামে। মোট জমির এরিয়া পরিমাণ ৪ বিঘা ২ কাঠা ১০ লেচাস। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : জমি দাগ নং ৪৬, দক্ষিণে : দাগ নং ৮, পূর্বে : সড়ক, পশ্চিমে : দাগ নং ৬১য

সম্পত্তি নং ২ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন অবস্থিত দাগ নং ১২১, কে পি পাট্টা নং ৫-রাজস্ব গ্রমা সতগাঁও এফ সি গ্র্যান্ট, মৌজা : বার বাংশার, জেলা : কামরূপ, অসম, দলিল নং ১৩৮৭-২০১৮ সালের সম্পত্তি ডি জে অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোজেক্ট প্রাইভেট লিমিটেডের নামে। মোট জমির এরিয়া পরিমাণ : ১ বিঘা ২ কাঠা ৪ লেচাস। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : জমি দাগ নং ৭১, দক্ষিণে : ২৫ ফুট রোড/দাগ নং ১২০, পূর্বে : পিডব্লুডি রোড, পশ্চিমে : দাগ নং ৬৮।

সম্পত্তি নং ৩ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন অবস্থিত দাগ নং ১২০, কে পি পাট্টা নং ৪, রাজস্ব গ্রাম সতগাঁও এফ সি গ্র্যান্ট, মৌজা : বার বাংশার, জেলা : কাম রূপ, অসম, দলিল নং ১৩৮৬-২০১৮ সালে সম্পত্তি ডি জে অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোজেক্ট প্রাইভেট লিমিটেডের নামে। মোট জমির এরিয়া পরিমাণ : ৩ কাঠা ৪ লেচেস। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : জমি দাগ নং ১২১,দক্ষিণে: দাগ নং ৪৭। পূর্বে : পিডব্লুডি রোড, পশ্চিমে : দাগ নং ৬৯।

তারিখ - ২৮.০৪.২০২৫ অনুমোদিত অফিসার,
স্থান - গুয়াহাটি স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএএমবি ২, কলকাতা

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II, কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন : ০৩৩-২২৮৮০১৯৯/০২০০, ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৮৮০২৩৩, ইমেল : sbi.18192@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) (রুল ৮(১))

যেহেতু,
স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী২০০২ সালের সারফেসি আইনের অধীনে অসম গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক এর যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে জানাইতেছে।

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II, কলকাতা অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৬.০৮.২০২৪** তারিখে **ঋণগ্রহীতা ডি জে অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোজেক্ট প্রা লি** রেজিস্টার্ড অফিস ১, ল্যাম্ব রোড, ২য় তল, পূর্বশ্রী বিল্ডিং, আসাম টেক্সটাইল ইন্সটিটিউটের বিপরীতে, আমবারি, গুয়াহাটি, অসাম পিন - ৭৮১০০১ এবং ব্যক্তিগত জামিনদাতা **শ্রী দীপজ্যোতি মাহান্ত, শ্রীমতী মিলি মাহান্ত, শ্রী গুণেশ্বর দত্ত** কর্পোরেট জামিনদাতা **মাহান্ত গ্রুপ হোল্ডিং প্রাইভেট লিমিটেড** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৮০,৬৭,৯৫,৫০৫.০০ টাকা (আশি কোটি সাতষট্টি লাখ পঁচানব্বই হাজার পাঁচশ পাঁচ টাকা) ২৯.০৭.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিস ইস্যু করেছেন।

অনুরূপভাবে, আসাম গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক, অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার, রিজিওনাল অফিস গুয়াহাটি-৭৮১০০৩ অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ এর ৩) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ০৯.০৯.২০২৪ তারিখে **ঋণগ্রহীতা ডি জে অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোজেক্ট প্রা লি** রেজিস্টার্ড অফিস ১, ল্যাম্ব রোড, ২য় তল, পূর্বশ্রী বিল্ডিং, অসাম টেক্সটাইল ইন্সটিটিউটের বিপরীতে, আমবারি, গুয়াহাটি, অসাম পিন - ৭৮১০০১ এবং ব্যক্তিগত জামিনদাতা **শ্রী দীপজ্যোতি মাহান্ত, শ্রীমতী মিলি মাহান্ত, শ্রী গুণেশ্বর দত্ত** কর্পোরেট জামিনদাতা **মাহান্ত গ্রুপ হোল্ডিং প্রাইভেট লিমিটেড** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১৫,১৬,৪১,৪১৪.০০ টাকা (পনের কোটি ষোলো লাখ একচল্লিশ হাজার চারশ চোদ্দ টাকা) ০৬.০৯.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ বার্ষিক ৯.২৫ শতাংশ হারে এবং অন্যান্য চার্জ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিস ইস্যু করেছেন।

সুতরাং, উক্ত দুটি নোটিশ অনুযায়ী মোট দাবি **৯৫,৮৪,৩৬,৯১৯.০০ টাকা (পঁচানব্বই কোটি চুরাশি লাখ ছত্রিশ হাজার নশো উনিশ টাকা)** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয় এবং অন্যান্য ব্যয় সহ উক্ত নোটিশ অনুযায়ী।

ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণ ৯৫,৮৪,৩৬,৯১৯.০০ টাকা (পঁচানব্বই কোটি চুরাশি লাখ ছত্রিশ হাজার নশো উনিশ টাকা) (মোট পরিমাণ দুটি ব্যাঙ্ক) পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয় এবং অন্যান্য ব্যয় সহ ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এবং আসাম গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২৮ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এবং আসাম গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া **৯৫,৮৪,৩৬,৯১৯.০০ টাকা (পঁচানব্বই কোটি চুরাশি লাখ ছত্রিশ হাজার নশো উনিশ টাকা)** উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট তারিখ মোতাবেক ১৩(২) অধীনে নোটিশ অনুযায়ী চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ সহ।

ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তি নং ১ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন অবস্থিত দাগ নং ৮, কেপি পাট্টা নং ১। রাজস্ব গ্রাম সতগাঁও, মৌজা : বড়বংসোর, জেলা : কামরূপ, অসম, দলিল নং ২৪৮৬-২০১৫ সালের। সম্পত্তি ডি জে অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোজেক্ট প্রাইভেট লিমিটেডের নামে। মোট জমির এরিয়া পরিমাণ : ৯ বিঘা। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : বৈকুণ্ঠ নাথ দেব শর্মার জমি, দক্ষিণে : পিডব্লুডি রোড, পূর্বে : প্রফুল্ল দাসের জমি, পশ্চিমে : বৈকুণ্ঠ নাথ দেব শর্মা।

সম্পত্তি নং ২ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন অবস্থিত দাগ নং ৮-কেপি পাট্টা নং ১, রাজস্ব গ্রান সতগাঁও, মৌজা : বরবংসর, জেলা : কামরূপ, অসম, দলিল নং ২৪৮৭-২০১৫ সালের সম্পত্তি ডি জে অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোজেক্ট প্রাইভেট লিমিটেড নামে। মোট জমির এরিয়া পরিমাণ ৯ বিঘা। **চৌহদ্দি** উত্তরে : বৈকুণ্ঠ নাথ দেব শর্মার জমি, দক্ষিণে : পিডব্লুডি রোড, পূর্বে : বৈকুণ্ঠ নাথ দেব শর্মার জমি, পশ্চিমে : শ্রীমতি জুনা দাসের জমি।

সম্পত্তি নং ৩ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন অবস্থিত দাগ নং ৮, কেপি পাট্টা নং ১ রাজস্ব গ্রাম সতগাঁও, মৌজা বরবংসোর, জেলা : কামরূপ, অসম, দলিল নং ১-২০১৬ ,সালের, সম্পত্তি ডি জে অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোজেক্ট প্রাইভেট লিমিটেডের নামে। মোট জমির এরিয়া পরিমাণ ৭ বিঘা। **চৌহদ্দি :** উত্তরে দাগ নং ৬১, দক্ষিণে : দাগ নং ৯৫(সড়ক), পূর্বে : দাগ নং ৮, পশ্চিমে : দাগ নং ৮।

সম্পত্তি নং ৪ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন অবস্থিত দাগ নং ৮, কেপি পাট্টা নং ১, রাজস্ব গ্রাম সতগাঁও, মৌজা বরবংসোর, জেলা : কামরূপ, অসম, দলিল নং ২-২০১৬ সালের, সম্পত্তি ডি জে অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোজেক্ট প্রাইভেট লিমিটেডের নামে। মোট জমির এরিয়া পরিমাণ : ৭ বিঘা। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : দাগ নং ৬১, দক্ষিণে : দাগ নং ৯৫ (রোড), পূর্বে : দাগ নং ৮, পশ্চিমে : দাগ নং ৮।

সম্পত্তি নং ৫: সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন অবস্থিত দাগ নং ৮, কে পি পাট্টা নং ১, রাজস্ব গ্রাম সতগাঁও, মৌজা বরবংসোর, জেলা : কামরূপ, অসম, দলিল নং ০৩-২০১৬ সালের, সম্পত্তি ডি জে অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোজেক্ট প্রাইভেট লিমিটেড এর নামে। মোট জমির পরিমাণ ৭ বিঘা। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : দাগ নং ৪০, এবং ৩৭, দক্ষিণে : দাগ নং ৮, পূর্বে : দাগ নং ৪১ এবং ১১৪, পশ্চিমে : দাগ নং ৪০, ১১৩।

তারিখ - ২৮.০৪.২০২৫ অনুমোদিত অফিসার,
স্থান - গুয়াহাটি স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএএমবি ২, কলকাতা

বিতর্কিত রান আউটে ক্ষুব্ধ শুভমন

নিজস্ব প্রতিনিধি: হারলেই বাদ পড়বে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। নিজেদের অস্তিত্বের রক্ষার ম্যাচে প্রথম ইনিংসের ভালো কিছুর আভাস দিতে পারেনি প্যাট কামিন্সের দল। প্রতিপক্ষ গুজরাট টাইগানসের দুই ব্যাটারদের মার খেয়েছে হায়দরাবাদের বোলাররা। শুভমন গিল আর জস বাটলারের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে হায়দরাবাদের সামনে ৬ উইকেটে ২২৪ রানের বিশাল স্কোর দাঁড় করিয়েছে গুজরাট। অর্থাৎ টুর্নামেন্টে টিকে থাকতে হলে হায়দরাবাদকে করতে হবে ২২৫ রান। ওপেনিংয়ে সাই সুদর্শন ৪৮ করেন। ৩৮ বলে ৭৬ রানের (১০ চার ২ ছক্কা) অসাধারণ এক ইনিংস খেলে অপ্রত্যাশিত রানআউটের শিকার হন শুভমন।গুজরাটের মাঝের ওভারগুলোতে ঝড় তোলেন জস বাটলার। ৩৭ বলে ৬৪ রানের (৩ চার ৪ ছক্কা) মারকুটে ইনিংস খেলে সাজঘরে ফেরেন তিনি।

এআইএফএফের বর্ষসেরাতেও জোড়া পুরস্কার বাগানের, তিন পুরস্কার জিতল আইএফএও

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইএসএলে জোড়া ট্রফি জয়ের পর জোড়া পুরস্কার। এআইএফএফের বর্ষসেরা ফুটবলারের তালিকায় সবুজ মেরুনের জয়জয়কার। মোহনবাগানের অধিনায়ক এবং ভারতীয় দলের ডিফেন্ডার শুভাশিস বোস পেয়েছেন বর্ষসেরা পুরুষ ফুটবলারের সম্মান। বিশাল কাইথ পেলেন এআইএফএফের বর্ষসেরা পুরুষ গোলরক্ষকের সম্মান। এ'বছরের ভারতীয় ফুটবলের ঘরোয়া মরশুম শেষ হতে বাকি আর মাত্র একটা দিন। আজ সুপার কাপের ফাইনাল। তার এক দিন আগেই বর্ষসেরার পুরস্কার ঘোষণা করে দিল সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থা। শুভাশিস ও বিশালের পাশাপাশি বর্ষসেরা উঠতি প্রতিভা (পুরুষ) পুরস্কার পেয়েছেন এফসি গোয়ার ব্রাইসন ফার্নান্ডেজ। বর্ষসেরা কোচের (পুরুষ) পুরস্কার পেয়েছেন আইএসএলের এক মাত্র সফল ভারতীয় কোচ খালিদ জামিল। ইস্টবেঙ্গলও পেয়েছে পুরস্কার। বর্ষসেরা মহিলা ফুটবলারের পুরস্কার জিতেছেন ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলার সৌম্যা গুগুলথ। বর্ষসেরা ভারতীয় রেফারি ও সহকারী রেফারি (পুরুষ) পুরস্কার জিতেছেন ভেঙ্কটেশ আর এবং ভাইরামুথু পি। সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থা এ আই এফ এফের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে রাজ্য ফুটবল সংস্থা আইএফএ তিনটি বিভাগে সেরার পুরস্কার পেয়েছে। ক্লাব কম্পিটিশন, ন্যাশনাল ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ এবং জাতীয় স্তরে সবচেয়ে বেশি সর্ব ভারতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় সংগঠনের জন্য পুরস্কৃত হল আইএফএ। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দোপাধ্যায় ও সচিব অনির্বাণ দত্ত।

নির্বাচনের আবহে বাগানে হাজির প্রসূন

নিজস্ব প্রতিনিধি: মোহনবাগানে নির্বাচন দামামা বেজে গেছে। বাগানের লনও সরগরম সদস্য-কর্তাদের ভিড়ে। এবারের নির্বাচনে সচিব দেবাশিস দত্তকে কড়া চ্যালেঞ্জ জানাতে চলেছেন সৃঞ্জয় বোস। শুক্রবার ক্লাবে এসেছিলেন জাতীয় দলের প্রাক্তন ফুটবলার ও সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরই সঙ্গে সময় কাটালেন বাগানের প্রবীণ সদস্য মিন্টু বাগ।

অল ইন্ডিয়া শ্রী সিমেন্ট ব্রিজ কর্পোরেটস চ্যাম্পিয়নশিপের উদ্বোধনে বিশ্ব বাংলা কনভোকেশন সেন্টারে সংবর্ধিত করছেন প্রধান অতিথি এইচএম বাঙুর ও কবিতা সিংঘানিয়া। ছিলেন বিওএ সভাপতি চন্দন রায়চৌধুরী।

কন্যাশ্রী কাপে বড় জয় সাদার্ন সমিতির

কন্যাশ্রী কাপের ম্যাচে জয়ের পর উচ্ছ্বাস সাদার্ন সমিতির মেয়েদের। সঙ্গে ছিলেন সাদার্ন সমিতির চেয়ারপার্সন জিনিয়া রায়চৌধুরী।

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবারে কন্যাশ্রী কাপ জেতার ব্যাপারে আশাবাদী সাদার্ন সমিতির চেয়ারপার্সন জিনিয়া রায়চৌধুরী। তারই প্রতিফলন দেখা গেল মাঠে।কন্যাশ্রী কাপে ড্র দিয়ে অভিযান শুরু করলেও, দ্বিতীয় ম্যাচেই বড় জয় পেল সাদার্ন সমিতি। সুরুচি সংঙ্ঘকে ৪-০ গোলে হারাল সাদার্নের মেয়েরা। এদিন গোল করেন বর্ষা মাঝি, রুবিনা খাতুন (আত্মঘাতি গোল) তুলসী হেমব্রম, পিয়ালী রায়। সাদানর্র পরের ম্যাচ শ্রীভূমি স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

টানা ঝড়বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত দিল্লি-এনসিআর, মৃত ৪

নয়াদিল্লি, ২ মে: বৈশাখেই বিপর্যস্ত রাজধানী দিল্লি এবং রাজধানী সংলগ্ন এলাকা। টানা বৃষ্টি সঙ্গে দোসর ঝোড়ো হাওয়ার জেরে গত ২৪ ঘণ্টায় দুর্যোগের জেরে দিল্লি-এনসিআরে প্রাণ গেল ৪ জনের। ব্যাহত বিমান ও ট্রেন পরিষেবা। জলমগ্ন হয়ে কার্যত বন্ধ বহু রাস্তা।

শুক্রবার ভোর থেকেই রাজধানীতে ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করে। যা পরে কার্যত ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নেয়। ভোরবেলা প্রগতি ময়দান এলাকায় ঝড়ের সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৭৮ কিলোমিটার। অন্যান্য এলাকাতেও ভারী বৃষ্টি হয়। দিল্লির দ্বারকায় ঝোড়ো হাওয়ায় একটি ঘর ভেঙে পড়ে। ঘরের ভিতর ছিলো তিন শিশু এবং এক মহিলা। চার জনেরই মৃত্যু হয়েছে। বৃষ্টির জেরে বহু রাস্তায় জল জমে। ভারী বৃষ্টিতে জল জমে লাজপত নগর, আরকে পুরম এবং দ্বারকায়। যার জেরে বন্ধ হয়ে যায় বাস-অটো। বহু জায়গায় ট্রেনলাইনেও জল জমে। ফলে আংশিকভাবে বন্ধ ট্রেন পরিষেবা।

তবে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছে বিমান পরিষেবা। দিল্লি বিমানবন্দরের ৩ নম্বর টার্মিনালে একটি লোহার কাঠামো ভেঙে পড়ে। বিমানবন্দরের নানা অংশে জল জমে। যার জেরে এদিন ৮০- ১০০টি বিমান দেরিতে চলে। ৪০টি দিল্লিগামী বিমানকে অন্যত্র ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে এমনটা যে হতে পারে, সে পূর্বাভাস আগেই দিয়েছিল আবহাওয়া দপ্তর। দিল্লিতে আগে থেকেই লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছিল। বিমানযাত্রীদেরও আগাম সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। অনুরোধ করা হয়েছিল, বিমান সংস্থাগুলির ওয়েবসাইটে নজর রাখতে।

সাকেতের আর্জি খারিজ, বহাল ৫০ লক্ষ টাকা জরিমানা

নয়াদিল্লি, ২ মে: তৃণমূল সাংসদ সাকেত গোখলের আবেদন খারিজ করে দিল দিল্লি হাইকোর্ট। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী এবং তাঁর স্ত্রী তথা প্রাক্তন কূটনীতিক লক্ষ্মী পুরীর বিরুদ্ধে সমাজমাধ্যমে অবমাননাকর মন্তব্যের অভিযোগে গত বছরের জুলাই মাসে সাকেতের ৫০ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছিল দিল্লি হাইকোর্ট। সেই রায়ই বহাল রাখা হয়েছে।

রায় পুনর্বিবেচনার জন্য সাকেতের আবেদন খারিজ করে দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি পুরুষেন্দ্র কুমার কৌরব তাঁর নির্দেশে জানিয়েছেন, আইন মেনে ১৮০ দিনের মধ্যে রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন জানানোর কথা। কিন্তু সাকেত তা করেননি। তাই আবেদন খারিজ করা হচ্ছে। দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, মানহানির মামলায় দোষী তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সাকেতের প্রতি মাসের বেতনের দুই-তৃতীয়াংশ কেটে নেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের জুন মাসে ধারাবাহিক টুইট বার্তায় গোখলে পুরী দম্পতির সুইজারল্যান্ডে কেনা একটি অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তিনি প্রাক্তন কূটনীতিক লক্ষ্মী এবং তার স্বামী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপের সম্পদের বিষয়ে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তদন্ত চেয়েছিলেন। সঙ্গে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণকেও টুইটগুলিতে ট্যাগ করেছিলেন। পরে দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশে টুইটগুলি মুছে দেন সাকেত। কিন্তু তাতে মানহানি মামলা থেকে রেহাই পাননি তিনি। সাকেতের পাশে দাঁড়াতে তৃণমূলের বাকি ৪০ জন সাংসদ তাঁকে প্রতি মাসে ৪,০০০ করে টাকা দেবেন বলে দলীয় স্তরে সিদ্ধান্ত হয়েছে আগেই।

ভয়াবহ ভূমিকম্প আর্জেন্টিনায়, রিখটার স্কেলে মাত্রা ৭.৫

বুয়োনস এয়ারস, ২ মে: ভয়াবহ ভূমিকম্প আর্জেন্টিনায়। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ৭.৫। সুনামির সতর্কতা জারি করা কয়েক মিনিটের মধ্যেই কেঁপে ওঠে দেশটির দক্ষিণ অংশ। আশঙ্কা রয়েছে সুনামি আছড়ে পড়ারও। এখনও পর্যন্ত সরকারিভাবে কোনও পরিসংখ্যান না জানানো হলেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

জানা গিয়েছে, শুক্রবার স্থানীয় সময় ৯.৫৮ মিনিটে ভূমিকম্প আঘাত হানে। উৎপত্তিস্থল দক্ষিণ আর্জেন্টিনার উশুয়াইয়া থেকে ২১৯ কিলোমিটার দক্ষিণে ড্রেক প্যাসেজ অঞ্চলে মাটির ১০ কিলোমিটার গভীরে। এই ভূমিকম্পের কয়েক মিনিট আগেই জারি করা হয়েছিল সুনামির সতর্কতা। সেই সময় উপকূলবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ইতিমধ্যেই কয়েকটিম ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। সেখানে দেখা গিয়েছে, সুনামির সাইরেন বাজছে। বাসিন্দারা রাস্তায় নেমে এসেছেন। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই কম্পন অনুভূত হয়।

উল্লেখ্য, গত ২৮ মার্চ বিধ্বংসী ভূমিকম্পের কবলে পড়েছিল মায়ানমার। ৭.৭ মাত্রার ভূমিকম্পে কার্যত গুঁড়িয়ে যায় একের পর এক বহুতল, ব্রিজ। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল সেদেশের সাগাইং শহর থেকে ১৬ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে। ভূমিকম্পের ব্যাপক প্রভাব পড়ে মায়ানমারের প্রতিবেশী রাষ্ট্র থাইল্যান্ডেও। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জেরে মায়ানমারে মৃত্যু হয় প্রায় ৩১০০ মানুষের। এই ঘটনার পরই মায়ানমারকে সাহায্য করতে অপারেশন ব্রহ্মা ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কোয়াড গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলোও মায়ানমারকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে।

TENDER NOTICE
NIT NO: WBBIR/SURI-II PS/Enit-2/2025-26 & WBBIR/SURI-II PS/Enit-3/2025-26 Dated 30/04/2025
E-Tender is hereby invited by the Executive Officer, Suri-II PS, Birbhum on behalf of Governor of W.B. from bonafied working contractors for construction of various works under Suri-II Panchayat Samiti. Last date for bid submission is **19.05.2025 & 12.05.2025.**
Details are available on www.wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Officer, Suri-II Panchayat Samiti, Birbhum

QUOTATION
Sealed rate quotation are invited by the Prodhan, Rahamatpur Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Goas, Nadia. **NIT NO-RGP/76/15th FC tied/2025-26,** Last date of application **09.05.2025.** For details please contact to the office.
Sd/- Prodhan, Rahamatpur Gram Panchayat.

Khardah Municipality
Khardah, North 24 Parganas
E-TENDER NOTICE
Tender Notice Number: KDHM/07/PWD/01/25-26 to KDHM/07/PWD/04/25-26 E-Tender ID: 2025 MAD 841494 1 to 2025 MAD 841494 4 Categories of Work: Construction of Jalchatra. CC Road, development work, etc. Last date of Submission on 19.05.2025 upto 15:00 hours. Details of tender notice can be seen at **www.khardahmunicipality.in & http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Nilu Sarkar
Chairman

BONGAON MUNICIPALITY
Balance work of Cement Concrete Road restoration in different wards under AMRUT project within Bongaon Municipality.
Tender reference: WBMAD/AMRUT/NIeT/10/BM/2025-26/PWD, Date: 02.05.2025
Tender ID: 2025_MAD_841352_1, 2025_MAD_841352_2
1. Bid Submission Start date- **02.05.2025 at 06.55 PM.** 2. Prebid meeting date- **14.05.2025 at 02.00 PM.** 3. End date- **19.05.2025 at 10.00 AM.** 4. Bid opening date- **21.05.2025 at 10.00 AM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
Balance work of Bituminous Road restoration in different wards under AMRUT project within Bongaon Municipality.
Tender reference: WBMAD/AMRUT/NIeT/09/BM/2025-26/PWD, Date: 02.05.2025
Tender ID: 2025_MAD_841334_1, 2025_MAD_841334_2
1. Bid Submission Start date- **02.05.2025 at 06.55 PM.** 2. Prebid meeting date- **14.05.2025 at 02.00 PM.** 3. End date-**19.05.2025 at 10.00 AM.** 4. Bid opening date- **21.05.2025 at 10.00 AM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নম্বর ঃ ডিএল_রিওয়াইন্ডিং_এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন_১৪৫, তারিখ ঃ ২৮.০৪.২০২৫। সিনিয়ার ডিএমই/লোকো, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেমে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** ২ (দুই) বছরের জন্য হাওড়া ডিজেল শেডের ৩৯টি ডব্লুএপি৪ ইলেক্ট্রিক লোকোর এবং বর্দ্ধমান ডিজেল শেডের ৫৪টি ডব্লুএজি৫ ও ২৮টি ডব্লুএজি৭ ইলেক্ট্রিক লোকোর অক্সিলিয়ারি মোটরের রিওয়াইন্ডিং। **বিজ্ঞাপিত মূল্যমান ঃ** ৪২,৭৫,৯০১ টাকা। **বায়নামূল্য/বিড সিকিউরিটি ঃ** ৮৬,৫০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৬.০৫.২০২৫ তারিখে দুপুর ৩টায়। **বিড শুরুর তারিখ ঃ** ১২.০৫.২০২৫। **টেন্ডার আপলোডের তারিখ ও সময় ঃ** ২৮.০৪.২০২৫ তারিখে বিকাল ৫.৩৪ মিনিট। **প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** ৬০ দিন। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ২৪ মাস। টেন্ডার পত্রের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে ডাউনলোড করা যাবে। বিডারগণ শুধুমাত্র বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত তাঁদের মূল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল প্রস্তাবের অনুমোদন নেই এবং কোন ম্যানুয়াল প্রস্তাব গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য হবে। (HWH-61/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
সিনিয়ার ডিইএন-২, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন এরূপ টেন্ডারদাতার থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ [**সিনিয়ার ডিইএন/২/হাওড়া**]। **ই-টেন্ডার নং ঃ ১৭_২০২৫-২৬, তারিখ ঃ ৩০.০৪.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/বর্দ্ধমান -এর অধীনে এসএসই/পিওয়ে/বর্দ্ধমান (ডব্লু)-এর পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (বর্দ্ধমান-বলগোনা সেকশন কিমি. ০/০-২৬/০)। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৭৮,০৬,৪২৯.৮৪ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১,৫৬,১০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ (বারো) মাস। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোনো কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/ বন্ধের/ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে পরবর্তী কাজের দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৩.০৫.২০২৫ তারিখে দুপুর ২.০০টা। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-59/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ঃ ০১.০৫.২০২৫। সিনিয়ার ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/III, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্র.নং.-১। টেন্ডার নম্বর ঃ টিএন-০৮-২৫- ২৬। কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বহরমপুর কোর্ট-এর অধিক্ষেত্রে এসএসই/ওয়ার্কস/বহরমপুর কোর্ট-এর অধীনে মুর্শিদাবাদ স্টেশনে ১টি লিফ্‌টের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৩৩,৭৮,৪৪৬.৭১ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ৬৭,৬০০ টাকা। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৬ মাস। **ক্র.নং.-২। টেন্ডার নম্বর ঃ টিএন-০৯-২৫-২৬। কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/রাণাঘাট-এর অধিক্ষেত্রে এসএসই/ওয়ার্কস/রাণাঘাট-এর অধীনে শিয়ালদহ ডিভিসনে কালীনারায়ণপুর-শান্তিপুর সেকশনে ব্রিজ নং ১৩-তে আরসিসি জ্যাকেটিং-এর মাধ্যমে কাঠামো শক্তিশালীকরণ ও অন্যান্য সকল আনুষঙ্গিক কাজ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১,০২,০৯,২৬৪.৩৫ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ২,০১,১০০ টাকা। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **ক্র.নং.-৩। টেন্ডার নম্বর ঃ টিএন-২০-২৫-২৬। কাজের নামঃ** সিনিয়ার ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/III/শিয়ালদহ-এর অধিক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/রাণাঘাট-এর অধীনে সেস মেরামতির কাজ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১,৫২,৮৭,০৫২.৫৯ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ২,২৬,৪০০ টাকা। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৮ মাস। **ক্র.নং.-৪। টেন্ডার নম্বর ঃ টিএন-২১-২৫-২৬। কাজের নামঃ** সিনিয়ার ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/III/শিয়ালদহ-এর অধিক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বহরমপুর কোর্ট-এর অধীনে সেস মেরামতির কাজ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ২,৯১,২২,৫৮৯.৪৬ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ২,৯৫,৬০০ টাকা। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১০ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৬.০৫.২০২৫ বেলা ৩টা (ক্র.নং. ১ থেকে ৪ প্রতিটির জন্য)। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিড জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার বাতিল করা হবে। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় **২৬.০৫.২০২৫-এ দুপুর ৩.৩০ মিনিট** (ক্র.নং. ১ থেকে ৪ প্রতিটির জন্য)। (SDAH-38/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.hmcgov.in
WB-HMC/NIT/ED/02/EE-II/25-26 তারিখ : ৩০.০৪.২০২৫
ই-টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (রোডস), এইচএমসি- হাওড়া পৌর নিগম এলাকা অধীন সিমেন্ট কংক্রিট কাজের দ্বারা বিভিন্ন সড়কের উন্নয়ন কাজের নিমিত্ত প্রখ্যাত, সঙ্গতিপন্ন এবং প্রতিষ্ঠিত এবং সংশ্লিষ্ট একই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং ইই-২ বিভাগীয় ওয়েবসাইট https://wbtenders.gov.in থেকে। (টেন্ডার আইডি : **2025_MAD_840781**)। টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ২০.০৫.২০২৫ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোন আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।
২৪(৩)/২৫-২৬
২.৫.২৫
সেক্রেটারি
হাওড়া পৌর নিগম

NIT No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/09/25-26/2" Call Dated 02.05.2025 .	Construction of Proposed C.C. Road from Sanjit Das's House to Kalpana Sengupta's House at Peyarabagan, Ward No.-31 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 3,17,692.00

Bid Submission end date: **13.05.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/-E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

RAJPUR-SONARPUR MUNICIPALITY
VILL.+P.O.- HARINAVI, P.S.- SONARPUR.
DIST-SOUTH 24 PARAGANAS, WEST BENGAL. Phone no: 2477-9245
SHORT TENDER NOTICE
NIT NO: WBMAD/ULB/RSM/WS/36 & 37/25-26, Dated. 02.05.2025
E-Tender is hereby invited from reliable Govt. contractors for Sinking of Big dia Tube Well (300mmx200mm dia) depth upto 300 meter with UPVC pipe at Jagaddal Byam Samity and Hoichoi Park in ward No. 26 and 34 under Rajpur Sonarpur Municipality. Date of uploading, submission end and technical opening of tender paper are 03 May 2025, 17th May 2025 and 19th May 2025 respectively. For more details please visit website: **http://wbtenders.gov.in.**
(Dr. Pallab Kumar Das)
Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

RAJPUR-SONARPUR MUNICIPALITY
VILL.+P.O.- HARINAVI, P.S.- SONARPUR.
DIST-SOUTH 24 PARAGANAS, WEST BENGAL. Phone no: 2477-9245
SHORT TENDER NOTICE
NIT NO : WBMAD/ULB/RSM/WS/38/25-26, Dated. 02.05.2025
E-Tender is hereby invited from reliable Govt. contractors for Shifting of 100mm dia D.I. water main pipe line at Khandakar Para in ward No. 25 under Rajpur Sonarpur Municipality. Date of uploading, submission end and technical opening of tender paper are **03" May 2025, 10th May 2025 and 13th May 2025** respectively. For more details please visit website: **http:// wbtenders.gov.in.**
(Dr. Pallab Kumar Das)
Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

আদ্রা ডিভিশনে সংকা, ভোজুডিহ, দামোদর ও গড়ধ্রুবেশ্বর স্টেশনে স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট (এসটিবিএ)-এর চুক্তি
নোটিফিকেশন নং ঃ সি-৬৬৯/এসটিবিএ/এডিআরএ/২০২৫/০৩ তারিখ ০২.০৫.২০২৫
যথাক্রমে **ক্রমিক নং. ও স্টেশনের নাম; লোকেশন কোড ঃ (১)** সংকা; এসএনকেআর, **(২)** ভোজুডিহ; বিজেই, **(৩)** দামোদর; ডিএমএ, **(৪)** গড়ধ্রুবেশ্বর; জিআরবি। • **শ্রেণী ঃ** প্রতিটি স্টেশনের জন্য এনএসজি-৬। • **ইউটিএস কাউন্টারের সংখ্যা (সর্বক্ষণ) ঃ** প্রতিটি স্টেশনের জন্য ০১। • **বায়না রাশির মূল্য ঃ** প্রতিটি স্টেশনের জন্য ২,০০০ টাকা। • **সিকিউরিটি ডিপোজিট ঃ** প্রতিটি স্টেশনের জন্য ১০,০০০ টাকা। • **১ লাখ টাকার সেলস্ টার্নওভারের বেশি কমিশনের হার যা আবেদনে উল্লেখ করতে হবে ঃ** প্রতিটি স্টেশনের জন্য ০% - ৪% ।ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, দঃপূঃ রেলওয়ে, আদ্রা, আদ্রা ডিভিশনের অন্তর্গত উপরিলিখিত শ্রেণীর স্টেশনগুলিতে স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট (এসটিবিএ) নিয়োগের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। **নোটিফিকেশন নং. ঃ সি-৬৬৯/এসটিবিএ/ এডিআরএ/২০২৫/০৩, তারিখ ০২.০৫.২০২৫। আবেদনের ধরন ঃ** স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট নিয়োগ। **ভ্যালু ঃ** কমিশনভিত্তিক। **বায়না রাশি ঃ** ২,০০০ টাকা এনএসজি-৬ (প্রতিটি আবেদনের জন্য)। **আবেদনপত্রের মূল্য ঃ** শূন্য। **এসটিবিএ নিয়োগের জন্য লোকেশন ঃ** দঃ পূঃ রেলওয়ে, আদ্রা ডিভিশনের আদ্রা ও খড়গপুরের মধ্যে **সংকা, ভোজুডিহ, দামোদর** এবং **গড়ধ্রুবেশ্বর** স্টেশন। **নিয়ম ও শর্তাবলী সমেত আবেদনপত্র পাওয়া যাবে ঃ ০২.০৫.২০২৫ থেকে ২৩.০৫.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত** কাজের দিনে **সকাল ১০.৩০ মিনিট থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, আদ্রা-র** অফিসে আবেদনপত্র পাওয়া যাবে অথবা **www.ser.indianrailways.gov.in** থেকে ডাউনলোড করা যাবে। **আবেদনপত্র জমার তারিখ ও স্থান ঃ** সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজারের অফিস/আদ্রাতে ২৩.০৫.২০২৫ তারিখে সকাল ১০.৩০ মিনিট থেকে দুপুর ১টার মধ্যে। **টেন্ডার বাক্স খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৩.০৫.২০২৫ তারিখে বিকাল ৪টায় বা তার পরের দিনে, যদি দিনটিতে ছুটি বা বনধ থাকে। **কাজের বিবরণ ঃ** অসংরক্ষিত টিকিট, প্ল্যাটফর্ম টিকিট এবং সিজন টিকিট বিক্রি। **আবেদনকারীর যোগ্যতার শর্তাবলী ঃ** বিশদ তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **www.ser.indianrailways.gov.in**
(PR-110) সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার/আদ্রা
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **ডেপুটি চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/টেলি,** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন টেন্ডারের পরিপ্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। টেন্ডারটি ২২.০৫.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিটে খোলা হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং এরূপ কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নামঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার মেট্রো রেল ভবনের ১২ তম এবং ১৩ তম ফ্লোরে ইন্টিগ্রেটেড নেটওয়ার্কিং ও কমিউনিকেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার, অডিও/ভিডিও স্থাপন সহ ১৫ তম ফ্লোরে অডিটোরিয়াম কাজ সম্পাদন। **টেন্ডার মূল্যঃ** ২,৭৩,৭৪,০৩২.১২টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ২,৮৬,৯০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ০৩ মাস। টেন্ডারটি **https://www.ireps. gov.in** ওয়েবসাইটে দেখা যাবে। টেন্ডারদাতা/বিডদাতাদের অবশ্যই ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং আইআরইপিএস পোর্টালে অবশ্যই রেজিস্টার্ড থাকতে হবে। কেবলমাত্র রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতা/বিডদাতারাই ই-টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ই-টেন্ডারে অংশগ্রহণের সময়ে সকল সংশ্লিষ্ট নথিপত্র অবশ্যই আপলোড করতে হবে।
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এস অ্যান্ড টি/ওয়ার্ক_১৭-২০২৫ তারিখঃ ০২.০৫.২০২৫
আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

JOYNAGAR- MOZILPUR MUNICIPAL OFFICE
P.O. - Joynagar Mozilpur, Pin-743337, South 24 Pgns., West Bengal
E-bids are invited by the Chairman, Jaynagar Majilpur Municipality for the following development work within Jaynagar Majilpur Municipality.

Sl No.	Name of Work	NIT No.
1 to 31	CONSTRUCTION OF CEMENT CONCRETE ROAD IN DIFFERENT WARDS.	WBMAD/ULB/JOYNAGAR-MOZILPUR/01/2025-26 SL1 TO 31

Tender ID: **2025_MAD_840983_1 to 31**
Bid submission starting date: **02/05/2025 at 09:00 AM**
Bid submission closing date: **14/05/2025 at 05:30 PM**
Details may be seen in the website: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
JoynagarMozilpur Municipality

PWD TENDER NOTICE
Tenders from bonafide bidders as per GO are invited by the Executive Engineer, PWD, Berhampore Division No.II.
Off-line Short Sealed Bid No.- 01 of 2025-2026
Tender for the work -(i) Urgent erection of temporary pandal with Hanger and associated frame work with roof cover, dais with ramp, all barricading, including Public Address System and other electrical and IT related works etc as per standard requirement for Public Distribution Programme of Hon'ble Chief Minister, Govt. of West Bengal at Chhabghati High School Ground, Suti, in the district of Murshidabad on 06.05.2025. (ii) Construction of 2 nos temporary Helipad at Samserganj and Suti as per standard specification and dimension for Public Distribution Programme of Hon'ble Chief Minister, Govt. of West Bengal at Chhabghati High School Ground, Suti, in the district of Murshidabad on 06.05.2025. (iii) Construction of another temporary helipad at Barrack Square Berhampore for Public Distribution Programme of Hon'ble Chief Minister, Govt. of West Bengal at Chhabghati High School Ground, Suti, in the district of Murshidabad on 06.05.2025. (iv) Other ancillary civil works at the main venue ground such as ground improvement by levelling, cutting & filling soil fo lowed by rolling, ground improvement and preparation of a vip car parking zone, demolition and construction of certain portion of boundary wall...etc at Chhabghati High School Ground, Suti, in the district of Murshidabad for Public Distribution Programme of Hon'ble Chief Minister, Govt. of West Bengal. (v) Emergent refurbishing / washing & cleaning / rectification work of different VVIP accommodation, at Circuit House, Berhampore such as replacement of shabby or defective sanitary fittings, fresh coat of painting, wall papers, polishing ....etc and other allied works including necessary electrical works & IT works for VVIP's stay at Berhampore Circuit House on the occasion of Public Distribution Programme of Hon'ble Chief Minister, Govt. of West Bengal at Chhabghati High School Ground, Suti, in the district of Murshidabad on 06.05.2025.
Estimate Amount:- As per quoted amount.
The detailed schedule of all items of works will be available in the office of the Executive Engineer, PWD, Berhampore Division-II.
Last date and time for receipt of application for issue of quotation documents on 03.05.2025 up to 01:00 P.M
Last date and time for publication of list of technically eligible participants on 03.05.2025 up to 01:30 P.M
Last date and time of receipt of Quotation in sealed envelope on 03.05.2025 up to 02:30 P.M
Opening of financial bid on 03.05.2025 up to 03:00 P.M
Sd/- Executive Engineer, P.W.D.
Berhampore Division No.II

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
চিত্রাঙ্গদা
আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...
শনিবার • ৩ মে ২০২৫ • পেজ ৮

কৃষ্ণা বনাম রমা বনাম...

অরিন্দম ঘোষ

‘ প্লেন প্লেন প্লেন
প্লেন থেকে নেমে এল সুচিত্রা সেন।’

ওপরে লেখা এই দু’টি লাইন অনেকেই হয়ত শুনে থাকবেন সুচিত্রা সেন সম্পর্কে। সুদূর বাংলাদেশ থেকে বাবার হাত ধরে ভারতবর্ষে চলে আসা, নিজেকে ‘মহানায়িকা’- র আসনে প্রতিষ্ঠিত করার মত ব্যক্তিত্বময়ী নায়িকা সুচিত্রা সেন।

১৯৩১ সালের ৬ এপ্রিল তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার পাবনাতে করুণাময় দাশগুপ্ত ও ইন্দিরা দেবীর কোল আলো করে জন্ম নেন কৃষ্ণা। আর এক নাম রমা দাশগুপ্ত, পাবনা গার্লস হাই স্কুলের নথিপত্র সেকথাই বলে। ছোটোবেলায় তিনি পাটনায় মামার বাড়িতে থাকতেন। বাবার কর্মসূত্রে কখনও যশোর, কখনও শান্তিনিকেতন — এমনই বিভিন্ন স্থানে তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হত। তাঁরা ছিলেন তিন ভাই, পাঁচ বোন — ভাই-বোনদের মধ্যে রমা পঞ্চম।

১৯৪৭ সালে যখন তিনি নবম শ্রেণীতে পাঠরতা, তখন কলকাতায় এসে রমা দাশগুপ্ত হয়ে ওঠেন রমা সেন। কিভাবে? শোনা যাক সেই কাহিনী। কলকাতার বিখ্যাত আদিনাথ সেনের ছেলে দিবানাথের জন্য পাত্রী হিসাবে রমাকেই পছন্দ করেন। কিন্তু রমার বাবা করুণাময় একটু সময় চান। বিয়ে নিয়ে যখন টালবাহানা চলছে, তখন পাত্র দিবানাথ জানিয়ে দেন প্রথমবার রমা দর্শনেই তিনি রমার প্রেমে হাবুডুবু। তাই রমা ছাড়া আর কাউকেই তিনি বিয়ে করবেন না। অবশেষে চার হাত এক হয়। দিবানাথ ছিলেন সংস্কৃতিসম্পন্ন। তিনি চেয়েছিলেন রমার চলচ্চিত্র জগতে অনুপ্রবেশ। সুযোগ বোধহয় প্রতীক্ষাতেই ছিল। বিমল রায় ছিলেন আদিনাথের আত্মীয়। বিমলের বোনকে বিয়ে করেছিলেন আদিনাথ। সেই বোন অকালে মারা গেলেও বিমল ও আদিনাথের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় ছিল। এমনকি আদিনাথের দ্বিতীয় পক্ষের ছেলেমেয়েরা বিমল রায়কে মামা হিসাবেই গণ্য করত। সেই সূত্র ধরেই সুযোগ এল গান গাওয়ার। পার্ক স্ট্রিটের এক স্টুডিওতে গান গাইতে গিয়ে গানের পরিবর্তে এল অভিনয়ের অফার। এইসব কাজে স্বামীর উৎসাহ থাকলেও মুখ ফুটে কিছু বলার মত সাহস তাঁর ছিল না। অনুমতি চাইতে গেলে শ্বশুরমশাই বলেন, ‘তোমার মধ্যে যদি ট্যালেন্ট থাকে, তাকে নষ্ট করার অধিকার আমার নেই বৌমা। অতএব, তোমার যদি ইচ্ছে থাকে আমি বাধা দেবনা।’ পরিচালক সুকুমার দাশগুপ্তর সহকারী নীতীশ রায় রমার নাম দিলেন সুচিত্রা সেন।

সুচিত্রা অভিনীত প্রথম ছবি ‘শেষ কোথায়’ (১৯৫২)। ছবিটি মুক্তি পায়নি। তবে দীর্ঘ ২২ বছর পর ছবিটি ‘শ্রাবণ সন্ধ্যা’ (১৯৭৪) নামে মুক্তি পায়। সুচিত্রা অভিনীত অন্যান্য চলচ্চিত্র গুলির মধ্যে ‘সাড়ে চুয়াত্তর’, ‘কাজরী’, ‘ভগবান শ্রী চৈতন্য’, ‘ঢুলি’, ‘মরণের পরে’, ‘অগ্নি পরীক্ষা’, ‘শাপমোচন’, ‘সাগরিকা’, ‘হারানো সুর’, ‘পথে হল দেরি’, ‘জীবন তৃষ্ণা’, ‘দীপ জ্বেলে যাই’, ‘সপ্তপদী’, ‘সাত পাকে বাঁধা’, ‘উত্তর ফাল্গুনী’, ‘ফরিয়াদ’, ‘দেবী চৌধুরানী’, ‘দত্তা’, ‘প্রণয়পাশা’ ইত্যাদি উল্লখযোগ্য। হিন্দি চলচ্চিত্র জগতেও তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। সুচিত্রা অভিনীত হিন্দি চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে ‘দেবদাস’, ‘মুসাফির’, ‘চম্পাকলি’, ‘আঁধি’ প্রভৃতি দর্শকদের মনে সহজেই আদৃত হয়। ব্যক্তিগত জীবনে নিজের গাওয়া দু’টি গানের রেকর্ড প্রকাশিত হয়। ৭৮ আর পি এম রেকর্ডের এক পিঠে ছিল ‘আমার নতুন গানের নিমন্ত্রণে’, অন্য পিঠে ছিল ‘বনে নয়, আজ মনে বয়।’ গৌরীপ্রসন্ন মজমদারের লিরিক ও রবীন মজুমদারের সুর।

১৯৭৮ সালে ‘প্রণয় পাশা’ মুক্তি পাওয়ার পর একদিন স্টুডিওতে এসে তিনি বললেন, ‘আমি আর কাল থেকে টলি পাড়ায় আসব না।’ সেইদিন থেকে আমৃত্যু এর ব্যতিক্রম হয়নি। সুচিত্রা কেন অন্তরালে চলে গেলেন এর কোনো সদুত্তর কোনোদিনই পাওয়া যাবে না। অনেকের মতে, ‘প্রণয় পাশা’ ফ্লপ হয়ে যাওয়ার পর বাস্তবতাকে তিনি মেনে নিতে পারেননি। বয়স্কা সুচিত্রা দর্শকদের মনে চির অম্লান হয়ে থাকতে চেয়েছিলেন তাঁর যৌবনের লাস্যময়ী ভঙ্গিতে।

এখানে স্মরণীয় যে, উত্তমকুমার মারা যাওয়ার ৫ বছর পর ১৯৮৫ সালে অন্তরালবর্তিনী সুচিত্রাকে নিয়ে সমরেশ বসুর ‘নাটের গুরু’ কাহিনী নিয়ে একটা চলচ্চিত্র বানানোর প্রস্তুতি নেওয়া হয়। তাঁর বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িতে চিত্রনাট্য পড়া শেষ হলে সুচিত্রা সম্মতি জানান। তাঁর বিপরীতে অনেক নায়কের নাম করা হলেও তাঁর পছন্দ হয়না। শেষ পর্যন্ত তাঁর বিপরীতে সঞ্জীব কুমারের নাম প্রস্তাব করেন। এর আগে ‘আঁধি’ ছবিতে দু’জনে একসঙ্গে অভিনয় করেন। সঞ্জীব কুমারের তখন বাইপাস সার্জারি হওয়ার কথা। তাই স্থির হল তিনি সুস্থ হলে ছবির কাজ শুরু হবে। কিন্তু সঞ্জীব কুমার চিরবিদায় নিলে বাস্তবে ছবির রূপায়ণ সম্ভব হয়নি।

অভিনয় জীবনের স্বীকৃতি হিসাবে পুরস্কারের সংখ্যাও তাঁর ঝুলিতে কম নয়। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সাথে জুটি বেঁধে অজয় কর পরিচালিত ‘সাত পাকে বাঁধা’ ছবিতে অভিনয়ের জন্য মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে তিনি সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার লাভ করেন, যা আজ পর্যন্ত কোনো ভারতীয় অভিনেত্রীর কপালে জোটেনি।

মধ্যে অন্যতমা ছিলেন কানন দেবী। নায়িকার রোল থেকে তিনি বিদায়ের পথে। এরপরই রেনুকা রায়, সন্ধ্যা রাণীর দাপটও ক্রমশ নির্বাপিত। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ‘ পাশের বাড়ি’ ছবিতে সাড়া জাগালেও পরবর্তীকালে দর্শকদের চোখের জলে ভিজিয়ে তাঁদের মধ্যে প্লাবন আনতে পারলেন না। আর এই সংকটকালে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন সুচিত্রা সেন — আপামর জনসাধারণের প্রাণে এল নতুন হিল্লোল।

বাংলা চলচ্চিত্র জগতের সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে উত্তম ও সুচিত্রা ছিলেন পরস্পরের পরিপূরক। একসময় সুচিত্রা বলেছিলেন চলচ্চিত্রের পোস্টারে উত্তম-সুচিত্রার পরিবর্তে সুচিত্রা-উত্তম লিখতে হবে। উত্তম আপত্তি জানাননি। তাহলে সঙ্গত প্রশ্ন আসতে পারে, উত্তমকুমার কি সুচিত্রাকে ভালোবাসতেন? এই প্রসঙ্গে এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে উত্তমকুমার বলেছিলেন, ‘হ্যাঁ রমার সঙ্গে চিরকাল আমার একটা ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট তো আছেই।’ আর সুচিত্রা বলেছিলেন, ‘ওঁর ওপর আমি নানা ব্যাপারে নির্ভর করি।’

উত্তম-সুচিত্রা একসঙ্গে ৩০টি ছবিতে অভিনয় করেছেন। ‘সাগরিকা’ ছবির বিজ্ঞাপনে উত্তম - সুচিত্রা জুটি স্বাক্ষরিত বয়ান ছাপা হল, ‘‘প্রণয় - মধুর ভূমিকায় আমাদের যুগল অভিনয়ের পথে ‘সাগরিকা’ স্মরণীয় হয়ে রইল। ‘উত্তম - সুচিত্রা জুটির শেষ ছবি ‘প্রিয় বান্ধবী’ (১৯৭৫)।

এরপর কোনো অজ্ঞাত কারণে দু’জনের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে। তবে ২৪ জুলাই, ১৯৮০ - তে মহানায়কের মৃত্যুর দিন নীরবে উত্তমের বুকের ওপর মাল্যদান করে কিছুক্ষন উদাস নয়নে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে

দাদাসাহেব ফালকে পাওয়া সত্ত্বেও সেই পুরস্কার আনতে যেতে হবে বলে সেই রইলেন। তারপর ছুটে গিয়ে গাড়িতে উঠে পড়লেন।

পুরস্কার তিনি স্ব-ইচ্ছায় প্রত্যাখ্যান করেন। ২০১২ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে বঙ্গবিভুষন সম্মানে ভূষিত করলে তাঁর কন্যা মুনমুন সেই পুরস্কার আনতে যান, সুচিত্রা জীবিত থাকা সত্ত্বেও সেখানে উপস্থিত হননি। আসলে তিনি বোধহয় জানতেন শেক্সপিয়ার সাহেবের সেই অমোঘ উক্তি, ‘Age cannot wither her– custom stale her infinite variety.’

অন্তরালবর্তী সুচিত্রা বিভিন্ন ম্যাগাজিন ও আধ্যাত্মিকতামূলক কাজকর্মে ক্রমশ নিজেকে ব্যস্ত রাখতে শুরু করেন। বইয়ের জগতের সাথে সম্পর্কহীন সুচিত্রার জীবনে নেমে আসতে থাকে একাকীত্বের অভিশাপ।ক্রমশ স্থূলকায়া হতে হতে শরীর হয়ে ওঠে অসুখের মৃগয়াভূমি। শারীরিক বিভিন্ন অসুবিধা নিয়ে বারংবার হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় তাঁকে। শেষের দিকে ছানি পড়া চোখে বই পড়ার অভ্যাসও কমাতে হয়। অবশেষে ফুসফুসে সংক্রমণের জেরে ২০১৩ সালের ২৩ ডিসেম্বর বেলভিউ নার্সিংহোমে ভর্তি হতে বাধ্য হন তিনি। দীর্ঘ শারীরিক টানাপোড়েনের অবসান হয় ২০১৪ সালের ১৭ জানুয়ারি। ম্যাসিভ কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট এই স্বেচ্ছা নির্বাসিতা মহানায়িকাকে নিয়ে গেল অমৃতলোকে।

সুচিত্রা সেনের উত্থান কিভাবে হয়েছিল চলচ্চিত্র জগতে? বাংলা চলচ্চিত্র জগতে যখন রোমান্টিক নায়িকার বড়ই অভাব, সেই সময় ফিল্মি দুনিয়ায় সুচিত্রা সেনের আবির্ভাব। তাঁর আগে টানা দু’দশক ধরে যাঁরা গানে, অভিনয়ে মাতিয়ে গিয়েছেন তাঁদের

এর কয়েক বছর আগেই সুচিত্রার জীবনে ঘটে গিয়েছে ভয়ংকর এক দুর্ঘটনা। দিবানাথ সেন এক গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যান, যদিও একথা সত্যি তার বহুদিন আগে থেকেই সুচিত্রা স্বামী বিচ্ছিন্না ছিলেন।

অনেক বিদগ্ধ জন টলিউডের ‘ম্যাডাম’- কে গ্রেটা গার্বোর সাথে তুলনা করে থাকেন। গ্রেটা লভিসা গুস্তাফসন যখন স্টকহোম ছেড়ে নিউ ইয়র্কে পাড়ি জমান, তখন সেই বছর কুড়ির তরুণী ইংরেজি ভালো করে বলতে পারতেন না। এরপর ক্যালিফোর্নিয়ায় জন্ম হল এক মহানায়িকার — তখন তিনি গ্রেটা গার্বো। বালিগঞ্জ প্লেসের অভিজাত পরিবারের গৃহবধূ রমার জীবনে অভিনয় প্রতিভা, সৌন্দর্য ও দর্শক আনুকূল্যের ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটল। পাবনা থেকে বোলপুর হয়ে কলকাতায় আসা রমা মুহূর্তে হয়ে উঠলেন সুচিত্রা সেন।

গার্বোর মার্কিন বিজয় শুরু ১৯২৬ থেকে। পরপর ৮ টা ছবি সুপারহিট। পারিশ্রমিক এক ধাক্কায় কয়েক গুণ বেড়ে গেল। ‘আনা কৃষ্টি’- তে কথা বলা গার্বোকে প্রথম দেখল দুনিয়া। এরপর ‘মাতাহরি’, ‘গ্র্যান্ড হোটেল’, ‘কুইন ক্রিস্টিনা’....। ১৯৪১ সালে ‘টু ফেসড ওম্যান’ মুখ থুবড়ে পড়ল বক্স অফিসে। শরীরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল সময়ের পদধ্বনি। লাইট - ক্যামেরা - অ্যাকশনের জগৎ থেকে ৩৫ বছরের তরুণী নিজেকে স্বেচ্ছা নির্বাসন দিলেন। আপার ম্যানহাটেনে ৭ ঘরের আপ্যার্টমেন্টে আমৃত্যু স্বেচ্ছাবন্দী করলেন নিজেকে। কেন? এই প্রশ্নের উত্তর আজও রহস্যাবৃত। ১৯৭৮ সালে ‘প্রণয় পাশা’-র পর থেমে গেল টলিউডে মিসেস সেনের দৃপ্ত পদচারণা। ৪৭ বছর বয়সে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেলেন মহানায়িকা। প্রকৃত কারণ মতভেদ দুষ্ট। হয়ত রহস্য আর কুয়াশার মোড়কে ‘মুখোমুখি বসিবার’ জন্য একদণ্ড নিজস্ব সময় তাঁর বড়ই দরকার হয়ে পড়েছিল।

চিরকালই সুচিত্রা ছিলেন ভীষণ ব্যক্তিত্বময়ী।কোনো কাজই তাঁকে দিয়ে জোর করে করানো যেতনা। ইউনিটে এসে কারও সাথে কথা না বলে সরাসরি মেকআপ রুমে ঢুকে যেতেন। ছোট, বড় কেউই তাঁকে ‘ মিসেস সেন বা ‘ম্যাডাম’ ছাড়া অন্য নামে ডাকার সাহস পেতেন না। তবে তিনিও সব বয়সী মানুষকেই ‘আপনি’ বলে সম্বোধন করতেন। কত কত সাংবাদিক ইন্টারভিউ নিতে গিয়ে তাঁর বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের গেটে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এসেছেন। এই সুচিত্রা সেনকে দিয়ে ছবি করানোর প্রস্তাব নিয়ে রাজ কাপুর তাঁর পায়ের কাছে নতজানু হয়ে গোলাপ উপহার দিয়েছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় তাঁর বাড়িতে যান ‘দেবী চৌধুরানী’ (১৯৬১) - তে অভিনয়ের প্রস্তাব নিয়ে। কিন্তু তারিখ নিয়ে সমস্যা দেখা দেওয়ায় ব্যক্তিত্বময়ী সুচিত্রা সেই প্রস্তাব নাকচ করে দেন। পরে অবশ্য দীনেন গুপ্ত পরিচালিত ‘দেবী চৌধুরানী ‘- তে সুচিত্রা দেবী চৌধুরানীর ভূমিকায় অভিনয় করেন।

ব্যক্তিত্বময়ী সুচিত্রাকে কেউ কখনও কিছু বলার সাহস পেতেন না। একবার ‘সাত পাকে বাঁধা’- র শুটিং চলছে। শুটিংয়ের একটা শট খাঁচাবন্দী টিয়া পাখি নিয়ে। শটটা হয়ে যাওয়ার পর টিয়া নিয়ে শটের একটা আইডেন্টিটি থাকলেও তিনি খাঁচাবন্দী পাখিকে মুক্ত আকাশে উড়িয়ে দেন। পরিচালক অজয় কর কৈফিয়ত তলব করলে নির্ভয়ে হেসে জবাব দেন, ‘বড্ড কষ্ট পাচ্ছিল বেচারা... তাই উড়িয়ে দিলাম ... সরি।’ পরে নিউ মার্কেট থেকে আবার আনা হল পাখি।

অভিনয় জীবনের মত সুচিত্রার আধ্যাত্মিক জীবনও অত্যন্ত আকর্ষণীয়। বেলুড় মঠ ও মিশনের দশম অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজের কাছে দীক্ষা নেন তিনি। প্রায়ই তিনি বেলুড় মঠে উপস্থিত হতেন সাধারণের জন্য মঠ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে অথবা খুব ভোরে কখনও মুখ ঢেকে, কখনও কালো কাচের গাড়িতে চেপে। গঙ্গার ধারে একান্তে বসে থাকতেন নির্নিমেষ নয়নে, কখনও স্বামীজির ঘরে, কখনও রামকৃষ্ণের পদতলের সমীপে ধ্যানমগ্ন হয়ে যেতেন। তখন তিনি অন্য জগতের বাসিন্দা। মাঝে মাঝে তাঁর ঘনিষ্ঠজনের কাছে প্রায়ই বলতেন, ‘মাঝেমাঝে বড় কষ্ট হয়। কেন জানিনা প্রচণ্ড যন্ত্রণা পাই ভিতরে। তখন আর কিছু ভালো লাগেনা। তাই সেই যন্ত্রণা লাঘবের জন্য বারবার ছুটে যাই গঙ্গার ওপারে, বেলুড়। শ্রী শ্রী ঠাকুরের পায়ের কাছে বসে থাকি। তখন এ পৃথিবীর কোনও কিছুই আর আমাকে আকর্ষণ করে না।’ অসুস্থ অবস্থায় নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েও তাঁর বালিশের নিচে মা সরদার ছবি থাকত। টেবিলে রাখা থাকত ধর্মীয় গ্রন্থ। আই টি ইউ - তে যেখানে ভর্তি ছিলেন, সেখানে ব্যক্তিগত অনুরোধে ভক্তিগীতিও বাজানো হত। জীবনের অন্তিম লগ্ন পর্যন্ত তাঁর সঙ্গী ছিল ঈশ্বর, ঈশ্বর আর ঈশ্বর।

ব্যক্তিত্ব, গ্ল্যামার, লাইট, ফোকাস, আধ্যাত্মিকতা এই সমস্ত বিষয় মিলিয়েই মহানায়িকা শ্রীমতী সুচিত্রা সেন। লেডি ব্র্যাবোন থেকে সূচী শিল্পে ডিপ্লোমা পাশ করা, ইংরেজি ও ফরাসি ক্লাসিক পছন্দ করা, লোকচক্ষুকে উপেক্ষা করে বিয়ের দিন ঘোমটা না দেওয়া — বিদূষী সুচিত্রা আজ আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চিরকালের মত। ‘সপ্তপদী’ ছবিতে তাঁর সেই বিখ্যাত সংলাপ ‘আমাকে টাচ করবে না’ — তাঁর মৃত্যুর পরেও যেন শ্বাশত সত্য রূপেই ধরা দিল।

শ্রীমতী সেন আজ আর নেই। কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে তিনি জীবন্ত কিংবদন্তিরূপে চিরকাল বিরাজ করবেন চলচ্চিত্রপ্রেমীদের হৃদয়ে। শ্রীমতী সেনের অমর সৃষ্টির পদতলে আমার লেখনী নতজানু ‘তোমারই সামনে নতজানু আমি দুই হাত প্রসারিত।’